মাকাবীয় বংশচরিত

প্রথম পুস্তক

আলেকজান্দার

১ ফিলিপের সন্তান মাকিদনীয় আলেকজান্দার কিত্তিম অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার পর ও
পারসিকদের ও মেদীয়দের রাজা দারিউসকে পরাজিত করার পর গ্রীস থেকে শুরু করে তাঁর পদে
রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। ২ তিনি বহু যুদ্ধ-সংগ্রাম করলেন, বহু দুর্গ দখল করে নিলেন, এবং
পৃথিবীর রাজাদের হত্যা করলেন; ৩ এইভাবে বহু জাতির সম্পদ লুট করতে করতে তিনি পৃথিবীর
প্রান্তসীমা পর্যন্তই এলেন। তাঁর সামনে পৃথিবী নিস্তব্ধতায় পড়ল, আর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হৃদয় গর্বে
স্ফীত হল। ৪ তিনি বিপুল সৈন্যদল জড় করে বহু অঞ্চল, জাতি ও নৃপতিকে জয় করলেন, আর
তারা তাঁর করদাতা প্রজা হয়ে পড়ল। ৫ এই সমস্ত কিছুর পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তিনি
বুঝতে পারলেন, মৃত্যু অবধারিত। ৬ তখন তিনি, তাঁর যৌবনকাল থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মানুষ
হয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রধান অধিনায়কদের কাছে আহ্বান করলেন, আর তিনি জীবিত থাকতেই
তাঁদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করলেন। ৭ বারো বছর রাজত্ব করার পর আলেকজান্দার মারা
গেলেন। ৮ তাঁর সেই সহকারীরা—এক একজন নিজ নিজ অঞ্চলে—কর্তৃত্ব নিলেন; ৯ তাঁর মৃত্যুর
পরে তাঁরা সকলে মাথায় রাজমুকুট নিলেন, আর তাঁদের পরে তাঁদের সন্তানেরাও—বহু বছর ধরে।
তাতে পৃথিবীর উপরে অমঙ্গল বৃদ্ধি পেল।

আন্তিওখস এপিফানেস—ইস্রায়েলে গ্রীক জীবনাদর্শ প্রচলন

১০ তাঁদের মধ্য থেকে ধূর্ত একটা মূলের উদয় হল, অর্থাৎ রাজা আন্তিওখসের সন্তান আন্তিওখস
এপিফানেস; তাঁকে একসময়ে রোমে জামিন হয়ে থাকতে হয়েছিল, পরে, গ্রীক সাম্রাজ্যের একশ'
সপ্তত্রিংশ বর্ষে, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। ১১ সেসময়েই ইস্রায়েল থেকে ধর্মত্যাগী সন্তানদের
উদয় হল, তারা বহু লোকের মন জয় করে বলছিল, 'চল, আমাদের আশেপাশের বিজাতীয়দের
সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি, কারণ ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আমাদের যথেষ্ট অমঙ্গল
ঘটেছে।' ১২ তাদের বিবেচনায় প্রস্তাবটি উত্তম মনে হল; ১৩ আর জনগণের মধ্য থেকে কয়েকজন
লোক উৎসাহের সঙ্গে রাজার কাছে গেল, আর তিনি বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে চলার অনুমতি
দিলেন। ১৪ তাই বিজাতীয়দের প্রথামত তারা যেরুসালেমে ব্যায়াম-আগার তৈরি করল, ১৫
পরিচ্ছেদনের দাগ ঠিক করে নিল, পবিত্র সন্ধি পরিত্যাগ করল, বিজাতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা
করল, অনিষ্ট সাধনের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা করল।

মিশরে প্রথম রণ-অভিযান ও প্রভুর গৃহ লুট

১৬ আন্তিওখসের হাতে রাজ্য একবার সুদৃঢ় হলে তিনি দু'টো রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করার জন্য
মিশরকেও জয় করার অভিপ্রায় করলেন; ১৭ তাই তিনি বিপুল সৈন্যদল, বহু বহু রথ, হাতি,
অশ্বারোহী-দল ও বিরাট নৌবাহিনীর সঙ্গে মিশরে প্রবেশ করে ১৮ মিশর-রাজ তলেমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করলেন। তলেমি তাঁর সামনে দাঁড়াতে না পারায় পালিয়ে গেলেন, আর অনেকে মারা পড়ল। [১৯] তারা মিশরের সুরক্ষিত নগরগুলোকে দখল করে নিল, এবং আন্তিওখস মিশর দেশ লুট করলেন। [২০] মিশরকে জয় করার পর—একশ' তেতাল্লিশ সালে—আন্তিওখস ফেরার পথে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে ইস্রায়েল ও যেরুসালেমের দিকেই এগিয়ে গেলেন।

[২১] স্পর্ধাভরে পবিত্রধামে প্রবেশ করে তিনি তার সোনার যজ্ঞবেদি, সমস্ত পাত্র সমেত আলোর জন্য দীপাধার তুলে নিয়ে গেলেন; [২২] সেইসঙ্গে ভোগ-রুটির নিত্য নৈবেদ্যের টেবিল, পানীয় নৈবেদ্যের যত পাত্র, বাটিগুলি, সমস্ত সোনার ধূপদানি, পরদা, মুকুটগুলো ও মন্দিরের অগ্রভাগের সোনার ভূষণও তুলে নিয়ে গেলেন—মন্দিরের সবকিছুই কেড়ে নিলেন; [২৩] যত সোনা, রুপো ও বহুমূল্য জিনিসপত্র জোর করে নিলেন, যত গুপ্ত ধন খুঁজে বের করতে পারলেন তাও তুলে নিলেন; [২৪] শেষে এই সমস্ত কিছু জড় করে নিজ অঞ্চলে ফিরে গেলেন। তিনি অনেক হত্যাকাণ্ডও ঘটালেন, ও মহাস্পর্ধাভরেই কথা বললেন।

[২৫] সারা দেশ জুড়ে ইস্রায়েলের জন্য মহা শোক বিরাজ করল:

[২৬] শাসকেরা ও প্রবীণেরা হাহাকার করলেন,
কুমারী ও যুবক সকলে নিস্তেজ হয়ে পড়ল,
নারীদের শোভা মিলিয়ে গেল।
[২৭] বরেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিলাপগান গেয়ে উঠল,
কনে তার বিবাহ-শয্যায় শোক করল।
[২৮] তার অধিবাসীদের জন্য পৃথিবী কম্পিত হল,
এবং গোটা যাকোবকুল লজ্জায় পরিবৃত হল।

যেরুসালেমে রাজার কর-আদায়কারী

[২৯] দু'বছর পরে রাজা যুদার শহরে শহরে প্রধান কর-আদায়কারীকে পাঠালেন। তিনি বিপুল সৈন্যশক্তির সঙ্গে যেরুসালেমে এসে [৩০] তাদের কাছে শঠতার সঙ্গে শান্তির কথা শোনালেন, আর তারা তাঁকে বিশ্বাস করল। কিন্তু তিনি হঠাৎ শহরগুলির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্ঠুর আঘাত হানলেন এবং ইস্রায়েলে বহু মানুষকে প্রাণে মারলেন। [৩১] নগরী তিনি লুট করলেন, আগুন লাগালেন, ও তার সকল বাড়ি-ঘর ও তার চারদিকের প্রাচীর ধ্বংস করলেন। [৩২] তারা স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের বন্দি করে নিয়ে গেল ও যত পশুধন ছিনিয়ে নিল। [৩৩] পরে নগরীর চারদিকে বিরাট ও প্রকাণ্ড এক প্রাচীর ও নানা দুর্গমিনার গেঁথে দাউদ-নগরীকে পুনর্নির্মাণ করল, আর নগরীটাকে করল তাদের আপন দুর্গ। [৩৪] সেখানে তারা দুর্বৃত্ত এক বংশকে—বিশ্বাসঘাতকের এক দলকে অধিষ্ঠিত করল, আর এরা তার ভিতরে নিজেদের বলবান করল, [৩৫] সেখানে জমাল অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী, এবং যেরুসালেমের লুণ্ঠিত সম্পদ কুড়িয়ে সেইখানে রাখল: তা হয়ে উঠল বড় এক ফাঁস! [৩৬] হ্যাঁ, তা হয়ে উঠল পবিত্রধামের জন্য ফাঁদ ও ইস্রায়েলের জন্য নিত্যস্থায়ী অনিষ্টকর বিপক্ষ।

[৩৭] পবিত্রধামের চারদিকে তারা ঝরাল নির্দোষীর রক্ত,
এবং পবিত্রধাম পর্যন্তও কলুষিত করল।

[৩৮] তাদের কারণে যেরুসালেম-নিবাসীরা পালিয়ে গেল,
নগরী বিজাতীয়দেরই আবাস হল;
তার নিজের লোকদের কাছে বিদেশিনী হল,
তাতে তার সন্তানেরা তাকে ত্যাগ করল।
[৩৯] তার পবিত্রধাম মরুপ্রান্তরের মত উৎসন্ন হল,
তার পর্বসকল শোকে,
তার সাব্বাৎগুলি লজ্জার বস্তুতে,
তার সম্মান দুর্নামেই পরিণত হল।
[৪০] যত হয়েছিল তার গৌরব,
তত হল তার অসম্মান,
তার শোভা শোকেই পরিণত হল।

বিজাতীয় উপাসনা-রীতি প্রবর্তন

[৪১] রাজা তখন তাঁর সমস্ত রাজ্যে এই আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠালেন যে, সকলকেই এক জাতি হয়ে উঠতে হবে, [৪২] প্রত্যেককে নিজস্ব বিধিনিয়ম ত্যাগ করতে হবে। বিজাতীয়রা সকলে রাজার এই আজ্ঞা মেনে নিতে রাজি হল; [৪৩] বহু ইস্রায়েলীয়ও তাঁর উপাসনা-রীতি পালন করতে সম্মত হল, এবং দেব-দেবীর কাছে বলি উৎসর্গ করল ও সাব্বাৎ লঙ্ঘন করে তা কলুষিত করল। [৪৪] তাছাড়া রাজা রাজদূতদের মধ্য দিয়ে যেরুসালেমে ও যুদার শহরগুলিতে আরও আজ্ঞাপত্র পাঠিয়ে তাদের এই হুকুম দিলেন যে, তাদের দেশ-বিরোধী ভিনদেশীয় প্রথা মেনে নিতে হবে, [৪৫] পবিত্রধামে আহুতি, যজ্ঞবলি-উৎসর্গ ও পানীয় নৈবেদ্য সবই বন্ধ করতে হবে, সাব্বাৎ ও পর্বোৎসবগুলো লঙ্ঘন করতে হবে, [৪৬] পবিত্রধাম ও পবিত্র সবকিছু কলুষিত করতে হবে, [৪৭] দেব-দেবীর উদ্দেশে বেদি, মন্দির ও দেবালয় গড়ে তুলে সেখানে শূকরের ও অশুচি পশুর মাংস বলিরূপে উৎসর্গ করতে হবে, [৪৮] তাদের ছেলেদের অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় রেখে যত রকম অশুচিতা ও জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে দিতে হবে, [৪৯] যেন বিধানের কথা আর স্মরণে না থাকে ও যত প্রথার পরিবর্তন ঘটে; [৫০] যে কেউ রাজার আজ্ঞা মেনে নেবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। [৫১] তাঁর রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এপ্রকার আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠিয়ে তিনি সমগ্র জনগণের উপরে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন, ও যুদার শহরগুলোকে আদেশ দিলেন, যেন লোকে শহরে শহরে বলি উৎসর্গ করে। [৫২] লোকদের মধ্যে অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল—অর্থাৎ তারাই, যারা বিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক—আর তারা দেশে অধর্ম সাধন করল, [৫৩] এবং তাই করে ইস্রায়েলকে যত সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলে লুকোতে বাধ্য করল।

[৫৪] একশ' পঁয়তাল্লিশ সালের কিস্লেভ মাসের পঞ্চদশ দিনে রাজা আহুতি-বেদির উপরে সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু গড়ে তুললেন; যুদার নিকটবর্তী সমস্ত শহরেও বেদি স্থাপন করা হল, [৫৫] এবং বাড়ি-ঘরের দরজায় দরজায় ও রাস্তা-ঘাটে ধূপ জ্বালানো হল। [৫৬] যত বিধান-পুস্তক পাওয়া যেত, তা ছিঁড়ে ফেলে আগুনে দেওয়া হত। [৫৭] কারও হাতে যদি কোন সন্ধি-পুস্তক পাওয়া যেত, কিংবা কেউ যদি বিধান-পথে চলত, তাহলে রাজার আদেশে তার প্রাণদণ্ড হত। [৫৮] মাসের পর মাস ধরে তারা ইস্রায়েলের শহরগুলোতে যত অপরাধীকে খুঁজে বের করে তাদের কঠোর শাস্তি দিত; [৫৯]

আহুতি-বেদির উপরে যে বেদি গড়ে তোলা হয়েছিল, প্রত্যেক মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তার উপরে
বলি উৎসর্গ করা হত। ৬০ যারা নিজেদের ছেলে পরিচ্ছেদিত করিয়েছিল, রাজাজ্ঞা অনুসারে সেই
সকল স্ত্রীলোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত; ৬১ তাদের কোলে ঝোলা বাচ্চারা, তাদের পরিজনেরা, এবং
যারা পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা পালন করেছিল, এদের সকলকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। ৬২ কিন্তু তবুও
ইস্রায়েলে অনেকেই অশুচি পশুর মাংস না খাবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহ ও সাহস দিল; ৬৩ তেমন
খাবার খেয়ে নিজেদের কলুষিত করার চেয়ে ও তাই করে পবিত্র সন্ধি অমর্যাদা করার চেয়ে তারা
মৃত্যুভোগ করতে প্রীত হল, আর ঠিক এজন্যই তারা মরল। ৬৪ সত্যি! ইস্রায়েলের উপরে প্রচণ্ড
ক্রোধের আঘাত নেমে পড়ল।

মাত্তাথিয়াস ও তাঁর পাঁচ সন্তান

২ মাত্তাথিয়াস নামে যোয়ারিব বংশের একজন যাজক ছিলেন; মাত্তাথিয়াসের পিতা যোহন,
যোহনের পিতা সিমেয়োন। সেসময় তিনি যেরুসালেম ছেড়ে মদীনে বাস করতে এলেন। ২ তাঁর
পাঁচ সন্তান ছিলেন: যোহন, যাঁকে গাদ্দি বলেও ডাকা হত, ৩ থাস্সি বলে অভিহিত সিমেয়োন, ৪
মাকাবীয় বলে অভিহিত যুদা, ৫ আভারান বলে অভিহিত এলেয়াজার, আফুস বলে অভিহিত
যোনাথান। ৬ যুদা ও যেরুসালেমে সাধিত সমস্ত অধর্ম দেখে ৭ তিনি বললেন, 'হায়, আমার কেনই
বা জন্ম হয়েছে? এখন আমাকে আমার আপন জাতির ধ্বংস ও পবিত্র নগরীর ধ্বংস দেখতে হচ্ছে!
পবিত্র নগরী শত্রুহাতে, ও পবিত্রধাম বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, আর আমাকে শুধু
হাতে বসে থাকতে হচ্ছে!

৮ তার মন্দির মর্যাদাহীন একটা মানুষের মত হয়ে গেছে,
৯ তার গৌরবের যত ভূষণ লুণ্ঠিত সম্পদ রূপে কেড়ে নেওয়া হল,
তার শিশুদের রাস্তা-ঘাটে
ও তার তরুণদের শত্রু-খড়্গের আঘাতে খুন করা হল।
১০ কোন এক জাতি কি আছে যা তার রাজমর্যাদা নিজের বলে দাবি করেনি,
ও তার লুণ্ঠিত সম্পদের একটা অংশও কেড়ে নেয়নি?
১১ প্রতিটি অলঙ্কার তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে,
তার আগেকার স্বাধীনতা অধীনতা হল।
১২ দেখ! আমাদের পবিত্রস্থান,
আমাদের শোভা, আমাদের গৌরব, সবই উৎসন্ন করা হল,
বিজাতীয়েরাই তা কলুষিত করল।
১৩ তবে, আর কি আছে যাতে আমরা জীবিত থাকি?'

১৪ মাত্তাথিয়াস ও তাঁর সন্তানেরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, চটের কাপড় পরিধান
করলেন, ও মহাশোক পালন করতে লাগলেন।

মদীনে অনুষ্ঠিত বলিদান

১৫ রাজার যে কর্মচারীরা লোকদের ধর্মত্যাগ করাতে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা বলি উৎসর্গ করাবার

জন্য একদিন মদীনে এল। ১৬ ইস্রায়েলীয়দের অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল; কিন্তু মাত্তাথিয়াস ও
তাঁর সন্তানেরা আলাদা দল হয়ে রইলেন। ১৭ রাজকর্মচারীরা মাত্তাথিয়াসকে উদ্দেশ করে বলল, 'এই
শহরে আপনি গণ্যমান্য জননেতা ও মহা ব্যক্তিত্ব; তাছাড়া আপনার ছেলেদের ও ভাইদের সমর্থনও
আপনার আছে; ১৮ তবে আসুন, অন্য সকল জাতি, যুদার সমাজনেতারা, ও যেরুসালেমে যারা
রেহাই পেয়েছে, তারা সকলে যেমন করেছে, আপনিও প্রথম এগিয়ে এসে রাজার আদেশ মেনে
চলুন; এইভাবে আপনি ও আপনার ছেলেরা রাজবন্ধুদের মধ্যে স্থান পাবেন; আপনি ও আপনার
ছেলেরা সোনা, রুপো ও প্রচুর উপহার লাভে সম্মানিত হবেন।' ১৯ কিন্তু মাত্তাথিয়াস উত্তরে জোর
গলায় বলে উঠলেন, 'রাজার অধীনে যত জাতি আছে, তারা সকলেও যদি তাঁর কথায় বাধ্য হয়,
প্রত্যেকেও যদি তার পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে, সকলেও যদি রাজার আদেশ-নির্দেশ মেনে
নেয়, ২০ তবুও আমি, আমার ছেলেরা ও আমার ভাইয়েরা আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধি-পথে চলব!
২১ আমরা বিধান ও তার যত বিধিনিয়ম পরিত্যাগ করব, আমাদের প্রতি করুণা দেখিয়ে স্বর্গ যেন
তেমন কাজ থেকে আমাদের রক্ষা করে। ২২ না! রাজার এই সমস্ত আদেশ আমরা কখনও মানব না;
আমাদের ধর্ম থেকে ডানে বা বামে কোথাও সরব না।'

২৩ তাঁর এই কথা শেষে একজন ইহুদী রাজাজ্ঞা অনুসারে মদীনের যজ্ঞবেদিতে বলি দেবার জন্য
সকলের চোখের সামনে এগিয়ে এল। ২৪ তা দেখে মাত্তাথিয়াস ধর্মাগ্রহে আগুন হয়ে গেলেন, তাঁর
অন্তর কেঁপে উঠল, ধর্মসম্মত ক্রোধে উত্তপ্ত হলেন, এবং দৌড়ে এসে সেই যজ্ঞবেদির উপরেই তাকে
মেরে ফেললেন; ২৫ একই সময়ে তিনি সেই রাজকর্মচারীকেও মেরে ফেললেন যে লোকদের বলি
দিতে বাধ্য করছিল, শেষে বেদিটাও ধ্বংস করে দিলেন। ২৬ তিনি তো বিধানের প্রতি ধর্মাগ্রহে
চালিত হয়েই তেমন কাজ করলেন, ঠিক যেমন সালুর সন্তান জিম্রির বিরুদ্ধে ফিনেয়াস
করেছিলেন। ২৭ তারপর মাত্তাথিয়াস শহরের ভিতর দিয়ে গেলেন, জোর গলায় চিৎকার করে
বলছিলেন, 'বিধানের প্রতি যার ধর্মাগ্রহ আছে, যে কেউ সন্ধি রক্ষা করতে ইচ্ছুক, সে আমার
অনুসরণ করুক!' ২৮ আর তাঁদের যা কিছু ছিল তা শহরে ছেড়ে তিনি ও তাঁর সন্তানেরা পার্বত্য
প্রান্তরে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিলেন।

মরুপ্রান্তরে মাত্তাথিয়াস

২৯ তখন যারা ন্যায্যতা ও ন্যায়নীতির অন্বেষণ করছিল, তাদের অনেকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে
সেইখানে থাকল, ৩০ সঙ্গে করে তারা ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও পশুধনও নিয়ে গেল, কারণ তাদের উপর
নানা অমঙ্গল জমে গেছিল। ৩১ রাজার লোকদের কাছে ও দাউদ-নগরী যেরুসালেমে অধিষ্ঠিত
সৈন্যদলের কাছে একথা জানানো হল যে, সেখানে, মরুপ্রান্তরের গুপ্ত স্থানে স্থানে, এমন লোক
একত্র হয়েছে, যারা রাজাজ্ঞা ছিঁড়ে ফেলেছে। ৩২ অনেকে তাদের পিছনে ধাওয়া করতে দৌড় দিল,
তাদের নাগাল পেল, এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শ্রেণিভুক্ত হয়ে সাব্বাৎ দিনে আক্রমণ
করতে প্রস্তুতি নিল। ৩৩ এরা তাদের বলল: 'আর নয়! বের হও, রাজার আদেশে বাধ্য হও, তবে
রেহাই পাবে।' ৩৪ কিন্তু তারা ওদের বলল, 'আমরা বের হব না, রাজার আদেশও মেনে চলব না,
সাব্বাৎ দিনের পবিত্রতা লঙ্ঘন করব না।' ৩৫ রাজার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে হামলা
চালাল, ৩৬ কিন্তু তারা কোন সাড়া দিল না, পাথরও ছুড়ল না, গুপ্ত স্থানগুলিতেও কোন প্রতিবন্ধক

গড়ল না; [৩৭] প্রতিবাদ করে তারা বলল, 'এসো, নিরপরাধী হয়েই সকলে মরি। আমাদের পক্ষে স্বর্গ ও মর্ত সাক্ষ্য দিক যে, তোমরা অন্যায়ভাবেই আমাদের বধ করছ।' [৩৮] তাই রাজার লোকেরা সাব্বাৎ দিনেই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এগিয়ে এল; তারা, এবং তাদের স্ত্রী, সন্তান, পশুধন সকলে মারা পড়ল—সংখ্যায় ছিল এক হাজার মানুষ।

[৩৯] কথাটা শুনে মাত্তাথিয়াস ও তাঁর বন্ধুরা মহা ক্রন্দন করলেন। [৪০] পরে নিজেদের মধ্যে বললেন, 'আমরা সকলে যদি আমাদের ভাইদের মত ব্যবহার করি এবং আমাদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিনিয়মের জন্য যদি সংগ্রাম না করি, তবে ওরা অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবী থেকে আমাদের উচ্ছেদ করবে।' [৪১] তাঁরা সেদিন এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'সাব্বাৎ দিনে যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আসবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব; গুপ্ত স্থানে আমাদের ভাইয়েরা যেমন মরেছে, আমরা সকলে তাদের মত মরব না।'

[৪২] সেসময়ে হাসিদীয়দের এক দল তাদের সঙ্গে যোগ দিল—তারা ছিল ইস্রায়েলের বীরপুরুষ, তাদের এক একজন বিধানের পক্ষে দাঁড়াতে ইচ্ছুক; [৪৩] তাছাড়া নির্যাতনের হাত থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, তারা তাদের দলে যোগ দিয়ে তাদের আরও শক্তিশালী করে তুলল। [৪৪] সামরিক বাহিনীরূপে নিজেদের গঠন করে তারা যত পাপীকে ও ধর্মত্যাগী মানুষকে রোষভরে আঘাত করল; তাদের হাত থেকে যারা রেহাই পেল, তারা রক্ষা পেতে বিজাতীয়দের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। [৪৫] তাছাড়া মাত্তাথিয়াস ও তাঁর বন্ধুরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যত বেদি ধ্বংস করছিলেন, [৪৬] ইস্রায়েল দেশে অপরিচ্ছেদিত যত ছেলেকে পাচ্ছিলেন, তাদের সকলকে জোর করে পরিচ্ছেদিত করাচ্ছিলেন; [৪৭] তাঁরা গর্বোদ্ধতদের রেহাই দিচ্ছিলেন না; হ্যাঁ, তাঁদের সেই অভিযান তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে চালালেন; [৪৮] বিজাতীয়দের ও রাজাদের অত্যাচার থেকে বিধান রক্ষা করলেন, পাপীদের মাথা উচ্চ করতে দিলেন না।

মাত্তাথিয়াসের শেষ বাণী ও তাঁর মৃত্যু

[৪৯] মাত্তাথিয়াসের মৃত্যুকাল এগিয়ে এলে তিনি নিজের ছেলেদের বললেন, 'এখন গর্ব ও অধর্মের কর্তৃত্ব-কাল, এখন ধ্বংস ও তিক্ত ক্রোধের কাল। [৫০] সন্তান আমার, এই তো বিধানের প্রতি তোমাদের ধর্মাগ্রহ দেখাবার ক্ষণ, এই তো আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধির জন্য তোমাদের প্রাণ দেওয়ার ক্ষণ! [৫১] তাঁদের দিনগুলিতে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে কর্মকীর্তি সাধন করলেন, তা স্মরণ কর, তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে। [৫২] আব্রাহাম কি পরীক্ষিত হয়ে বিশ্বস্ত বলে গণ্য হননি? আর তা কি তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হয়নি? [৫৩] অত্যাচারের সময়ে যোসেফ আদেশ মেনে চললেন, ফলে মিশরের প্রভু হলেন। [৫৪] আমাদের পূর্বপুরুষ ফিনেয়াস তাঁর সদাগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ চিরস্থায়ী যাজকত্বের সন্ধি অর্জন করলেন। [৫৫] যোশুয়া ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতা দেখালেন বিধায় ইস্রায়েলে বিচারক হলেন। [৫৬] কালেব জনসমাবেশের মাঝে সাক্ষ্যদান করলেন বিধায় আমাদের দেশের একটা অংশ উত্তরাধিকাররূপে পেলেন। [৫৭] দাউদ তাঁর দয়াশীল হৃদয়ের খাতিরে চিরস্থায়ী রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। [৫৮] এলিয় বিধানের প্রতি জ্বলন্ত আগ্রহ দেখালেন বিধায় তাঁকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই, কেড়ে নেওয়া হল। [৫৯] হানানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েল তাঁদের বিশ্বস্ততার জন্য অগ্নিশিখা থেকে ত্রাণ পেলেন। [৬০] দানিয়েল তাঁর একনিষ্ঠতার

জন্য সিংহদের মুখ থেকে নিস্তার পেলেন। [৬১] তাহলে বিবেচনা করে দেখ যে, যুগের পর যুগ যে
কেউ তাঁর উপর আশা রাখে, তারা পরাস্ত হয় না। [৬২] দুর্জনের কথায় ভীত হয়ো না, কারণ তার
গৌরব আবর্জনা ও কীটের মধ্যেই চলে যাবে; [৬৩] আজ সে উন্নীত, কাল তার আর কোন উদ্দেশ
নেই, কেননা সে তার সেই নিজের ধুলায় ফিরে যায় ও তার চক্রান্ত সকল ব্যর্থ হয়। [৬৪] সন্তানেরা,
বিধানের পক্ষে বীর্য ও সাহস দেখাও, কেননা বিধানই তোমাদের গৌরবে ভূষিত করবে!

[৬৫] এই যে তোমাদের ভাই সিমেয়োন; আমি জানি, সে সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ: তোমরা সবসময় তার
কথা শোন; সে হবে তোমাদের পিতা। [৬৬] নিজের যৌবনকাল থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা এই মাকাবীয়
যুদাই তোমাদের সৈন্যদলের নেতা হবে; সে বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে। [৬৭] সুতরাং, যারা
বিধান পালন করে, তাদের তোমাদের সঙ্গে জড় করে তোমাদের আপন জাতির পূর্ণ প্রতিশোধ
সাধন কর; [৬৮] বিজাতীয়দের তাদের যোগ্য শাস্তি দাও; বিধানের বিধিনিয়ম আঁকড়ে ধর।' [৬৯] এবং
তাঁদের আশীর্বাদ করে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। [৭০] একশ' ছেচল্লিশ সালে তাঁর
মৃত্যু হল; তাঁকে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। তাঁর মৃত্যুর জন্য
গোটা ইস্রায়েল মহাশোক পালন করল।

মাকাবীয় যুদার গুণকীর্তন

৩ তাঁর সন্তান যুদা—যিনি মাকাবীয় বলে অভিহিত—তাঁর পদ নিলেন। [২] তাঁর সকল ভাই ও সেই
সকলে যারা তাঁর পিতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাঁকে সহায়তা দিলেন; আর তাঁরা ইস্রায়েলের জন্য
উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন।

[৩] তিনি তাঁর আপন জাতির গৌরব আরও বৃদ্ধিশীল করলেন,
মহাবীরের মতই বক্ষস্ত্রাণ ধারণ করলেন,
কোমরে অস্ত্রসজ্জা বেঁধে নিলেন,
খড়্গ দ্বারা সৈন্যশ্রেণী রক্ষা করে বহু যুদ্ধে নামলেন।
[৪] তাঁর কর্মকীর্তিতে তিনি হলেন সিংহের মত,
শিকারের উপরে গর্জনকারী যুবসিংহেরই মত।
[৫] ধর্মত্যাগীদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের ধরলেন;
যারা জনগণকে কষ্ট দিত, তাদের তিনি আগুনে বিনাশ করলেন।
[৬] তাঁর ভয়ে ধর্মত্যাগীরা আতঙ্কিত হল,
সকল দুষ্কর্মাদের লজ্জা ভোগ করতে হল;
তাঁর নেতৃত্বে পরিত্রাণ এগিয়ে গেল।
[৭] তিনি বহু রাজাকে তিক্ততা ভোগ করালেন,
আপন কর্মকীর্তিতে যাকোবকে আনন্দিত করে তুললেন;
তাঁর স্মৃতি ধন্য হবে চিরকাল ধরে।
[৮] তিনি যুদার শহরে শহরে গেলেন,
সেখান থেকে যত ধর্মত্যাগীকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
এভাবে ইস্রায়েল থেকে প্রতিশোধ দূর করে দিলেন।

[৯] তাঁর নাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হল,
যারা মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিল, তাদের তিনি সম্মিলিত করলেন।

বিজয়ী যুদা

[১০] পরে আপল্লোনিওস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিজাতীয়দের এবং সামারিয়া থেকে
শক্তিশালী এক সৈন্যদল জড় করল। [১১] কথাটা জানতে পেরে যুদা তার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে তাকে
পরাজিত করে হত্যাও করলেন; অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ল, এবং যারা নিজেদের বাঁচাতে
পারল, তারা পালিয়ে গেল। [১২] তারা তাদের সম্পদ লুট করল; যুদা নিজের জন্য আপল্লোনিওসের
খড়্গ রাখলেন, এবং তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধ-সংগ্রামে সেই খড়্গ ব্যবহার করলেন। [১৩]
সিরিয়ার সৈন্যদলের সেনাপতি সেরোন যখন খবর পেল যে, যুদা বহু ভক্তজন ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে
নিয়ে একটা সৈন্যদল গড়েছেন, [১৪] তখন বলল, 'এবার আমার সুনাম হবে! সেই যুদা ও তার
লোকেরা যারা রাজার আদেশ অবজ্ঞা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি রাজ্যের মধ্যে গৌরব
অর্জন করব।' [১৫] তাই সবকিছু প্রস্তুত করে সে রণ-অভিযান চালাল; ইস্রায়েলীয়দের উপর প্রতিশোধ
নেবার জন্য তার সহকারী বাহিনী হিসাবে ছিল ধর্মত্যাগীদের একটা বিপুল দল। [১৬] সে
বেথ্-হরোনের চড়াই পথে প্রায় এসে পৌঁছেছিল, এমন সময় যুদা সঙ্কীর্ণ একটা দলের সঙ্গে তার
সম্মুখীন হলেন। [১৭] কিন্তু নিজেদের বিরুদ্ধে সেই সৈন্যদল এগিয়ে আসতে দেখেই এরা যুদাকে
বলল, 'এত স্বল্পসংখ্যক মানুষ হয়ে আমরা কেমন করে তেমন বিপুল দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে
পারব? তাছাড়া, আমরা আজ না খেয়ে আছি!' [১৮] যুদা উত্তর দিলেন, 'অনেকে স্বল্পজনের হাতে
পড়বে, এমনটি অসাধ্য নয়; এমনকি, অনেকের দ্বারা বা অল্পজনের দ্বারাই ত্রাণকর্ম সাধন করা
স্বর্গের পক্ষে কোন ব্যবধান নেই; [১৯] কারণ যুদ্ধে জয়লাভ সৈন্যদলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না,
স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে। [২০] ওরা আমাদের নিজেদের, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের ছেলেদের
বিনাশ করার জন্য ও আমাদের সম্পদ লুট করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অভক্তিভরেই
এগিয়ে আসছে; [২১] কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিবিধানের জন্যই
সংগ্রাম করছি। [২২] তিনিই আমাদের চোখের সামনে ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করবেন; তোমরা ওদের ভয়
করো না।'

[২৩] একথা বলা শেষ করে তিনি হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সেরোনকে ও তার
সৈন্যদলকে তাঁর চোখের সামনে পরাস্ত করা হল, [২৪] আর তারা তাকে বেথ্-হরোনের নিম্নগামী পথ
দিয়ে সমতল ভূমি পর্যন্ত ধাওয়া করল। ওদের মধ্যে প্রায় আটশ'জন মারা পড়ল, বাকি সকলে
ফিলিস্তিনিদের দেশে পালিয়ে গেল। [২৫] এইভাবে যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা ভয়ের কারণ হতে লাগলেন,
এবং আশেপাশের জাতিগুলি সন্ত্রাসে আক্রান্ত হল। [২৬] তাঁর সুনাম রাজার কানে পর্যন্তও গেল, এবং
জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদার কর্মকীর্তি আলাপের বিষয় হল।

পারস্যে যেতে উদ্যত আন্তিওখস
রাজ-বিষয়ে পরিচালনায় নিযুক্ত লিসিয়াস

[২৭] এই সমস্ত ঘটনার খবর আন্তিওখস রাজাকে রুষ্ট করে তুলল, আর তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্ত

সৈন্যসামন্তকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত করতে আজ্ঞা দিলেন: বিরাট ও পরাক্রান্ত এক সৈন্যদল। [২৮] তিনি ধনকোষ খুলে তাঁর সৈন্যদের এক বছরের বেতন বিতরণ করলেন, একথা বলে যে, তারা যে কোন অবস্থার জন্য তৈরী থাকবে। [২৯] কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর নিজের ধনকোষের অর্থ ফুরিয়ে গেছিল, এবং প্রদেশগুলোর করও কমে গেছিল; তার কারণ, সেই সমস্ত বিপ্লব ও সর্বনাশ যা তিনি নিজে পুরাকাল থেকে ঐতিহ্যগত যত বলবৎ প্রথা বাতিল করার জন্য অঞ্চলে ঘটিয়েছিলেন। [৩০] তিনি ভয় করলেন, আগের মত যেমন বারবার ঘটেছিল, তেমনি এবারও তাঁর যথেষ্ট অর্থ থাকবে না সেই সমস্ত খরচ ও সেই সমস্ত উপহারের জন্য যা তিনি আগেকার রাজাদের চেয়ে মহা দানশীলতার সঙ্গে মঞ্জুর করছিলেন। [৩১] এত বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পারস্য দখল করবেন, যেন সেই প্রদেশগুলোর কর আদায় করে বহু অর্থ জমাতে পারেন। [৩২] সুতরাং তিনি গণ্যমান্য ও রাজবংশের মানুষ সেই লিসিয়াসকে ইউফ্রেটিস নদী থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত রাজ-বিষয়ের পরিচালনায় রাখলেন; [৩৩] আর যতদিন না তিনি নিজে ফিরে আসেন, ততদিন ধরে রাজা তাঁকে তাঁর আপন ছেলে আন্তিওখসের দীক্ষা-শিক্ষার ভারও দিলেন। [৩৪] রাজা তাঁর হাতে সৈন্যদলের অর্ধেক অংশ ও হাতিগুলি ছেড়ে দিলেন, এবং যে সমস্ত কিছু করার ইচ্ছা তাঁর ছিল, সেবিষয়ে তাঁকে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। যুদেয়া ও যেরুসালেমের অধিবাসীদের সম্বন্ধে [৩৫] রাজা তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাতে আজ্ঞা দিলেন, যেন ইস্রায়েলের বল ও যেরুসালেমে অবশিষ্ট সমস্ত কিছু ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং সেই অঞ্চল থেকে তাদের স্মৃতি মুছে ফেলা হয়; [৩৬] তিনি আরও আজ্ঞা দিলেন, যেন তাদের সকল পর্বতে বিদেশীদের স্থানান্তর করা হয় ও তাদের জমিজমা বণ্টন করা হয়। [৩৭] পরে রাজা, একশ' সাতচল্লিশ সালে, সৈন্যদলের বাকি অর্ধেক অংশ নিয়ে তাঁর রাজধানী আন্তিওখিয়া থেকে রওনা হলেন; তিনি ইউফ্রেটিস নদী পার হয়ে উত্তর অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

নিকানোর ও গর্গিয়াস

[৩৮] তখন লিসিয়াস দরিমেনেসের সন্তান তলেমিকে, নিকানোরকে ও গর্গিয়াসকে—এঁরা সকলে রাজবন্ধুদের মধ্যে প্রভাবশালী মানুষ—মনোনীত করলেন, [৩৯] এবং রাজার আজ্ঞামত যুদা দেশকে উৎসন্ন করার জন্য তাঁদের অধীনে চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও সাত হাজার ঘোড়া যুদা দেশে পাঠালেন। [৪০] এঁরা এই সমস্ত সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে সমতল ভূমিতে গিয়ে এম্মাউসের কাছে শিবির বসালেন। [৪১] অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা কথাটা শুনে প্রচুর সোনা-রুপো ও শেকল সংগ্রহ করে ইস্রায়েলীয়দের ক্রীতদাসরূপে কেনার অভিপ্রায়ে শিবিরে এল। সেই সৈন্যদলের সঙ্গে ইদুমেয়া ও ফিলিস্তিনি দেশের লোকেরাও যোগ দিল। [৪২] যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা দেখতে পেলেন যে, অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এবং সৈন্যদল তাঁদের নিজেদের এলাকায়ই শিবির বসিয়েছে; এই কথাও জানতে পারলেন যে, রাজা তাঁদের জনগণের সার্বিক বিনাশ ঘটাবার আজ্ঞা দিয়েছেন। [৪৩] তখন তাঁরা একে অপরকে বললেন, 'এসো, আমরা জনগণকে তাদের সর্বনাশ থেকে পুনরুত্থিত করি; আমাদের জনগণের জন্য ও আমাদের পবিত্রধামের জন্য সংগ্রাম করি।' [৪৪] সংগ্রামে প্রস্তুতি নেবার জন্য, প্রার্থনা করার জন্য ও দয়া ও করুণা যাচনা করার জন্য জনসভা একত্র হল।

[৪৫] যেরুসালেম মরুপ্রান্তরের মত জনশূন্য ছিল,

তার কোন সন্তান প্রবেশ ও প্রস্থানও করছিল না,
পবিত্রধাম ছিল পদদলিত,
বিদেশীরাই আক্রা-দুর্গে অধিষ্ঠান করছিল,
সেই দুর্গ হয়েছিল বিজাতীয়দের বাসস্থান।
যাকোব থেকে আনন্দ মিলিয়ে গেছিল,
বাঁশি ও বীণারও চিহ্ন আর ছিল না।

মিস্পায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন

৪৬ সমবেত হওয়ার পর তারা যেরুসালেমের উল্টো দিকে অবস্থিত মিস্পায় এল, কেননা পুরাকাল
থেকে ইস্রায়েলে এই মিস্পাই ছিল প্রার্থনার স্থান। ৪৭ সেদিন তারা উপবাস পালন করল, চটের
কাপড় পরল, মাথায় ছাই ছড়াল ও পোশাক ছিঁড়ে ফেলল। ৪৮ যে দিক-নির্দেশনা বিজাতীয়েরা
তাদের মিথ্যা দেবতাদের মূর্তির কাছ থেকে পাবার চেষ্টা করে, তা পাবার জন্য তারা বিধান-পুস্তকই
খুলে দিল। ৪৯ তারা যাজকীয় পোশাকগুলি, সমস্ত প্রথমাংশ ও দশমাংশও আনল, সেই নাজিরীয়দের
আগে আগে আনাল, যারা তাদের মানতের দিনগুলি পূরণ করেছিল; ৫০ পরে স্বর্গের দিকে কণ্ঠস্বর
তুলে চিৎকার করল, 'এদের বিষয়ে আমরা কী করব? এদের কোথায় বা নিয়ে যাব? ৫১ তোমার
পবিত্রধাম তো পদদলিত ও কলুষিত হয়েছে, ও তোমার যাজকেরা অবমাননায় শোক করছে। ৫২
দেখ, আমাদের বিনাশ করার জন্য বিজাতীয়েরা একত্র হয়েছে; তুমি তো জান আমাদের বিরুদ্ধে
তারা যে কি চক্রান্ত আঁটছে। ৫৩ তুমি আমাদের সাহায্য না করলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কেমন
করে দাঁড়াব?' ৫৪ তারা তুরিধ্বনি তুলে জোর গলায় এক চিৎকার দিল।

৫৫ তারপর যুদা লোকদের জন্য নায়কদের নিযুক্ত করলেন, অর্থাৎ সহস্রপতি, শতপতি,
পঞ্চাশপতি ও দশপতি নিযুক্ত করলেন। ৫৬ যারা ঘর বাঁধছিল বা বিবাহ করতে যাচ্ছিল, যারা
আঙুরখেত প্রস্তুত করছিল বা ভীত ছিল, তাদের সকলকে তিনি বিধান অনুসারে বাড়িতে যেতে
বললেন। ৫৭ পরে শিবির তুলে নিয়ে তারা এম্মাউসের দক্ষিণে সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করল। ৫৮ যুদা
বললেন, 'কোমর বেঁধে বলবান হও; এই যে বিজাতীয়েরা আমাদের ও আমাদের পবিত্রধাম ধ্বংস
করতে একত্রে জড় হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আগামী দিন ভোরে তৈরী হও। ৫৯
আমাদের জাতি ও আমাদের পবিত্রধামের বিনাশ দেখবার চেয়ে আমাদের পক্ষে সংগ্রামে মরাই বরং
ভাল। ৬০ স্বর্গে যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনিই ঘটাবেন।'

এম্মাউসে জয়লাভ

৪ গর্গিয়াস পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্য ও এক হাজার সেরা ঘোড়া সঙ্গে নিলেন, এবং সমস্ত শিবির
রাতে রওনা হল; ২ অভিপ্রায় ছিল, তারা ইহুদীদের শিবির হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের উপর
অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত হানবে; আক্রা-দুর্গের লোকেরা পথ দেখাচ্ছিল। ৩ কথাটা জানতে পেরে
যুদা ও তাঁর বীরযোদ্ধারাও বেরিয়ে পড়লেন যেন এম্মাউসে রাজার সৈন্যদলকে আক্রমণ করতে
পারেন ৪ যতক্ষণ সৈন্যেরা শিবিরের বাইরে ছড়িয়ে থাকে। ৫ গর্গিয়াস রাত্রিকালে যুদার শিবিরে এসে
পৌঁছে সেখানে কাউকে পেলেন না; তাই তিনি পর্বতমালার দিকে তাদের খোঁজ করতে লাগলেন;

ভাবছিলেন: 'আমাদের সামনে থেকে ওরা পালিয়ে যাচ্ছে!' [৬] দিন হলে যুদা তিন হাজার লোকের
সঙ্গে সমতল ভূমিতে আবির্ভূত হলেন—যদিও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তত বর্ম ও খড়্গ ছিল না। [৭]
তারা বিজাতীয়দের শিবির, শিবিরের সমস্ত প্রাকার, ও তার চারদিকে বিন্যস্ত অশ্বারোহীদের দেখতে
পেল: সকলে যুদ্ধ-নিপুণ লোক!

[৮] যুদা তাঁর লোকদের বললেন, 'ওদের সংখ্যায় ভীত হয়ো না, ওদের আক্রমণেও দিশেহারা হয়ে
পড়ো না; [৯] ফারাও যখন তার সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের পিতৃপুরুষদের পিছনে ধাওয়া করছিল,
তাঁরা লোহিত সাগরে কেমন ত্রাণ পেয়েছিলেন, এই কথা স্মরণ কর। [১০] এসো, আমরা এখন স্বর্গের
দিকে কণ্ঠস্বর তুলি; আমাদের প্রতি উৎকণ্ঠিত হলে তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তাঁর সেই
সন্ধির কথা স্মরণ করবেন ও আজ আমাদের বিরুদ্ধে বিন্যস্ত এই সৈন্যদলকে চূর্ণ করবেন; [১১] তখন
সকল জাতি নিশ্চিত হয়ে জানবে যে, এমন একজন আছেন, যিনি ইস্রায়েলের মুক্তি ও ত্রাণকর্ম সাধন
করেন!'

[১২] সেই বিদেশীরা চোখ তুলে চাইল, আর যখন দেখল যে, ইস্রায়েলীয়েরা তাদের দিকে এগিয়ে
আসছে, [১৩] তখন সংগ্রাম করার জন্য শিবির ছেড়ে বের হল। যুদার লোকেরা তুরিনিনাদ তুলে [১৪]
তাদের আক্রমণ করল। বিজাতীয়েরা পরাস্ত হয়ে সমতল ভূমির দিকে পালাতে লাগল, [১৫] আর যারা
পিছনে পড়ে গেছিল, তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল। ইস্রায়েলীয়েরা গেজের পর্যন্ত আর
ইদুমেয়ার, আসদোদের ও যাম্নিয়ার সমতল ভূমি পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করল; তাদের প্রায়
তিন হাজার লোক মারা পড়ল।

[১৬] ধাওয়াটা বন্ধ করে যুদা ও তাঁর যোদ্ধারা ফিরে এলে [১৭] তিনি তাঁর লোকদের বললেন, 'লুটের
কথা যাক, আমাদের সামনে আর একটা সংগ্রাম আছে। [১৮] গর্গিয়াস ও তাঁর সেনাবাহিনী পর্বতের
উপরে এখনও আমাদের কাছাকাছি আছেন। আগে শত্রুদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
কর, পরে নিরাপদে লুটের মাল কুড়োতে পারবে।' [১৯] একথা এখনও যুদার মুখে আছে, এমন সময়ে
এমন এক দল দেখা দিল, যারা পর্বত থেকে লক্ষ করছিল। [২০] তাদের নিজেদের লোকেরা পরাজিত
হয়েছে ও শিবিরে আগুন দেওয়া হয়েছে—বস্তুত তারা যে ধূম দেখতে পাচ্ছিল, তা-ই ছিল ঘটনাটার
লক্ষণ!—তা দে'খে [২১] তারা অতিশয় বিহ্বল হয়ে পড়ল; তাছাড়া তারা যখন দেখতে পেল যে,
নিচে, সমতল ভূমিতে, যুদার বিন্যস্ত করা সৈন্যদল আক্রমণ করতে তৈরী, [২২] তখন সকলেই
ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পালিয়ে গেল; [২৩] আর যুদা শিবির লুট করতে ফিরে এলেন; তারা প্রচুর
পরিমাণ সোনা-রুপো, এবং নীল ও লাল কাপড় ও বহু ধন সংগ্রহ করল। [২৪] ফিরে আসার পথে
ইহুদীরা গান করছিল ও স্বর্গের কাছে ধন্যবাদগীতি জাগিয়ে বলছিল: *তিনি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা
চিরস্থায়ী।* [২৫] ইস্রায়েলে সেই দিনটি হল মহা পরিত্রাণের দিন।

[২৬] বিদেশীদের মধ্য থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, তারা লিসিয়াসের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে
সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। [২৭] তা শুনে তিনি হতভম্ব ও নিরাশ হয়ে পড়লেন, কেননা তিনি যেমন
মনে করেছিলেন, ইস্রায়েলে ব্যাপারটা সেইমত হয়নি; তাছাড়া, রাজা যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, এই
সমস্ত কিছুর ফলাফল তার বিপরীত হয়েছিল।

লিসিয়াসের প্রথম রণ-অভিযান

২৮ পর বছরে তিনি ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ষাট হাজার সেরা পদাতিক সৈন্যকে ও
পাঁচ হাজার ঘোড়া জমালেন। ২৯ তারা ইদুমেয়ায় এসে বেথ্-জুরে শিবির বসাল। যুদা দশ হাজার
লোক নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গেলেন। ৩০ সেই বিরাট শিবির দেখে তিনি এই প্রার্থনা নিবেদন
করলেন: 'ধন্য তুমি, হে ইস্রায়েলের পরিত্রাতা! তুমিই তোমার দাস দাউদ দ্বারা প্রতাপশালীর
তুমুল আক্রমণ চূর্ণ করেছ ও সৌলের ছেলে যোনাথানের ও তাঁর অস্ত্রবাহকের হাতে বিদেশীদের
সেনাবাহিনীকে তুলে দিয়েছ। ৩১ সেইমত এই সৈন্যদলকেও তুমি আবার তোমার আপন জনগণ
ইস্রায়েলের হাতে তুলে দাও, এবং তাদের সৈন্যসামন্তের উপরে ও তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর
উপরে দুর্নাম ফিরিয়ে আন। ৩২ তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চার কর, তাদের বলের দুঃসাহস ছিন্ন কর,
তারা নিজেদের সর্বনাশে ভেসে যাক। ৩৩ তোমাকে ভালবাসে যারা, তাদের খড়্গ দ্বারা তাদের
উল্টিয়ে দাও; আর যারা তোমার নাম স্বীকার করে, তারা তোমার বন্দনা করবে।' ৩৪ উভয় পক্ষ
যুদ্ধে নামল, আর হাতাহাতি লড়াইতে লিসিয়াসের পাঁচ হাজার লোক মারা পড়ল। ৩৫ যখন লিসিয়াস
দেখতে পেলেন যে, নিজের সৈন্যশ্রেণী ছত্রভঙ্গ হচ্ছে কিন্তু যুদার সৈন্যশ্রেণীতে সাহস বাড়ছে,
এমনকি তারা গৌরবের সঙ্গে বাঁচতে বা মরতেও প্রস্তুত আছে, তখন তিনি আন্তিওখিয়ায় ফিরে
গেলেন; এবং আরও বহুসংখ্যক এক সেনাবাহিনী নিয়ে যুদেয়া পুনরায় দখল করার জন্য সেখানে
বেতনভোগী সৈন্যদের সংগ্রহ করলেন।

পবিত্রধাম-শুচীকরণ ও পুনরুৎসর্গ

৩৬ যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা তখন বললেন, 'দেখ, আমাদের শত্রুরা চূর্ণ হয়েছে; চল, আমরা
পবিত্রধাম আবার শুচি করে তুলি এবং তা পুনরায় [ঈশ্বরের উদ্দেশে] উৎসর্গ করি।' ৩৭ তাই গোটা
সৈন্যদলকে জড় করে তাঁরা সিয়োন পর্বতে গিয়ে উঠলেন। ৩৮ সেখানে এসে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন,
পবিত্রধাম শূন্য, যজ্ঞবেদি কলুষিত এবং যত মন্দিরদ্বার পোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে; বন্য বা
পার্বত্য জায়গার মত সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে ঘাস বেড়ে উঠেছে; এবং পবিত্র লোকালয় সবই ধ্বংসস্তূপ!
৩৯ তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন, গায়ে ছাই
মাখলেন, ৪০ উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তুরিধ্বনির সঙ্কেতে স্বর্গের দিকে চিৎকার
করলেন।

৪১ যুদা তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন, পবিত্রধাম আবার শুচি না করা পর্যন্ত তারা রাজপুরীর
যোদ্ধাদের সংগ্রামে ব্যস্ত রাখবে। ৪২ তারপর তিনি এমন অনিন্দ্য ও বিধানভক্ত যাজকদের বেছে
নিলেন, ৪৩ যারা পবিত্রধাম শুচি করে তুলল এবং অপবিত্রীকৃত পাথরগুলো অশুচি একটা জায়গায়
নিয়ে গেল। ৪৪ আহুতি-বেদি কলুষিত করা হয়েছিল বলে তারা তা নিয়ে যে কী করতে হবে, এই
সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মন্ত্রণা করল। ৪৫ শেষে তারা যথোপযুক্ত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে,
বিজাতীয়দের হাতে অপবিত্রীকৃত হয়েছিল বলে সেই বেদি যেন তাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় না হয়
সেজন্য তা ভেঙে দেওয়া হোক। তাই তারা বেদিটা ভেঙে দিল, ৪৬ এবং তার পাথরগুলো গৃহের
পর্বতে এমন উপযুক্ত জায়গায় রাখল, যতদিন না একজন নবীর উদয় হয় যিনি সেই পাথরগুলো
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। ৪৭ তারপর তারা বিধানমতে খোদাই-না-করা পাথরগুলো নিয়ে আগেকার

বেদির মত নতুন একটা বেদি গাঁথল; ৪৮ পরম পবিত্রস্থান পুনঃসংস্কার করল, গৃহের ভিতরের অঙ্গ
ও প্রাঙ্গণগুলো শুচীকৃত করল; ৪৯ পবিত্র পাত্রগুলো নতুন করে তৈরি করল, এবং দীপাধার, ধূপবেদি
ও ভোজন-টেবিল মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে দিল। ৫০ পরে বেদির উপরে ধূপ পোড়াল এবং দীপাধারের
উপরে প্রদীপ জ্বালাল, আর সেগুলোর আলোতে মন্দির উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ৫১ তারা রুটিগুলো
টেবিলের উপরে রাখল এবং পরদাগুলো টেনে নিল। এইভাবে তারা তাদের শুরু করা কাজ সমাধা
করল।

৫২ একশ' আটচল্লিশ সালের নবম মাসের, অর্থাৎ কিস্লেভ মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তারা ভোরে
উঠে ৫৩ তাদের পুনঃসংস্কার করা আহুতি-বেদির উপরে বিধানমতে বলি উৎসর্গ করল। ৫৪ যে সময়ে
ও যে দিনে বিজাতীয়রা তা কলুষিত করেছিল, সেই একই সময়ে ও একই দিনে স্তবগানের মধ্যে ও
সেতার, বীণা ও করতালের ঝঙ্কারে বেদিটি পুনরায় পবিত্রীকৃত করা হল। ৫৫ গোটা জনসমাজ উপুড়
হয়ে প্রণিপাত করল এবং সেই স্বর্গের প্রতি আরাধনা ও ধন্যবাদ-স্তুতি অর্পণ করল, যিনি তাদের
প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়েছেন। ৫৬ তারা আট দিন ধরেই বেদির উৎসর্গ-পর্ব উদ্‌যাপন করল, আনন্দের
মধ্যে আহুতি দিল এবং মিলন-যজ্ঞ ও স্তুতি-যজ্ঞ নিবেদন করল। ৫৭ পরে তারা নানা স্বর্ণ মালায় ও
ছোট্ট ঢাল লাগিয়ে মন্দিরের অগ্রভাগ ভূষিত করল; মন্দিরের সদর ফটকগুলো ও পবিত্র লোকালয়
নতুন করে তৈরি করল; সেখানে আবার নতুন দরজা দিল। ৫৮ বিজাতীয়দের অপমান মুছে দেওয়া
হয়েছিল বলে জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল। ৫৯ যুদা, তাঁর ভাইয়েরা ও গোটা
ইস্রায়েল-সমাবেশ তখন এই সিদ্ধান্ত নিলেন: কিস্লেভ মাসের পঞ্চবিংশ দিন থেকে শুরু ক'রে আট
দিন ধরে, আনন্দের মধ্যে প্রতিটি বছরে ঠিক সময়ে বেদির উৎসর্গ-পর্বের দিনগুলি পালন করা
হবে।

৬০ সেসময় তারা সিয়োন পর্বতের চারদিকে উচ্চ প্রাচীর ও শক্ত মিনার গেঁথে তুলল, যাতে
বিজাতীয়রা আগে যেমন করেছিল, তেমনি তা পুনরায় পদদলিত করতে না আসে। ৬১ তার প্রহরার
জন্য যুদা সেখানে স্থায়ী একটা প্রহরীদল মোতায়েন রাখলেন, বেথ্‌-সুরেও একটা প্রাচীর দিলেন,
লোকদের জন্য যেন ইদুমেয়ামুখী একটা দুর্গ থাকে।

এদোমীয় ও আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

৫ আশেপাশের দেশগুলি যখন শুনল যে, যজ্ঞবেদি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে ও পবিত্রধাম তার
আগেকার অবস্থায় সংস্কার করা হয়েছে, তখন মহা ক্রোধে জ্বলে উঠল ২ এবং স্থির করল,
যাকোব-বংশের যত লোক তাদের মধ্যে রয়েছে তাদের উচ্ছেদ করবে; আর এই মর্মে তারা
জনগণের মধ্যে কয়েকজনকে বধ করতে ও দেশছাড়া করতে লাগল। ৩ তখন যুদা ইদুমেয়ায় ও
আক্রাবাত্তেনেতে এসৌ-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, কারণ তারা ইস্রায়েলকে অবরোধ
করছিল; তাদের উপর ভারী আঘাত হানলেন, তাদের অবনত করলেন, ও তাদের সবকিছু লুট
করে নিলেন।

৪ সেই বেয়ান-সন্তানদের শঠতার কথাও তাঁর মনে পড়ল, যারা পথে পথে ওত পেতে থাকায়
জনগণের পক্ষে ফাঁদ ও হোঁচটের কারণ হয়েছিল। ৫ তাঁর চাপে তারা দুর্গগুলিতে নিজেদের রুদ্ধ
করল, আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে শিবির বসিয়ে তাদের বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন; পরে সেই

শহরের দুর্গগুলিতে আগুন লাগিয়ে দুর্গগুলি ও ভিতরে যত মানুষ ছিল সবই পুড়িয়ে দিলেন। ৬
তারপর তিনি আম্মোনীয়দের এলাকায় পেরিয়ে গিয়ে সেখানে তিমথির নেতৃত্বে বলবান এক
সেনাবাহিনী ও বহুসংখ্যক লোককে পেলেন; ৭ তাদের বিরুদ্ধে অনেকবার যুদ্ধ-সংগ্রামে নামলেন,
এবং তাদের চূর্ণ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন। ৮ যাসেরকে ও তার উপনগরগুলিকেও জয় করার পর
তিনি যুদেয়ায় ফিরে গেলেন।

গালিলেয়া ও গিলেয়াদে রণ-অভিযান প্রস্তুতি

৯ তখন গিলেয়াদের বিজাতীয়েরা, যত ইস্রায়েলীয়েরা তাদের এলাকায় ছিল, তাদের নিশ্চিহ্ন
করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে একজোট হল, কিন্তু এরা দাথেমার দৃঢ়দুর্গে আশ্রয় নিয়ে ১০ যুদা ও তাঁর
ভাইদের কাছে এই পত্র লিখে পাঠাল: 'আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে আশেপাশের জাতিসকল আমাদের
বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে; ১১ আমরা যে দৃঢ়দুর্গে আশ্রয় নিয়েছি, তারা তা আক্রমণ করতে প্রস্তুতি
নিচ্ছে; তাদের সেনাপতি তিমথি। ১২ তবে ওঠ, ওদের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করতে এসো,
কেননা আমাদের উপরে এক লোকারণ্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে; ১৩ আমাদের যে ভাইয়েরা তোবিয়াসের
এলাকায় ছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলা হয়েছে, তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, পশুধন সকলকেই বন্দি
অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং এক হাজার পুরুষ মারা পড়েছে।'

১৪ তারা পত্রটি পড়ছে, এমন সময়ে দেখ, গালিলেয়া থেকে ছেঁড়া পোশাক পরা অন্য দূতেরা এসে
একই ধরনের সংবাদ দিল। ১৫ তারা বলছিল, তলেমাইস, তুরস ও সিদোনের অধিবাসীরা এবং
গালিলেয়ার গোটা বিজাতীয় অংশের লোকেরা তাদের বিনাশ করতে একত্র হয়েছে। ১৬ যখন যুদা ও
লোকেরা এই সমস্ত কথা শুনলেন, তখন, ক্লেশে পড়া ও বিজাতীয়দের দ্বারা আক্রমণ করা তাদের
সেই ভাইদের জন্য যে কী করণীয়, তা স্থির করার জন্য বিরাট এক জনসমাবেশ সমবেত হল। ১৭
যুদা তাঁর ভাই সিমোনকে বললেন, 'লোকদের বেছে নিয়ে গালিলেয়ায় দৌড়ে তোমার সেই ভাইদের
নিস্তার কর; আমি ও আমার ভাই যোনাথান গিলেয়াদ অঞ্চলে যাব।' ১৮ তিনি জাখারিয়ার সন্তান
যোসেফকে, জননেতা আজারিয়াকে ও তাঁর সৈন্যদলের বাকি অংশকে যুদেয়া রক্ষা করতে
রাখলেন; ১৯ তাঁদের তিনি এই নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা এই জনগণকে শাসনের ভার গ্রহণ কর,
কিন্তু আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বিজাতীয়দের আক্রমণ করো না।' ২০ গালিলেয়াতে হামলার জন্য
সিমোনকে তিন হাজার লোক, এবং গিলেয়াদ অঞ্চলের জন্য যুদাকে আট হাজার লোক দেওয়া হবে
বলে স্থির করা হল।

গালিলেয়া ও গিলেয়াদে রণ-অভিযান

২১ সিমোন গালিলেয়াতে প্রবেশ করে বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে বারবার হামলা চালালেন, আর এরা
তাঁর সামনে পরাজিত হল; ২২ তিনি তলেমাইসের নগরদ্বার পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করলেন।
বিজাতীয়দের মধ্য থেকে তিন হাজার লোক মারা পড়ল, আর সিমোন সবকিছু লুট করে নিয়ে
গেলেন। ২৩ পরে, গালিলেয়াতে ও আর্বাত্তায় যে ইস্রায়েলীয়েরা ছিল, তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও
তাদের সমস্ত পশুধন সমেত তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে মহা আনন্দের মধ্যে তাদের যুদেয়ায়
ফিরিয়ে আনলেন।

২৪ এদিকে মাকাবীয় যুদা ও তাঁর ভাই যোনাথান যর্দন পার হয়ে তিন দিন মরুপ্রান্তরে হেঁটে
চললেন। ২৫ তাঁরা নাবাটীয়দের সঙ্গে দেখা করলেন, এরা শান্তির মনোভাবে তাঁদের দিকে আসছিল।
এরা গিলেয়াদ অঞ্চলে তাঁদের ভাইদের সমস্ত দুরবস্থার কথা জানাল, ২৬ এবং একথা বলল যে,
তাদের অনেকে বস্রা, বজোর, আলেমা, খাস্ফো, মাকেদ ও কার্নাইমে অবরুদ্ধ ছিল; এবং এই সকল
নগর ছিল প্রাচীরে ঘেরা বড় নগর। ২৭ তারা বলছিল যে, গিলেয়াদের অন্য শহরগুলিতেও অনেকে
অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল; এমনকি, পর দিনেই দুর্গগুলি আক্রমণ ও দখল করা ও একদিনে এদের
সকলকে শেষ করার কথা ছিল। ২৮ যুদা ও তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে সঙ্গে মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে বস্রার
দিকে ফিরে গেলেন; শহরটাকে দখল করলেন, প্রত্যেক পুরুষলোককে খড়্গের আঘাতে মারলেন,
সবকিছু লুট করে নিলেন ও শহরে আগুন লাগালেন।

২৯ রাত হলে তিনি সেখান থেকে রওনা হলেন, আর তারা দৃঢ়দুর্গে না পৌঁছা পর্যন্ত হেঁটে চলল। ৩০
সকালের দিকে চোখ তুলল, আর দেখ, এমন লোকারণ্য, যার সংখ্যা গণনা করা যেত না, দুর্গ দখল
করার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি ও যুদ্ধযন্ত্র উত্তোলন করছিল: অবরুদ্ধ লোকদের আক্রমণ ঠিক তখনই শুরু
হচ্ছিল। ৩১ যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এবং তুরিধ্বনির কারণে ও তীব্র চিৎকারের কারণে শহরের হাহাকার
স্বর্গ পর্যন্ত উঠছিল দেখে যুদা ৩২ তাঁর সৈন্যদের বললেন, 'আজ তোমাদের ভাইদের জন্য লড়াই
কর!' ৩৩ তারা তিন দল হয়ে ওদের পিছন থেকে এসে পড়ল, তুরিনিনাদের মধ্যে তারা জোর গলায়
প্রার্থনা করছিল। ৩৪ মাকাবীয় উপস্থিত, তিমথির সৈন্যদলের মধ্যে এই জনরব রটে গেলে সকলে
তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল; তিনি মহাসংহারে তাদের পরাস্ত করলেন; সেদিন প্রায় আট
হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা পড়ল। ৩৫ পরে তিনি আলেমার দিকে ছুটে তা আক্রমণ করে দখল
করলেন; তার সকল পুরুষলোককে বধ করলেন, তা লুটপাট করলেন ও আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।
৩৬ সেখান থেকে শিবির তুলে তিনি খাস্ফো, মাকেদ, বজোর ও গিলেয়াদের অন্য শহরগুলি জয় করে
নিলেন।

৩৭ এই সমস্ত ঘটনার পর তিমথি আর এক সেনাবাহিনী জড় করে রাফোনের উল্টো দিকে,
খাদনদীর ওপারে, শিবির বসালেন। ৩৮ যুদা শত্রুশিবিরে গুপ্ত পরিদর্শনে লোক পাঠালে তারা ফিরে
এসে বলল, 'আমাদের চারদিকে যত বিদেশী আছে, তারা সকলে তাঁর সঙ্গে একজোট হয়েছে:
তারা প্রকাণ্ড এক সৈন্যদল! ৩৯ আরবীয়দেরও তার সহকারী বলে বেতন দ্বারা নেওয়া আছে; তাদের
শিবির খাদনদীর ওপারে, আর তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে তৈরী।' যুদা ওদের দিকে এগিয়ে
গেলেন। ৪০ যুদা ও তাঁর সৈন্যদল খাদনদীর ধারে এগিয়ে আসছেন, সেসময়ে তিমথি তাঁর
সেনাপতিদের বললেন, 'তিনি প্রথম আমাদের বিরুদ্ধে পার হলে আমরা তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারব
না, কেননা আমাদের চেয়ে তাঁরই বেশি প্রাধান্য থাকবে। ৪১ কিন্তু, তিনি ভীত হয়ে খাদনদীর ওপারে
শিবির বসালে আমরা পার হব আর তখন প্রাধান্য আমাদেরই হবে।'

৪২ জলস্রোতের ধারে এসে পৌঁছে যুদা সৈন্যদলের কর্মচারীদের খাদনদীর ধারে ধারে নিযুক্ত করে
এই হুকুম দিলেন, 'কাউকেই এমনি দাঁড়াতে দেবে না, সকলেই লড়াই করতে আসুক।' ৪৩ প্রথম
হয়ে তিনিই শত্রুদের দিকে পার হলেন, আর লোকেরা তাঁর পিছু পিছু চলল। তাঁর বিরোধী সেই
বিজাতীয়েরা তাঁর দ্বারা চূর্ণ হল, এবং অস্ত্র ফেলে কার্নাইমের পবিত্রধামে গিয়ে আশ্রয় নিল। ৪৪

ইস্রায়েলীয়েরা শহরটাকে দখল করে পবিত্রধামে ও তার মধ্যে যত লোক ছিল, সবকিছুতেই আগুন দিল। এইভাবে কার্নাইম পরাস্ত হল, আর শত্রুরা যুদার সামনে আর দাঁড়াতে পারল না।

[৪৫] গিলেয়াদ অঞ্চলে যত ইস্রায়েলীয় ছিল, যুদা সেই সকলকে স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও সম্পদ সমেত ছোট বড় সকলকেই—বিরাট এক দল—যুদেয়ায় নিয়ে যাবার জন্য জড় করলেন। [৪৬] তারা এফ্রোনে এসে পৌঁছল: শহরটা বড় ও বিশেষভাবে বলবান, তা যাওয়ার পথেই অবস্থিত; কোন দিক দিয়ে তা এড়ানো সম্ভব ছিল না, তার মধ্য দিয়ে যাওয়া আবশ্যকই ছিল। [৪৭] কিন্তু শহরবাসীরা পাথর দিয়ে নগরদ্বার রোধ করে তাদের জন্য যাওয়ার পথ রুদ্ধ করেছিল। [৪৮] যুদা তাদের কাছে শান্তিজনক প্রস্তাব দিতে লোক পাঠিয়ে বললেন, 'আমরা কেবল আমাদের দেশে ফিরে যাবার জন্যই তোমাদের এলাকা পেরিয়ে যেতে চাই; কেউই তোমাদের কোন অনিষ্ট ঘটাবে না, আমরা শুধু পায়ে হেঁটে যেতে চাই।' কিন্তু তারা তাঁর জন্য নগরদ্বার খুলে দিতে রাজি হল না। [৪৯] তখন যুদা লোকের গোটা দলকে হুকুম দিলেন, সকলে যেখানে আছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকুক। [৫০] সৈন্যেরা নিজ নিজ স্থান নিল, এবং সারাদিন সারারাত ধরে শহরটাকে আক্রমণ করে চলল, যে পর্যন্ত শহরটা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। [৫১] যুদা সকল পুরুষলোককে খড়্গের আঘাতে মারলেন, শহরটাকে ভূমিসাৎ করলেন, এবং সমস্ত কিছু লুট করে নিয়ে লাশগুলোর উপর দিয়ে শহরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললেন। [৫২] পরে বেথ্-সেয়ানের উল্টো দিকে, প্রশস্ত সমতল ভূমির দিকে, যর্দন পার হলেন। [৫৩] যারা পিছনে পড়ে আসছিল, তাদের যুদা অবিরত এগিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সমস্ত যাত্রাপথে লোকদের সাহস দিচ্ছিলেন; শেষে তারা যুদেয়ায় এসে পৌঁছল। [৫৪] তারা আনন্দোল্লাসের মধ্যে সিয়োন পর্বতে আরোহণ করল ও বলি উৎসর্গ করল, কেননা নিজেদের একজনকেও না হারিয়ে সকলেই নিরাপদে ফিরে এসেছিল।

সামুদ্রিক এলাকা ও ইদুমেয়ায় সংগ্রাম

[৫৫] যেসময় যুদা ও যোনাথান গিলেয়াদে, এবং তাঁদের ভাই সিমোন তলেমাইসের সামনে গালিলেয়ায় ছিলেন, [৫৬] সেসময় জাখারিয়ার সন্তান যোসেফ ও আজারিয়া—তাঁরা ছিলেন সৈন্যদলের সেনাপতি—তাঁদের সাধিত গৌরবময় কর্মকীর্তি ও যুদ্ধের কথা জানতে পেরে [৫৭] বললেন, 'এসো, আমরাও সুনাম অর্জন করি! যে বিজাতীয়েরা আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলে, এসো, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে বেরিয়ে পড়ি।' [৫৮] তাই তাঁদের অধীনে যত লোক ছিল, তাদের হুকুম দিয়ে তাঁরা যাম্নিয়ার দিকে বের হলেন। [৫৯] কিন্তু গর্গিয়াস তাদের আক্রমণ করার জন্য তাঁর নিজের লোক নিয়ে শহর ছেড়ে তাদের সাক্ষাৎ করতে গেলেন। [৬০] যোসেফ ও আজারিয়া পরাজিত হয়ে যুদেয়ার সীমানা পর্যন্ত তাড়িত হলেন; সেদিন ইস্রায়েল জনগণের মধ্য থেকে প্রায় দু'হাজার লোক মারা পড়ল। [৬১] জনগণের তেমন পরাজয় ঘটেছে এই কারণে যে, বীর্যপূর্ণ কর্মকীর্তি সাধন করবে মনে ক'রে তারা যুদা ও তাঁর ভাইদের কথা শোনেনি; [৬২] যাই হোক, এরা সেই বীরপুরুষদের বংশের মানুষ ছিল না, যাদের হাত দ্বারা ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সাধন করা হয়েছিল।

[৬৩] বীরপুরুষ যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা গোটা ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে, এবং যত জাতির কাছে তাঁদের সুনামের কথা পৌঁছাচ্ছিল, তাদেরও দৃষ্টিতে মহাসম্মানের পাত্র ছিলেন। [৬৪] লোকে তাঁদের ধারে সমবেত হয়ে তাঁদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি তুলত। [৬৫] যুদা তাঁর ভাইদের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলে

এসৌ-সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আবার বের হলেন; তিনি হেব্রোন ও তার উপনগরগুলিকে
আঘাত করলেন, তার সমস্ত গড় ধ্বংস করলেন ও চারদিকে তার সকল দুর্গমিনারে আগুন দিলেন।
৬৬ পরে তিনি ফিলিস্তিনিদের দেশে যাবার জন্য শিবির তুলে মারিসার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন। ৬৭
সেদিন যুদ্ধে যাজকেরাই মারা পড়ল: তারা বীর্যপূর্ণ কর্মকীর্তি সাধন করার উত্তেজনায় যুদ্ধ করতে
বেরিয়ে পড়েছিল—নির্বোধের কাজ! ৬৮ যুদা ফিলিস্তিনিদের অধিকার ভূমি সেই আসদোদের দিকে
ঘুরলেন: তাদের যজ্ঞবেদি উল্টিয়ে দিলেন, তাদের দেব-দেবীর মূর্তি পুড়িয়ে দিলেন, এবং তাদের
শহরগুলো লুটপাট করে যুদেয়াতে ফিরে গেলেন।

আন্তিওখস এপিফানেসের মৃত্যু ও রাজপদে ৫ম আন্তিওখস

৬ আন্তিওখস রাজা উত্তর প্রদেশগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে জানতে পারলেন
যে, পারস্য দেশে এলিমাইস নামে একটা নগরী আছে, যা ধন-ঐশ্বর্য ও সোনা-রুপোর জন্য
বিখ্যাত; ২ এমনকি সেখানে ঐশ্বর্য-ভরা একটা মন্দিরও আছে, যার মধ্যে সেই সমস্ত স্বর্ণ রণসজ্জা,
বক্ষস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, যা ফিলিপের সন্তান সেই মাকিদনিয়ার রাজা আলেকজান্দার সেখানে
রেখেছিলেন, যিনি গ্রীকদের উপরে প্রথম রাজত্ব করেছিলেন। ৩ তাই তিনি সেখানে গিয়ে লুট করার
জন্য শহরটাকে দখল করে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন, কারণ শহরবাসীরা
তাঁর পরিকল্পনা জানতে পেরে ৪ অস্ত্রের বলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল; তাই তাঁকে হটে যেতে হল, এবং
বড় দুঃখের সঙ্গে পিছটান দিতে দিতে তিনি বাবিলনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। ৫ তিনি পারস্য
দেশে তখনও রয়েছেন, এমন সময়ে এক দূত এসে তাঁকে এই খবর দিল যে, যুদার বিরুদ্ধে যে
সৈন্যদল রণ-অভিযানে বেরিয়েছিল, তারা হটে যেতে বাধ্য হয়েছে; ৬ লিসিয়াসও অত্যন্ত শক্তিশালী
এক সৈন্যদল নিয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সামনে থেকে হটে
যেতে বাধ্য হয়েছেন; তাছাড়া ইহুদীরা যে যে সৈন্যদলকে টুকরো টুকরো করে তাদের যে অস্ত্র,
রণ-সরঞ্জাম ও বাকি সবকিছু লুট করেছিল, তা নিয়ে এখন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; ৭
অবশেষে, তিনি যেরুসালেমে যজ্ঞবেদির উপরে যে জঘন্য বস্তুটা বসিয়েছিলেন, ইহুদীরা তা ভেঙে
দিয়েছে, পবিত্রধামটিকে আগের মত উচ্চ প্রাচীর দিয়েই ঘিরে ফেলেছে, এবং তাঁর নিজের একটা
শহর, সেই বেথ্-সুরেও, প্রাচীর দিয়েছে।

৮ এই সমস্ত খবর শুনে রাজা একেবারে স্তম্ভিত হলেন, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত হলেন; তিনি শয্যা
নিলেন ও দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি যেমন আশা করেছিলেন, সেইমত কিছুই ঘটেনি।
৯ তেমন অবস্থায় তিনি বহুদিন কাটালেন, দুঃখের তীব্র লাঞ্ছনায় বারবার আক্রান্ত হলেন, যতক্ষণ না
তিনি বুঝলেন, মৃত্যু এবার সন্নিকট। ১০ তখন তাঁর সকল বন্ধুকে কাছে ডেকে তাদের বললেন,
'নিদ্রা আমার চোখ এড়াচ্ছে, আমার মন দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছে; ১১ আমি ভাবলাম: আমি যে এতই
ভাগ্যবান হয়ে আমার রাজাসনে ভালবাসার পাত্র ছিলাম, এবার কী করে এমন তীব্র ক্লেশের ধারে
এসে পৌঁছেছি? কী করে এমন মারাত্মক অস্থিরতার মধ্যে পড়েছি? ১২ কিন্তু এখন সেই সমস্ত
অনিষ্টের কথা আমার মনে পড়ছে, যা আমি যেরুসালেমের বিরুদ্ধে ঘটিয়েছিলাম, হ্যাঁ, সেখানে যত
সোনা-রুপোর দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, তা কেড়ে নিয়েছিলাম, এবং অকারণে যুদা-বাসীদের বিনাশ
করতে হুকুম দিয়েছিলাম। ১৩ আমি স্বীকার করছি যে, তেমন কিছুর ফলেই এই সমস্ত অমঙ্গল এখন

আমার উপর আঘাত হানছে: আর দেখ, নিদারুণ দুঃখের জ্বালায় আমি বিদেশী মাটির বুকে মরতে বসেছি।' [১৪] তিনি তাঁর রাজবন্ধুদের একজন সেই ফিলিপকে আহ্বান করে তাঁকে সমস্ত রাজ্যের অস্থায়ী শাসনকর্তা করে নিযুক্ত করলেন; [১৫] রাজমুকুট, রাজসজ্জা ও আঙটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর ছেলে আন্তিওখসকে পরিচালনা করতে ও রাজ্যভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত্ব দিলেন। [১৬] একশ' ঊনপঞ্চাশ সালে সেই জায়গায়ই আন্তিওখস রাজার মৃত্যু হয়। [১৭] লিসিয়াস যখন জানতে পারলেন, রাজার মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর পদে তাঁর সন্তান আন্তিওখসকে বসালেন; তাঁকে তিনি নিজেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর নাম এউপাতোর রাখলেন।

আক্রা-দুর্গ অবরোধ

[১৮] আক্রা-দুর্গের মধ্যে যারা বসতি করেছিল, তারা সেসময় পবিত্রধামের চারদিকে ইস্রায়েলীয়দের যাওয়ার পথ রুদ্ধ করছিল, এবং তাদের অসুবিধা ও বিদেশীদের সুবিধা ঘটাবার জন্য যত সুযোগের চেষ্টায় ছিল। [১৯] যুদা মনস্থ করলেন, তাদের উচ্ছেদ করবেন; সুতরাং অবরোধ দ্বারা তাদের চাপ দেবার জন্য গোটা জনগণকে জড় করলেন। [২০] তারা জড় হয়ে একশ' পঞ্চাশ সালে আক্রা-দুর্গ অবরোধ করে ঘিরে ফেলল, এবং যুদা জাঙ্গাল ও যুদ্ধযন্ত্র তৈরি করালেন। [২১] কিন্তু তবু তাদের কয়েকজন অবরোধ এড়াতে সক্ষম হল, এবং ইস্রায়েলের কয়েকজন ধর্মত্যাগী তাদের দলে যোগ দিল; [২২] তারা রাজাকে গিয়ে বলল, 'আর কতকাল আপনি ন্যায্যতা স্থগিত করবেন ও আমাদের ভাইদের বিষয়ে প্রতিশোধ নেবেন না? [২৩] আমরা আপনার পিতার সেবা করতে, তাঁর আদেশমত চলতে ও তাঁর রাজাজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখাতে বেশ খুশি ছিলাম। [২৪] এই সমস্ত কিছুর ফলে আমাদের আপন জাতির লোকেরা দুর্গটাকে অবরোধ করে আছে ও আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না; এমনকি, আমাদের মধ্য থেকে যত লোক ধরতে পারল, তাদের বধ করল এবং আমাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিল। [২৫] আর আমাদের উপর শুধু নয়, আপনার সমস্ত এলাকার উপরেও তারা হাত বাড়িয়েছে। [২৬] আর দেখুন, তারা এখন যেরুসালেমের আক্রা-দুর্গ দখল করার জন্য তা অবরোধ করছে, এবং পবিত্রধাম ও বেথ্-জুর বলবান করেছে। [২৭] আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের আগে এবিষয়ে কিছু না করলে তারা আরও বেশি কিছু ঘটাবে, তখন আপনি আর তাদের থামাতে পারবেন না।'

যুদেয়ায় ৫ম আন্তিওখস ও লিসিয়াস
বেথ্-জাখারিয়াতে সংগ্রাম

[২৮] তেমন কথা শুনে রাজা রুষ্ট হলেন; তিনি তাঁর সকল রাজবন্ধুকে, সেনাপতিদের ও অশ্বারোহী-দলের অধিনায়ককে সমবেত করলেন; [২৯] এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে ও ভূমধ্য সাগরের দ্বীপগুলি থেকেও বেতনভোগী সৈন্যদের সংগ্রহ করলেন। [৩০] তাঁর সৈন্যসামন্তের মোট সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পদাতিক, কুড়ি হাজার ঘোড়া, ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ বত্রিশটা হাতি। [৩১] তারা ইদুমেয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বেথ্-জুর অবরোধ করে বেশ কয়েক দিন ধরে তার বিরুদ্ধে হামলা চালাল; যুদ্ধযন্ত্রও তৈরি করল, কিন্তু ইস্রায়েলীয়েরা বের হয়ে সেগুলিতে আগুন লাগাচ্ছিল ও বীর্যের সঙ্গে লড়াই করছিল।

[৩২] তেমন অবস্থায় যুদা আক্রা-দুর্গ থেকে শিবির তুলে তা বেথ্-জাখারিয়াতে, রাজার শিবিরের উল্টো দিকে বসালেন। [৩৩] রাজা ভোরে উঠে তাঁর সৈন্যদলকে অতি দ্রুত বেগে বেথ্-জাখারিয়ার পথের ধারে ধারে স্থানান্তর করলেন, আর সেখানে তাঁর সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিভুক্ত হয়ে তুরিনিনাদ তুলল। [৩৪] সংগ্রামের জন্য হাতিগুলিকে উত্তেজিত করতে তারা তাদের আঙুরফল ও তুঁতফলের রস খেতে দিল; [৩৫] এই পশুগুলিকে তারা নানা সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে স্থান দিল: প্রতিটি হাতির পাশে বর্মসজ্জিত ও মাথায় করে ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ পরা এক হাজার পদাতিক নিযুক্ত ছিল; তাছাড়া প্রতিটি পশুর চারপাশে পাঁচশ'জন করে সেরা অশ্বারোহীও নিযুক্ত হল। [৩৬] এই অশ্বারোহীরা নিজ নিজ হাতির গতি অনুসারেই চলত: পশুটা যেইদিকে যেত, তারাও সেদিকে যেত, তাকে কখনও ছাড়ত না। [৩৭] প্রতিটি হাতির উপরে, পশুটার রক্ষার জন্য, দৃঢ়বদ্ধ কাঠের মাচা বসানো ছিল: তা চামড়ার বন্ধনীতে বাঁধা ছিল, এক একটার উপরে ছিল চারজন করে যোদ্ধা ও তার মাহুত। [৩৮] শত্রুদের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়াতে ও সৈন্যবিন্যাসের সাহায্যে বাকি অশ্বারোহী বাহিনীকে সৈন্যদলের দু'পাশে—এপাশে বা ওপাশে—স্থান দেওয়া হল।

[৩৯] যখন সূর্য সেই ব্রঞ্জের ও সোনার ঢালের উপরে ঝলকিয়ে উঠল, পর্বতমালা সেই ঝলকে দীপ্তিময় হয়ে জ্বলন্ত মশালের মত দেদীপ্যমান হল। [৪০] রাজার সৈন্যদলের একটা অংশ পর্বতচূড়ায়, এবং অপর অংশটা উপত্যকায় স্থান নিল: তারা দৃঢ়তার সঙ্গে ও সুবিন্যস্ত ভাবে এগিয়ে আসতে লাগল। [৪১] তেমন বিরাট লোকারণ্যের কোলাহলে, আগমনকারী এত সংখ্যক মানুষের তুমুল শব্দে ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানিতে প্রত্যেকে কম্পিত হল: সৈন্যদল সত্যিই ছিল অপরিসীম ও বলবান! [৪২] যুদা ও তাঁর দল সৈন্যবিন্যাসকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এলেন, তখন রাজার দলের ছ'শোজন মারা পড়ল। [৪৩] আবারান বলে পরিচিত এলেয়াজার যখন দেখতে পেলেন, একটা হাতি রাজকীয় সজ্জায় সজ্জিত ও অন্য সকল হাতির চেয়ে বেশ উচ্চ, তখন ভাবলেন, তার উপরে অবশ্য রাজা আছেন; [৪৪] তাই তিনি তাঁর আপন জনগণকে ত্রাণ করার ও চিরস্থায়ী নাম অর্জন করার অভিপ্রায়ে নিজেকে উৎসর্গ করলেন; [৪৫] সৈন্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহসের সঙ্গে সেদিকে ছুটতে ছুটতে ডানে বামে এমন মারণ-আঘাত হানতে লাগলেন যে, তাঁর সামনে শত্রুরা দু'ভাগ হয়ে দু'পাশে লাফ দিচ্ছিল, [৪৬] আর তিনি হাতির নিচে দৌড়ে খড়্গ দিয়ে তা বিঁধিয়ে মেরে ফেললেন, তাই পশুটা তাঁর উপরে পড়ল আর এলেয়াজার সেইখানে মরলেন। [৪৭] কিন্তু রাজার প্রতাপ ও তাঁর সৈন্যদলের হিংস্রতা দেখে ইহুদীরা তাদের সামনে থেকে পিছটান দিল।

সিয়োন পর্বত অবরুদ্ধ ও বেথ্-জুর হস্তগত

[৪৮] তখন রাজার সৈন্যসামন্ত যেরুসালেমে তাদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেল, এবং রাজা যুদেয়া ও সিয়োন পর্বত ঘেরাও করতে লাগলেন। [৪৯] বেথ্-জুরে যারা ছিল, তাদের কাছে তিনি শান্তি-প্রস্তাব পাঠালেন, আর তারা রাজি হল; বস্তুত অবরোধে দাঁড়াবার তাদের আর খাদ্য-সামগ্রী ছিল না, যেহেতু দেশ সাব্বাৎ-বর্ষ ভোগ করছিল। [৫০] বেথ্-জুর দখল করে রাজা সেখানে রক্ষার জন্য এক সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন। [৫১] তিনি বহুদিন ধরে পবিত্রধাম অবরোধ করে রাখলেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি জাঙ্গাল ও নানা যুদ্ধযন্ত্র, জ্বলন্ত বস্তু ও অগ্নি-গোল্লা নিক্ষেপযন্ত্র, এবং তীর ছুড়বার জন্যও বিশেষ যন্ত্র ও গুলতিতে অবলম্বন করলেন। [৫২] তেমন যুদ্ধযন্ত্রের বিপরীতে রক্ষাকারীরাও

নিজেদের যুদ্ধযন্ত্র লাগাল, আর তখন সংগ্রাম বহুদিন ধরে চলল। ৫৩ কিন্তু সাব্বাৎ-বর্ষ চলছিল বিধায় ভাণ্ডারে আর খাদ্য-সামগ্রী ছিল না, আর বিজাতীয়দের এড়াবার জন্য যারা যুদেয়াতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা খাদ্য-সামগ্রীর বাকি অংশ ফুরিয়ে দিয়েছিল। ৫৪ তাই কঠোর দুর্ভিক্ষের কারণে পবিত্রধামে কেবল অল্পসংখ্যক লোককে রাখা হয়েছিল, আর বাকি সকলে গিয়ে যে যার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৫ম আন্তিওখসের দেওয়া ধর্মীয় স্বাধীনতা

৫৫ এদিকে আন্তিওখস রাজা মৃত্যুর আগে নিজের ছেলে আন্তিওখসকে রাজ্যভারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করার জন্য যাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন, ৫৬ সেই ফিলিপ পারস্য ও মেদিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন; রাজার সঙ্গে যে সেনাবাহিনী রওনা হয়েছিল, তা তাঁরই সঙ্গে ছিল, আর তিনি শাসনভার নিজেরই হাতে নেবার চেষ্টা করছিলেন; এই সমস্ত বিষয় শুনতে পেয়ে লিসিয়াস ৫৭ সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি চলে যাবেন, আর এই মর্মে রাজাকে, সেনাপতিদের ও সৈন্যদের বললেন, 'আমরা দিন দিন দুর্বল হয়ে আসছি: খাদ্য-সামগ্রীর অভাব দেখা দিচ্ছে, এবং যে স্থান আমরা অবরোধ করছি, তা সুরক্ষিত; উপরন্তু রাজ্যের অবস্থা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ৫৮ সুতরাং আসুন, আমরা এই লোকদের কাছে বন্ধুত্বের হাত অর্পণ করি, তাদের সঙ্গে ও গোটা জনগণের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করি; ৫৯ তাদের অনুমতি দিই, তারা যেন আগের মত তাদের ঐতিহ্যগত প্রথাগুলি পালন করে, কেননা এই যে প্রথাগুলি আমরা বিলীন করতে চেষ্টা করেছি, ঠিক তারই জন্য এরা উত্তেজিত হয়ে এই সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়েছে।' ৬০ রাজা ও সকল নায়কেরা এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন, তাই রাজা শান্তি-চুক্তি সম্বন্ধে ইহুদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লোক পাঠালেন, আর তারা রাজি হল। ৬১ রাজা ও নায়কেরা তাদের সামনে শপথ করলেন, আর সেই শর্তে তারা দুর্গ ছেড়ে বের হল। ৬২ কিন্তু রাজা যখন সিয়োন পর্বতে প্রবেশ করে দেখলেন যে, স্থানটি সুরক্ষিত, তখন তাঁর সেই নেওয়া শপথ লঙ্ঘন করে চারদিকের প্রাচীর ভাঙতে আজ্ঞা দিলেন। ৬৩ পরে তিনি শীঘ্রই রওনা হয়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে গেলেন, আর সেখানে গিয়ে দেখলেন, ফিলিপ ইতিমধ্যে নগরীর প্রভু হয়েছেন! আন্তিওখস তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বল প্রয়োগে নগরী হস্তগত করলেন।

রাজপদে দেমেত্রিওস

৭ একশ' একান্ন সালে সেলেউকসের সন্তান দেমেত্রিওস রোম ত্যাগ করে স্বল্প কয়েকজন লোকের সঙ্গে সমুদ্রতীরের এক শহরে এসে পৌঁছে সেখানে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ২ তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে সৈন্যেরা আন্তিওখস ও লিসিয়াসকে গ্রেপ্তার করল; তারা মনে করছিল, সেই দু'জনকে রাজার হাতে তুলে দেবে। ৩ তাঁকে বিষয়টা জানানো হলে তিনি বললেন, 'ওদের মুখ আমাকে দেখাবে না!' ৪ সৈন্যেরা তাঁদের মেরে ফেলল, এবং দেমেত্রিওস নিজ রাজ্যের সিংহাসনে আসন নিলেন। ৫ তখন ইস্রায়েলের যত ধূর্ত ও ভক্তিহীন মানুষ তাঁর কাছে গেল, তাদের প্রধান ছিল সেই আল্কিমস যে মহাযাজক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিল। ৬ তারা রাজার সামনে জনগণের নিন্দা করে বলল, 'যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা আপনার সকল বন্ধুকে নিশ্চিহ্ন করেছে ও আমাদের দেশ থেকে আমাদের উচ্ছেদ করেছে।

[৭] আপনি বিশ্বস্ত একজনকে পাঠান: যুদা আমাদের ও রাজার কর্তৃত্বাধীন সম্পদের যে সার্বিক বিনাশ
ঘটিয়েছে, তা দেখে তিনি ওদের ও ওদের সকল সমর্থককে শাস্তি দিন।'

যুদেয়ায় বাক্কিদেস ও আল্কিমস

[৮] রাজা বাক্কিদেসকে মনোনীত করলেন; এই বাক্কিদেস ছিলেন রাজবন্ধু, নদীর ওপারের অঞ্চলের
প্রদেশপাল, রাজ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজার বিশ্বস্ত লোক; [৯] রাজা তাঁকে ভক্তিহীন আল্কিমসের
সঙ্গে প্রেরণ করলেন, আল্কিমসকে মহাযাজক পদ মঞ্জুর করলেন, ও ইস্রায়েলীয়দের উপর প্রতিশোধ
নেবার হুকুম দিলেন। [১০] তাই তাঁরা রওনা হয়ে বিপুল সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদেয়াতে এসে পৌঁছে
শান্তি-প্রস্তাব—অথচ বিশ্বাসঘাতকতাময় শান্তি-প্রস্তাব—দেবার উদ্দেশ্যে যুদার ও তাঁর ভাইদের
কাছে দূত পাঠালেন। [১১] কিন্তু ইহুদীরা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করল না; ইহুদীরা তো সচেতন ছিল
যে, তাঁরা বলবান সেনা সহ এসেছেন। [১২] তবু শর্ত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য শাস্ত্রীদের এক
দল আল্কিমস ও বাক্কিদেসের কাছে এসে সমবেত হল। [১৩] তাঁদের কাছে শান্তি চাওয়ার ব্যাপারে
ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে হাসিদীয়েরাই প্রথম দাঁড়াল; [১৪] তাদের ধারণা এরূপ ছিল: 'সৈন্যদের সঙ্গে
এই যে লোকটি এসেছে, সে আরোন-বংশজাত যাজক: সে নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না।'
[১৫] বস্তুত তাদের সঙ্গে সে শান্তি-শর্ত সম্বন্ধে আলাপ করল, এমনকি, শপথ করে বলল, 'তোমাদের ও
তোমাদের বন্ধুদের আমরা কোন অনিষ্ট করব না।' [১৬] আর তারা বিশ্বাস করল; কিন্তু সে তাদের
ষাটজনকে ধরে এক দিনেই মেরে ফেলল: এতে শাস্ত্রের এই বাণী পূর্ণ হল, [১৭] *তোমার ভক্তদের
দেহমাংস ও তাদের রক্ত ওরা যেরুসালেমের চারদিকে ঝরিয়েছে, আর সমাধি দেওয়ার মত কেউই
ছিল না!* [১৮] তখন গোটা জনগণের মধ্যে ভয় ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল; তারা বলছিল: ওদের অন্তরে
সত্যও নেই, ন্যায়নীতিও নেই; ওরা চুক্তি ও শপথ ভঙ্গ করেছে।'

[১৯] পরে বাক্কিদেস যেরুসালেম থেকে বেথ্-জেথে শিবির বসালেন, এবং সেখান থেকে লোক
পাঠিয়ে, যারা তাঁর পক্ষ ছেড়ে চলে গেছিল, তাদের অনেককে ও জনগণের কয়েকজনকে ধরে
তাদের বধ করালেন ও বড় কুয়োতে নিক্ষেপ করালেন। [২০] প্রদেশ শাসন করার ভার তিনি
আল্কিমসকে দিলেন, এবং তার সমর্থনে এক সৈন্যদলকেও তার কাছে রাখলেন; পরে বাক্কিদেস
রাজার কাছে ফিরে গেলেন। [২১] আল্কিমস মহাযাজক হওয়ার জন্য সংগ্রাম করে চলল; [২২] আর যত
লোক জনগণের শান্তি বিক্ষুব্ধ করছিল, তারা সকলে তার সঙ্গে যোগ দিল, যুদেয়া হস্তগত করল, ও
ইস্রায়েলের যথেষ্ট দুর্বিপাক ঘটাল। [২৩] আল্কিমস ও তার সমর্থনকারীরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে
বিজাতীয়দের চেয়েও ভারী অমঙ্গল ঘটাচ্ছিল দে'খে [২৪] যুদা যুদেয়া অঞ্চলের চারদিকে বেরিয়ে
পড়লেন, যারা তাঁর পক্ষ ছেড়ে চলে গেছিল, তাদের উপর প্রতিশোধ নিলেন, এবং অঞ্চলে তাদের
হিংসাত্মক ঘোরাফেরা রোধ করলেন।

যুদেয়ায় নিকানোর

[২৫] যখন আল্কিমস দেখল যে, যুদা ও তাঁর লোকেরা বলবান হয়েছে, আর সে নিজে তাদের সামনে
দাঁড়াতে অক্ষম, তখন রাজার কাছে ফিরে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে শঠতাপূর্ণ অভিযোগ তুলল। [২৬]
রাজা নিকানোরকে পাঠিয়ে তাঁকে জনগণকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার হুকুম দিলেন: এই

নিকানোর ছিলেন রাজার সবচেয়ে গণ্যমান্যদের মধ্যে একজন; তাছাড়া তিনি ইস্রায়েলের প্রতি ঘৃণা
ও হিংসা পোষণ করতেন। [২৭] নিকানোর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে যেরুসালেমে এসে পৌঁছে
শান্তি-প্রস্তাব—অথচ বিশ্বাসঘাতকতাময় শান্তি-প্রস্তাব—দেবার উদ্দেশ্যে যুদার ও তাঁর ভাইদের
কাছে দূত পাঠালেন; তাঁর কথা এই: [২৮] 'আমার ও আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ না হোক। আমি অল্প
লোক নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শান্তির মনোভাবে সাক্ষাৎ করতে আসব।' [২৯] তিনি যুদার কাছে এলে
তাঁরা পরস্পরকে বন্ধুত্বপূর্ণ স্বাগত জানালেন; কিন্তু শত্রুরা যুদাকে আটকাতে প্রস্তুত ছিল। [৩০] যখন
যুদা সচেতন হলেন যে, লোকটা বিশ্বাসঘাতকতারই মনোভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অভিপ্রেত,
তখন তিনি ভীত হয়ে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হলেন না। [৩১] নিকানোরও বুঝতে
পারলেন যে, তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে, তাই কাফার-শালামার কাছে যুদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম
করতে বেরিয়ে গেলেন। [৩২] নিকানোরের প্রায় পাঁচশ'জন লোক মারা পড়ল; বাকি সকলে
দাউদ-নগরীতে আশ্রয় নিল।

[৩৩] এই সমস্ত ঘটনার পর নিকানোর সিয়োন পর্বতে গেলেন; বন্ধুত্বের মনোভাবে তাঁকে অভিনন্দন
জানাতে, ও রাজার উদ্দেশে নিবেদিত আহুতিবলি দেখাতে কয়েকজন যাজক ও জনগণের
প্রবীণবর্গের কয়েকজন পবিত্রধাম থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। [৩৪] কিন্তু তিনি তাঁদের
বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করলেন, এমনকি তাঁদের কলুষিত করলেন ও অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করলেন;
[৩৫] তাঁর ক্রোধে তিনি শপথ করে বললেন, 'যুদাকে ও তার সৈন্যদলকে এখনই আমার হাতে তুলে
না দেওয়া হলে, আমি কথা দিচ্ছি, যুদ্ধ শেষ হলে যখন ফিরব, তখন এই গৃহ পুড়িয়ে দেব!' আর
তাই বলে তিনি অধিক রুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন। [৩৬] এতে যাজকেরা ভিতরে ফিরে গেল, আর বেদি
ও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে হাহাকার করতে করতে বলে উঠল: [৩৭] 'তুমি এই গৃহ বেছে নিয়েছ, তা
যেন তোমার আপন নাম বহন করে ও তোমার জনগণের প্রার্থনা ও মিনতির গৃহ হয়। [৩৮] এই
লোকটা ও তার সৈন্যশ্রেণীর উপরে প্রতিশোধ নাও, তারা খড়্গে বিদ্ধ হোক। তারা যে ঈশ্বরনিন্দা
করেছে, তা স্মরণে রাখ, তাদের বিরাম দিয়ো না!'

নিকানোরের মৃত্যু

[৩৯] নিকানোর যেরুসালেম ছেড়ে বেথ্-হোরোনে শিবির বসালেন, সেখানে সিরিয়া থেকে আসা
সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। [৪০] যুদা ও তাঁর সঙ্গে তিন হাজার লোক আদাসায় শিবির বসালেন;
তিনি এই বলে প্রার্থনা করলেন, [৪১] 'আসিরিয়া-রাজের অধিনায়কেরা যখন ঈশ্বরনিন্দা করেছিল,
তখন তোমার দূত বের হয়ে তাদের মধ্য থেকে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোককে নিপাত
করেছিলেন; [৪২] আজ আমাদের সামনে যে সেনাবাহিনী রয়েছে, তাদের একই প্রকারে চূর্ণ কর; অন্য
সকলে একথা জানুক যে, সে তোমার পবিত্রধামের বিষয়ে কুকথা উচ্চারণ করেছে; তাকে তার
কুকাজ অনুযায়ী বিচার কর।'

[৪৩] আদার মাসের ত্রয়োদশ দিনে দুই পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধে নামল: নিকানোরের সৈন্যদল চূর্ণ
হল, এমনকি, তিনি-ই প্রথম হয়ে সংগ্রামে মারা পড়লেন। [৪৪] নিকানোর মারা পড়েছেন দেখে তাঁর
সৈন্যেরা অস্ত্র ফেলে পালাতে লাগল। [৪৫] ইস্রায়েলীয়েরা আদাসা থেকে গেজের পর্যন্ত এক দিনের
যাত্রাপথে তাদের ধাওয়া করল; তাদের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে তারা সঙ্কেত দেবার জন্য

তুরিনিনাদ দিচ্ছিল। ৪৬ তখন যুদেয়ার আশেপাশের সকল গ্রাম থেকে লোকেরা বেরিয়ে এসে পলাতকদের ঘিরে ফেলল, আর তারা নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে ফিরল: সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল, তাদের একজনও বাঁচল না। ৪৭ ইহুদীরা মৃত লোকদের অস্ত্রশস্ত্র ও সমস্ত কিছু লুট করে নিল, নিকানোরের মাথা কেটে ফেলল, তাঁর সেই ডান হাতও কেটে ফেলল যা এত দম্ভের সঙ্গে তিনি বাড়িয়েছিলেন; এবং সেই মাথা ও হাত তুলে নিয়ে যেরুসালেমে টাঙিয়ে দিল। ৪৮ জনগণ আনন্দোল্লাস করল, দিনটিকে তারা মহা আনন্দের দিন বলে উদ্‌যাপন করল। ৪৯ তারা স্থির করল, প্রতি বছরে আদার মাসের এই ত্রয়োদশ দিবস উদ্‌যাপন করবে। ৫০ এইভাবে যুদেয়া কিছুকালের মত শান্তি ভোগ করল।

রোমীয়দের গুণকীর্তন

৮ এর মধ্যে যুদা রোমীয়দের খ্যাতির কথা শুনতে পেয়েছিলেন; যথা, তারা খুবই বলবান ছিল, যারা তাদের একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, তাদের প্রতি সুনজর দেখাত, যারা তাদের কাছে সাহায্য চাইত, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-চুক্তি করত। ২ (বস্তুত তারা অতি বলবান ছিল।) যুদাকে তাদের নানা যুদ্ধ ও ফ্রান্স-নিবাসীদের মধ্যে তাদের গৌরবময় কর্মকীর্তির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছিল, কেমন করে তারা ওদের সকলকে পরাজিত করেছিল ও নিজেদের করদাতা করেছিল। ৩ স্পেনে সোনা-রুপোর যে যে খনি, তা হস্তগত করার জন্য তারা সেই দেশে যে কি করেছিল; ৪ দেশটি তাদের কাছ থেকে বেশ দূরবর্তী হলেও তারা তাদের নিষ্ঠা ও ধ্রুবতার সঙ্গে গোটা অঞ্চল কেমন বশীভূত করেছিল; আরও, পৃথিবীর প্রান্ত থেকে তাদের বিরুদ্ধে আসা রাজাদের তারা কেমন চূর্ণ করেছিল ও তাঁদের উপর কেমন ভারী আঘাত হেনেছিল ও অন্য রাজারা বাৎসরিক কর দিতেন; ৫ আরও, তারা ফিলিপকে ও কিত্তিমীয়দের রাজা পের্সেওসকে, এবং যত রাজা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের সকলকে পরাজিত করে বশীভূত করেছিল—এই সমস্ত কথা যুদা জানতে পেরেছিলেন।

৬ এই কথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, এশিয়ার মহান রাজা সেই আন্তিওখস একশ'টা হাতি, বহু অশ্বারোহী, রথ ও অগণন সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে চূর্ণ হয়েছিলেন, ৭ তারা তাঁকে জিয়ন্তই ধরে তাঁর উপর ও তাঁর বংশধরদের উপর বিরাট কর চেপে দিয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে জামিনও দাবি করেছিল ও নানা এলাকা তাদের হাতে ছাড়তে বাধ্য করেছিল, অর্থাৎ ৮ প্রদেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদেশ সেই হিন্দুস্থান অঞ্চল, মেদিয়া ও লিদিয়া, এবং এগুলিকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এউমেনে রাজাকে দান করেছিল। ৯ যুদাকে আরও জানানো হয়েছিল যে, গ্রীকেরা রোমীয়দের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান করে তাদের নিঃশেষ করবে বলে স্থির করেছিল, ১০ কিন্তু রোমীয়েরা কথাটা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একজনমাত্র সেনাপতিকে পাঠিয়েছিল: দুই পক্ষ যুদ্ধে নেমেছিল আর বহু লোক মারা পড়েছিল; রোমীয়েরা তাদের স্ত্রী-পুত্রদের বন্দি করে নিয়েছিল, তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করেছিল, গোটা দেশ জয় করেছিল, তাদের যত দুর্গ ভেঙে ফেলেছিল ও এই দিন পর্যন্ত তাদের নিজেদের অধীনস্থ করেছিল। ১১ অন্য যে সকল রাজ্য ও দ্বীপগুলি তাদের বশ্যতা স্বীকার করেনি, তাদের তারা ধ্বংস করে বশীভূত করেছিল।

১২ কিন্তু তাদের বন্ধুদের প্রতি, ও যারা তাদের উপর নির্ভর করছিল, তাদের প্রতি তারা বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রেখেছিল। তারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী রাজাদের বশীভূত করেছিল, আর যারা তাদের নাম

শুনত, তারা সকলে ভয় পেত। [১৩] যাদের তারা সাহায্য করতে ও রাজ্যভার গ্রহণ করাতে ইচ্ছা করে, তারা অবশ্যই রাজত্ব করবে; আর যাদের তারা পছন্দ করে না, তাদের নামায়—এতই অসীম তাদের ক্ষমতা! [১৪] এই সমস্ত কর্মকীর্তি সত্ত্বেও তারা কেউই কিরীট নেয়নি, নিজ উচ্চমর্যাদার জন্য কেউই বেগুনি পোশাকও পরিধান করেনি। [১৫] তারা শাসকসভা প্রতিষ্ঠা করেছে, আর প্রত্যেক দিন তিনশ' কুড়িজন সভামন্ত্রী বসে জনগণের নানা প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলাপ-আলোচনা করেন যেন সমস্ত কিছু সঠিক ভাবে চলে। [১৬] তাদের সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনভার তারা একজনেরই হাতে তুলে দেয়: তিনি সেই পদে এক বছর থাকেন, আর সকলে বিনা হিংসা বিনা ঈর্ষায় সেই একজনের প্রতি বাধ্য থাকে।

রোমীয়দের সঙ্গে মিত্রতা-সন্ধি

[১৭] তাই যুদা আক্কোসের পৌত্র যোহনের সন্তান এউপোলেমসকে ও এলেয়াজারের সন্তান যাসোনকে বেছে নিয়ে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা-চুক্তি স্থির করতে তাদের রোমে পাঠালেন; [১৮] অভিপ্রায় ছিল, তারা জোয়াল থেকে মুক্তি পাবে, কেননা এ দেখতে পাচ্ছিল যে, গ্রীকদের রাজত্ব ইস্রায়েলকে ক্রীতদাস অবস্থায় রাখছিল। [১৯] সুদীর্ঘ যাত্রা করে রোমে গিয়ে পৌঁছে তারা শাসকসভায় প্রবেশ করে এই কথা বলল: [২০] 'যুদা, যিনি মাকাবীয় বলেও অভিহিত, তাঁর ভাইয়েরা, এবং ইহুদী জনগণ আমাদের আপনাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যেন আপনাদের সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব স্থির করি এবং আপনাদের মিত্র ও বন্ধুদের তালিকায় তালিকাভুক্ত হই।' [২১] এই প্রস্তাবে তাঁরা প্রীত হলেন। [২২] যে পত্র তাঁরা ব্রঞ্জের ফলকে লিবিপদ্ধ করে যেরুসালেমে পাঠালেন যেন ইহুদীদের পক্ষে বন্ধুত্ব ও মিত্রতার দলিলরূপে থাকে, সেই পত্রের অনুলিপি এই:

[২৩] 'সমুদ্রে ও স্থলভূমিতে থাকা রোমীয়দের ও ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা চিরকাল ধরে! শত্রু-খড়্গ তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকুক। [২৪] যদি প্রথমে রোমের বিরুদ্ধে কিংবা তার সমগ্র সাম্রাজ্যের তার যে কোন মিত্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বাধে, [২৫] তবে ইহুদী জনগণ পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ও পরিবেশ-পরিস্থিতি মত তাঁদের পাশে এসে সংগ্রাম করবেন; [২৬] রোমের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা শস্য, অস্ত্র, অর্থ ও জাহাজ শত্রুদের দেবেন না, তাদের জন্য তেমন ব্যবস্থাও করবেন না, বরং ক্ষতিপূরণের কোন দাবি না রেখে দেওয়া-কথা মান্য করবেন। [২৭] একই প্রকারে, যদি প্রথমে ইহুদী জনগণেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধে, তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি মত রোমীয়েরা তাঁদের পাশে প্রবলভাবে সংগ্রাম করবেন; [২৮] রোমের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা শস্য, অস্ত্র, অর্থ ও জাহাজ শত্রুদের দেবেন না; বরং প্রতারণা না করে দেওয়া-কথা মান্য করবেন। [২৯] এই নানা ধারা অনুসারেই রোমীয়েরা ইহুদী জনগণের সঙ্গে মিত্রতা স্থির করেছেন। [৩০] এই সমস্ত সিদ্ধান্তের পরে যদি যে কোন এক পক্ষ কোন বিষয় যোগ বা বিয়োগ করতে ইচ্ছা করেন, তবে মিলিত ভাবেই তা করা হবে, আর যে যে বিষয় তাঁরা যোগ বা বিয়োগ করেন, তা অবশ্যপালনীয় হবে। [৩১] দেমেত্রিওস রাজা তাঁদের প্রতি যে অন্যায়কর্ম সাধন করেছেন, সেবিষয়ে আমরা তাঁকে এই কথা লিখে পাঠালাম: আমাদের বন্ধু ও মিত্র এই ইহুদীদের উপরে আপনি কেন জোয়াল ভারী করছেন? [৩২] যদি তাঁরা আপনার বিপক্ষে আমাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন, আমরা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করব এবং সমুদ্রে ও স্থলভূমিতে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'

সংগ্রামে মাকাবীয় যুদার মৃত্যু

৯ দেমেত্রিওস যখন শুনতে পেলেন, নিকানোরের মৃত্যু হয়েছে ও তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত
হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বারের মত বাক্কিদেস ও আল্কিমসকে যুদেয়ায় পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের সঙ্গে
তাঁর নিজের সামরিক বাহিনীর ডান পক্ষভাগও পাঠিয়ে দিলেন। ২ তাঁরা গালিলেয়ার পথ ধরে
আর্বেলা অঞ্চলে মেসালোতের উপরে শিবির বসালেন; কিন্তু আগে তা দখল করে নিয়ে বহু লোকের
মৃত্যু ঘটালেন। ৩ একশ' বাহান্ন সালের প্রথম মাসে তাঁরা যেরুসালেমের বাইরে শিবির স্থাপন
করলেন। ৪ পরে সেখান থেকে শিবির তুলে কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য ও দু'হাজার রণ-অশ্ব নিয়ে
বেরেয়ায় গেলেন। ৫ যুদা এলাসায় শিবির বসিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিন হাজার বাছাই করা যোদ্ধা
ছিল। ৬ তেমন বিপুল সৈন্যদল দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়ল, এমনকি অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে
মিলিয়ে গেল, তাই কেবল আটশ'জন লোক সেখানে রইল। ৭ যুদা যখন দেখলেন যে, তীব্র সংগ্রাম
অবধারিত, অথচ, তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হচ্ছে, তখন তাঁর অন্তর নিঃশেষ হল, কারণ তাঁর সকল
যোদ্ধাকে সমবেত করার মত আর সময় ছিল না; ৮ নিরাশ হয়েও তবু তিনি, যারা তখনও তাঁর সঙ্গে
ছিল, তাদের বললেন, 'ওঠ, আমাদের বিপক্ষদের মুখোমুখি হই; কে জানে, হয় তো তাদের
পরাজিত করার শক্তি আমাদের এখনও আছে।' ৯ তারা কিন্তু এই বলে তাঁকে পিছটান দেওয়াতে
চেষ্টা করছিল, 'নিজেদের বাঁচাব, এ ছাড়া আপাতত আমাদের আর বেশি শক্তি নেই, কিন্তু পরে
আমাদের ভাইদের সঙ্গে আবার এসে সংগ্রাম করব; আমাদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট নয়!' ১০ যুদা
বলে উঠলেন, 'তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাব, এমন কাজ যেন কখনও না করি! যদি আমাদের
ক্ষণ এসে থাকে, তবে এসো, আমাদের ভাইদের জন্য বীরপুরুষেরই মত মরি, কিন্তু আমাদের
ব্যবহারের ফলে যেন আমাদের গৌরবের কোন কলঙ্ক না হয়!'

১১ শত্রুদল শিবির ছেড়ে ইহুদীদের সামনে দাঁড়াল: অশ্বারোহীরা দু'ভাগে বিভক্ত হল, এবং
ফিঙেধারী ও তীরন্দাজেরা সৈন্যদলের পুরোভাগে এগতে লাগল; সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা প্রথম
সারিতে ছিল, এবং বাক্কিদেস নিজে ডান পাশে ছিলেন। ১২ তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিন্যস্ত দল
দু'পাশ থেকে শুরু করে এগিয়ে আসতে লাগল; যুদার পক্ষের লোকেরাও তুরি বাজাল। ১৩ সৈন্যদল
দু'টোর কোলাহলে ভূমি কম্পান্বিত হল, এবং এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল, যা সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে
কেবল সন্ধ্যায় শেষ হল। ১৪ যুদা লক্ষ করলেন যে, বাক্কিদেস ও সৈন্যদলের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ
ডানে ছিলেন; তখন তাঁর সবচেয়ে বীরপুরুষ যোদ্ধা তাঁর সঙ্গে যোগ দিল; ১৫ তাদের প্রবল আঘাতে
শত্রুদলের ডান পাশ চূর্ণ হল, আর যুদা আসদোদ পর্বত পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। ১৬
কিন্তু বাঁ পাশের যোদ্ধারা যখন দেখল, ডান পাশ চূর্ণ হয়েছে, তখন যুদার ও তাঁর যোদ্ধাদের একই
পথ ধরে পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করল। ১৭ এইভাবে এমন তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল যে,
দু'পক্ষের বহু বহু যোদ্ধা মারা পড়ল। ১৮ যুদাও মারা পড়লেন, তখন অন্য সকলে পালিয়ে গেল। ১৯
যোনাথান ও সিমোন তাঁদের ভাই যুদাকে তুলে নিয়ে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে
সমাধি দিলেন। ২০ সমগ্র ইস্রায়েল চোখের জল ফেলল; সকলে মহাশোক প্রকাশ করল, এবং
অনেক দিন ধরে এই বলে বিলাপ করল, ২১ 'যিনি ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতেন, সেই মহাবীরের কেমন
পতন হল!' ২২ যুদার অন্য যত কর্মকীর্তি, তাঁর যুদ্ধ-সংগ্রাম, তাঁর দেখানো বীর্যবত্তা, তাঁর গৌরবের

দাবি, এই সমস্ত কথা লেখা হয়নি; আসলে সেগুলোর সংখ্যা অগণন।

মুক্তি-সংগ্রামে নেতা পদে যোনাথান

২৩ যুদার মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলের গোটা অঞ্চলে ধর্মত্যাগীরা বের হল, এবং সকল অপকর্মা আবার
আবির্ভূত হল। ২৪ সেসময় ভারী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এবং ভূমি নিজেই ওদের পক্ষে ষড়যন্ত্র করল। ২৫
বাক্কিদেস সবচেয়ে ভক্তিহীন মানুষদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে তাদেরই অঞ্চলের কর্তা
করলেন; ২৬ এরা যুদার বন্ধুদের খোঁজ করতে ও শিকার করতে লাগল এবং বাক্কিদেসের সামনে
তাদের উপস্থিত করল; তিনি তাদের উৎপীড়ন ও বিদ্রূপ করলেন। ২৭ ইস্রায়েলে মহা পীড়ন দেখা
দিল; তাদের মধ্যে নবীদের অন্তর্ধানের সময় থেকে তেমন অবস্থা কখনও হয়নি। ২৮ তখন যুদার
সকল বন্ধু একত্র হয়ে যোনাথানকে বলল, ২৯ 'যেদিন তোমার ভাই যুদার মৃত্যু হয়েছে, সেদিন থেকে
শত্রুদের বিরুদ্ধে, বাক্কিদেস ও আমাদের জাতির বিপক্ষদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা চালাবার জন্য তাঁর
সমান কেউ নেই। ৩০ এখন আমরা তোমাকেই আমাদের সংগ্রামে আমাদের প্রধান ও নেতারূপে
মনোনীত করলাম।' ৩১ সেদিন থেকে যোনাথান নেতৃত্ব নিলেন ও তাঁর ভাই যুদার পদ গ্রহণ
করলেন।

তেকোয়া প্রান্তরে ও মোয়াব অঞ্চলে যোনাথান

৩২ কথাটা শোনামাত্র বাক্কিদেস তাঁকে বধ করতে চেষ্টা করলেন। ৩৩ যোনাথানকে, তাঁর ভাই
সিমোনকে, ও তাঁদের অনুসারীদের কাছে সংবাদ দেওয়া হলে তাঁরা তেকোয়া প্রান্তরে পালিয়ে
আস্ফারের কুয়োর কাছে শিবির বসালেন। ৩৪ বাক্কিদেস সাব্বাৎ দিনেই খবরটা পেলেন, আর তাঁর
সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে যর্দনের ওপারে গেলেন। ৩৫ যোনাথান তাঁর ভাইকে—যিনি দলপতি
ছিলেন—পাঠিয়ে তাঁর বন্ধু সেই নাবাটীয়দের কাছে এই যাচনা রাখলেন, যেন তারা নিজেদের কাছে
তাদের মালপত্র রক্ষা করে—বস্তুত তাদের বেশ কিছু মালপত্র ছিল। ৩৬ কিন্তু আম্রাইয়ের সন্তানেরা,
যারা মাদাবায় বাস করছিল, তারা পথিমধ্যে তাদের আটকিয়ে যোহনকে বন্দি করল, আর যোহন যা
কিছু নিয়ে যাচ্ছিলেন, সবই কেড়ে নিল। ৩৭ ঘটনাটার কিছু দিন পরে যোনাথান ও তাঁর ভাই
সিমোনকে এই খবর দেওয়া হল যে, 'আম্রাইয়ের সন্তানেরা বড় বিবাহোৎসব পালন করতে যাচ্ছে;
নাবাটা থেকে জাঁকজমকের সঙ্গে শোভাযাত্রা ক'রে কনেকে নিয়ে আসবার কথা, আর কনে হচ্ছে
কানানের গণ্যমান্যদের একজনের মেয়ে।' ৩৮ তখন তাঁদের মনে পড়ল তাঁদের ভাই যোহনের রক্তের
কথা! সুতরাং তাঁরা উঠে পর্বতের এক গুহাতে ওত পেতে থাকলেন। ৩৯ আর দেখ, চোখ তুলে তাঁরা
বড় বড় মালপত্র সহ আনন্দপূর্ণ এক শোভাযাত্রা দেখতে পেলেন: বর, ও তার সঙ্গে বন্ধুরা ও
ভাইয়েরা খঞ্জনি ও নানা বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে শোভাযাত্রার দিকে এগিয়ে আসছে। ৪০ গুপ্ত স্থান থেকে
ইহুদীরা এদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মেরে ফেলল ও ভারী আঘাত হানল; যারা রেহাই
পেল, তারা পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল, এবং ইহুদীরা তাদের মালপত্র লুট করে নিল। ৪১ তাই
বিবাহোৎসব শোকে, ও তাদের বাদ্যের ঝঙ্কার বিলাপে পরিণত হল। ৪২ তাঁরা তাঁদের ভাইয়ের
রক্তের বিষয়ে তেমন প্রতিশোধ নিয়ে যর্দনের জলাভূমিতে ফিরে গেলেন।

যর্দন নদী পার

৪৩ ঘটনাটার কথা জানতে পেরে বাক্কিদেস বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে সাব্বাৎ দিনে যর্দনের তীরে
এলেন। ৪৪ যোনাথান নিজ সঙ্গীদের বললেন, 'চল, নিজেদের প্রাণেরই জন্য সংগ্রাম করি, কেননা
আজকের দিন আগেকার দিনগুলির মত নয়। ৪৫ দেখ, সামনে পিছনে শত্রুরা রয়েছে, যর্দনের জল
আমাদের এক পাশে ও জলাভূমি ও জঙ্গল অন্য পাশে—পিছটান দেওয়ার উপায় নেই। ৪৬ এখনই
স্বর্গের কাছে চিৎকার করার সময়, যেন শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পেতে পার।' ৪৭ হাত বাড়িয়ে
বাক্কিদেসের উপর আঘাত হেনে যোনাথান নিজেই লড়াই শুরু করে দিলেন, কিন্তু বাক্কিদেস তা
এড়িয়ে পিছটান দিলেন। ৪৮ তখন যোনাথান ও তাঁর লোকেরা যর্দনে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে
ওপারে গেলেন; কিন্তু তাঁদের ধাওয়া করতে শত্রুরা যর্দন পার হল না। ৪৯ সেদিন বাক্কিদেস প্রায়
দু'হাজার লোককে হারিয়ে ফেললেন।

যুদেয়ায় বাক্কিদেসের নির্মিত গড়
আল্কিমসের মৃত্যু

৫০ বাক্কিদেস যেরুসালেমে ফিরে গেলেন ও সমগ্র যুদেয়া জুড়ে গড় গাঁথতে লাগলেন, যথা:
যেরিখো, এম্মাউস, বেথ্-হোরোন, বেথেল, তিম্নাৎ, পিরাথোন ও তেফোনের গড়—সবগুলিতে ছিল
উচ্চ প্রাচীর ও অর্গলযুক্ত ফটক; ৫১ এবং ইস্রায়েলকে হয়রানি করতে তিনি এক একটাতে একটা
করে সৈন্যদলও রাখলেন। ৫২ তিনি বেথ্-জুর, গেজের ও আক্রা-দুর্গেও প্রাকার দিলেন, এবং
সেখানেও সৈন্যদল মোতায়েন করলেন ও খাদ্য-সামগ্রী রাখলেন। ৫৩ জামিনরূপে তিনি অঞ্চলের
সমাজনেতাদের ছেলেদের নিয়ে যেরুসালেমের আক্রা-দুর্গে বন্দি অবস্থায় রাখলেন।

৫৪ একশ' তিপ্পান্ন সালের দ্বিতীয় মাসে আল্কিমস পবিত্রধামের ভিতরের প্রাঙ্গণের প্রাচীর ভেঙে
ফেলার হুকুম দিল; এতে সে নবীদের কাজই ভেঙে দিচ্ছিল! আল্কিমস ভঙ্গ-কাজ শুরু করে
দিয়েছিল, ৫৫ এমন সময় হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল, এতে তার কাজ বন্ধ হল: তার মুখ বিকৃত
হল, পক্ষাঘাতে সে কথা বলতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ল, তার নিজের পরিজনদেরও চালাতে
পারছিল না, ৫৬ আর কিছু দিন পর তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে মরল। ৫৭ আল্কিমস মারা গেছে, তা দেখে
বাক্কিদেস রাজার কাছে ফিরে গেলেন, এবং যুদেয়া দু'বছর শান্তি ভোগ করল।

বেথ্-বাসি অবরোধ

৫৮ তখন দুর্জনেরা সকলে এই মন্ত্রণা করল: 'যোনাথান ও তাঁর সঙ্গীরা শান্তিতে ও পূর্ণ আস্থায়
বাস করছে, তবে এখন তো বাক্কিদেসকে আনাবার সময়; তিনি এক রাতেই তাদের সকলকে
গ্রেপ্তার করবেন।' ৫৯ তারা গিয়ে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রণা করল। ৬০ বাক্কিদেস সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সেনাবাহিনী
নিয়ে রওনা হলেন, এবং যুদেয়ায় তাঁর আপন সমর্থনকারীদের কাছে গোপন পত্র পাঠালেন, যেন
তারা যোনাথানকে ও তাঁর সঙ্গীদের ধরে ফেলে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেল বিধায় তাদের
চেষ্টা ব্যর্থ হল। ৬১ এমনকি, ইস্রায়েলীয়েরা, দেশে তেমন শঠতাপূর্ণ কাজ সমর্থন করছিল যারা,
তাদের পঞ্চাশজনকে ধরে প্রাণে মারল। ৬২ পরে যোনাথান, সিমোন ও তাঁদের লোকেরা দেশের
বাইরে, মরুপ্রান্তরে অবস্থিত বেথ্-বাসিতে, গিয়ে সেখানকার ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করলেন ও

প্রাচীরে ঘিরে ফেললেন। [৬৩] কথাটা জানতে পেরে বাক্কিদেস তাঁর সমস্ত সামরিক বাহিনী জড় করলেন ও যারা যুদেয়ায় ছিল, তাদের অবগত করলেন। [৬৪] তিনি গিয়ে বেথ্-বাসির কাছে শিবির বসালেন ও বহুদিন ধরে যুদ্ধযন্ত্রও লাগিয়ে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন। [৬৫] যোনাথান নিজ ভাই সিমোনকে শহরে ফেলে রেখে এক দল অস্ত্রসজ্জিত লোক সঙ্গে করে অঞ্চলে বেরিয়ে পড়লেন। [৬৬] তিনি অদোমেরাকে ও তার ভাইদের, এবং ফাসিরোনের সন্তানদের তাদের শিবিরে আঘাত করলেন, তারপর এই দুই দল তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁর নিজের সৈন্য-সংখ্যা বাড়তে লাগল। [৬৭] এদিকে সিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা একদিন শহর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধযন্ত্রগুলিতে আগুন দিলেন; [৬৮] পরে বাক্কিদেসকে আক্রমণ করলেন; আর ইনি পরাজিত হলেন। তাঁর ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়েছে দেখে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন, [৬৯] তাই যে ধর্মত্যাগীরা তাঁকে এদেশে আসতে প্ররোচিত করেছিল, তাদেরই উপর নিজের ক্ষোভ ঝেড়ে দিলেন: তাদের অনেককে প্রাণে মেরে তিনি নিজের লোক সহ দেশে ফিরবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। [৭০] তেমন সিদ্ধান্তের কথা আবিষ্কার করে যোনাথান তাঁর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করার জন্য ও বন্দিদের আদান-প্রদান করার জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। [৭১] তিনি রাজি হয়ে যোনাথানের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং শপথ করে তাকে বললেন যে, জীবনকালে তাঁর অনিষ্ট করতে আর কখনও চেষ্টা করবেন না; [৭২] পরে, যুদেয়াতে যাদের তিনি আগে বন্দি করেছিলেন, তাদের ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার পথ ধরে স্বদেশে চলে গেলেন; তাদের সীমানার কাছে আর কখনও এলেন না। [৭৩] এভাবে ইস্রায়েলের খড়্গ বিশ্রাম পেল। যোনাথান মিক্‌মাসে বসতি করলেন, সেখানে তিনি জনগণের মধ্যে বিচার সম্পাদন করতে ও ইস্রায়েল থেকে ভক্তিহীনদের উচ্ছেদ করতে লাগলেন।

আলেকজান্দার বালা দ্বারা মহাযাজকত্ব-পদে উন্নীত যোনাথান

১০ একশ' ষাট সালে আন্তিওখসের সন্তান এপিফানেস আলেকজান্দার এক সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে তলেমাইস দখল করলেন; সেখানে রাজারূপে স্বীকৃতি পেয়ে তিনি রাজত্ব করতে লাগলেন। [২] একথা জানতে পেরে দেমেত্রিওস রাজা বিরাট এক সেনাবাহিনী জড় করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। [৩] দেমেত্রিওস যোনাথানকেও বন্ধুসুলভ পত্র পাঠালেন, কথা দিলেন, তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। [৪] বস্তুত তিনি বলছিলেন, 'যোনাথান আমাদের বিপক্ষে আলেকজান্দারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে তাদের সাথে সঙ্গে সঙ্গে মিত্রতা করা বাঞ্ছনীয়; [৫] তাঁর বিরুদ্ধে, তাঁর ভাইদের ও তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে আমরা যত অন্যায়কর্ম সাধন করেছিলাম, তিনি অবশ্যই তা ভুলে যাননি।' [৬] তিনি যোনাথানকে এমন অধিকার দিলেন, যেন তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতে, অস্ত্র তৈরি করতে ও তাঁর নিজের মিত্র বলে নিজেকে প্রচার করতে পারেন; উপরন্তু তিনি আক্রা-দুর্গে যত জামিনদার আটকানো ছিল, তাদের তাঁর কাছে ফেরত পাঠালেন। [৭] যোনাথান যেরুসালেমে এসে গোটা জনগণের সাক্ষাতে ও আক্রা-দুর্গের লোকদের সাক্ষাতে এই পত্রগুলি পাঠ করে শোনালেন। [৮] রাজা তাঁকে সৈন্য সংগ্রহ করার অধিকার দিয়েছেন, তা শুনে এরা ভীষণ ভয় পেল। [৯] আক্রা-দুর্গের লোকেরা তাঁকে সেই জামিনদারদের ফিরিয়ে দিলে যোনাথান তাদের নিজ নিজ পিতামাতার কাছে ফেরত পাঠালেন। [১০] যেরুসালেমে নিজের বাসস্থান করে যোনাথান নগরীকে পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করতে লাগলেন। [১১] নির্মাণকাজে যাদের দায়িত্ব ছিল, তাদের তিনি আজ্ঞা

দিলেন, যেন প্রাচীর গড়তে ও সিয়োন পর্বতের চারদিকে রক্ষাফলক আরও বলবান করতে তারা চৌকোণ পাথর ব্যবহার করে, আর তারা সেইমত করল। ১২ যে বিদেশীরা বাক্কিদেস-নির্মিত নানা
গড়ে থাকত, তারা পালিয়ে গেল; ১৩ প্রত্যেকে যে যার স্থান ছেড়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গেল; ১৪
কেবল বেথ্-জুরে বিধানের ও আজ্ঞাগুলির প্রতি কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক রয়ে গেল, যেহেতু সেটা
ছিল তাদের আশ্রয়স্থল।

১৫ যোনাথানের কাছে দেমেত্রিওস যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার কথা আলেকজান্দার রাজা
জানতে পারলেন; যোনাথান ও তাঁর ভাইয়েরা বীর্যপূর্ণ যে কর্মকীর্তি সাধন করেছিলেন ও যে শ্রম
সহ্য করেছিলেন, তাঁকে এই সমস্ত কথা জানানো হল; ১৬ তখন তিনি বললেন, 'আমরা কি তাঁর মত
লোক আর কখনও পাব? তাঁকে আমাদের বন্ধু ও মিত্র করা দরকার!' ১৭ এই মর্মে তিনি তাঁর কাছে
এই পত্র লিখে পাঠালেন:

১৮ 'আমি, আলেকজান্দার রাজা, ভাই যোনাথানের সমীপে: শুভেচ্ছা! ১৯ আপনার বিষয়ে আমরা
একথা শুনেছি যে, আপনি বলবান ও পরাক্রমী মানুষ, এবং আমাদের বন্ধু হতে সম্মত। ২০ সুতরাং,
আমরা আজ আপনাকে আপনার জনগণের মহাযাজক ও রাজবন্ধু বলে মনোনীত করি—তিনি
ইতিমধ্যে তাঁকে বেগুনি পোশাক ও সোনার মুকুট পাঠিয়েছিলেন—যেন আপনি আমাদের সমর্থন
করেন ও আমাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রাখেন।'

২১ যোনাথান একশ' ষাট সালের সপ্তম মাসে পর্ণকুটির-পর্বে পবিত্র পোশাক পরিধান করলেন;
পরে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করতে ও বহু অস্ত্র তৈরি করতে লাগলেন।

যোনাথানের কাছে ১ম দেমেত্রিওসের উপহার

২২ এই সমস্ত কথা জানতে পেরে দেমেত্রিওস অসন্তুষ্ট হলেন; বললেন, ২৩ 'হায়, আমরা কী
করলাম যে, আলেকজান্দার আমাদের আগেই নিজের সমর্থনে ইহুদীদের বন্ধুত্ব জয় করেছেন! ২৪
তারা ওদের ছেড়ে যেন আমাদের পক্ষের মানুষ হয়, এই উদ্দেশ্যে আমিও তাদের কাছে
আহ্বান-পত্র লিখে পদমর্যাদার উন্নতি ও ধনের প্রতিশ্রুতি দেব।' ২৫ তিনি তাদের কাছে এরূপ পত্র
লিখে পাঠালেন:

'আমি, দেমেত্রিওস রাজা, ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! ২৬ আপনারা আমাদের মিত্রতা রক্ষা
করেছেন, আমাদের বন্ধুত্বে স্থির থেকেছেন, ও আমাদের শত্রুদের পক্ষে দাঁড়াননি: তা শুনে আমরা
আনন্দিত। ২৭ সুতরাং আমাদের প্রতি আপনাদের বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলুন, আর আমাদের প্রতি
আপনারা যেমন ব্যবহার করছেন, আমরা আপনাদের সেইমত প্রতিদান দেব। ২৮ আমরা যথেষ্ট
করমুক্তি মঞ্জুর করব ও নানা উপহার প্রেরণ করব। ২৯ অতএব এখন থেকেই আমি লবণ ও [স্বর্ণ]
মালা-কর থেকে আপনাদের মুক্ত করছি, সকল ইহুদীকেও করমুক্ত করছি। ৩০ আর যদিও গমের তিন
ভাগের এক ভাগ, গাছের ফলাদির অর্ধেক ভাগ আমারই অধিকার, তবু আমি আজ থেকে ও
ভবিষ্যৎকাল ধরে যুদেয়া, তার সংলগ্ন তিন প্রদেশ, সামারিয়া ও গালিলেয়াকে এই কর থেকে মুক্ত
করছি—আজ থেকে চিরকাল ধরে। ৩১ যেরুসালেম পবিত্র ও করমুক্ত হবে, তার এলাকাও দশমাংশ
ও কর থেকে মুক্ত হবে। ৩২ যেরুসালেমের আক্রা-দুর্গের উপরে আমার যে অধিকার, তাও আমি
ছেড়ে দিচ্ছি: আক্রা-দুর্গটাকে আমি মহাযাজককে মঞ্জুর করছি, যেন তার রক্ষার জন্য তিনি সেখানে

তাঁরই বেছে নেওয়া লোক নিযুক্ত করেন। ৩৩ আমার কর্তৃত্বাধীন যত অঞ্চলে যুদার বাইরে যত
ইহুদীকে বন্দি করা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ না চেয়ে তাদের সকলকেও মুক্ত করে দিচ্ছি; সকলেই করমুক্ত
হোক, পশুধনের কর থেকেও মুক্ত হোক। ৩৪ সমস্ত পর্ব, সাব্বাৎ দিন, অমাবস্যা, ও পর্বের পূর্ববর্তী
তিন দিন ও পরবর্তী তিন দিন আমার রাজ্যে থাকা সকল ইহুদীর জন্য হবে কর্ম-বিরতি ও
অব্যাহতির দিন; ৩৫ সেই দিনগুলিতে তাদের বিপক্ষে মামলা চালাবার কিংবা যে কোন কারণেই
হোক তাদের বিরক্ত করার অধিকার কারও থাকবে না। ৩৬ ইহুদীরা রাজ-সৈন্যদলে ত্রিশ হাজার
সংখ্যা পর্যন্ত তালিকাভুক্ত হবে, তারা উপযুক্ত মজুরি পাবে, অন্য রাজ-সৈন্যের মজুরির অনুরূপ
মজুরি। ৩৭ তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাজার সবচেয়ে বড় দৃঢ়দুর্গে নিযুক্ত হবে, আবার, অন্যদের
মধ্য থেকে কেউ কেউ রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য পদে উন্নীত হবে; তাদের অধিপতি ও অধিনায়কেরা
তাদেরই মধ্য থেকে নিযুক্ত হবে, আর তারা তাদের বিধান অনুসারে জীবন যাপন করতে পারবে,
যেমনটি রাজা যুদেয়ার জন্যও নির্দেশ করেছেন।

৩৮ সামারিয়া থেকে নেওয়া ও যুদেয়াতে যোগ দেওয়া তিন প্রদেশের বিষয়ে কথা এই: সেই তিন
প্রদেশ যুদেয়ার অংশ বলে স্বীকৃত হবে এবং মহাযাজকের অধিকার ছাড়া অন্য কারও অধিকারের
অধীন না হয়ে একজনমাত্র শাসকের অধীনস্থ প্রদেশ বলে গণ্য হবে। ৩৯ আমি তলেমাইসকে ও তার
চারদিকে সংলগ্ন ভূমি পবিত্রধামের উপাসনা-কর্মে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য যেরুসালেমের
পবিত্রধামের কাছে উপহাররূপে মঞ্জুর করছি। ৪০ আমি নিজে, ব্যক্তিগত ভাবে, রাজকর থেকে নেওয়া
পনেরো হাজার রুপোর শেকেল উপযুক্ত জায়গায় প্রতি বছরে আরোপ করছি। ৪১ যে অতিরিক্ত অর্থ
নিযুক্ত লোকদের দ্বারা আগেকার বছরগুলির মত জমা করা হয়নি, তা এখন থেকে গৃহ সংক্রান্ত
কাজের জন্য জমা করা হবে। ৪২ তাছাড়া, পবিত্রধামের বাৎসরিক সর্বমোট-আয় থেকে যে পাঁচ
হাজার শেকেল নেওয়া হত, তাও মাপ করা হচ্ছে, কেননা তা সেখানে কর্মরত যাজকদের অধিকার।
৪৩ রাজার কাছে ঋণ শোধ করার ব্যাপারে বা অন্য যে কোন কারণে যে কেউ যেরুসালেমের মন্দিরে
বা তার সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নেবে, সে ও তার যাবতীয় সম্পদ আমার রাজ্যে মুক্ত বলে ঘোষিত
হবে।

৪৪ পবিত্রধামের নির্মাণকাজ ও সংস্কারের বিষয়: সমস্ত খরচ রাজকোষই বহন করবে। ৪৫
নগরপ্রাচীরের নির্মাণকাজ ও যেরুসালেমের পরিসীমায় যত রক্ষামূলক নির্মাণকাজের বিষয়েও সমস্ত
খরচ রাজভাণ্ডারই বহন করবে; যুদেয়া দেশে নগরপ্রাচীর নির্মাণকাজের বিষয়ে একই ব্যবস্থা
বলবৎ।'

১ম দেমেত্রিওসের মৃত্যু

৪৬ এই সমস্ত কথা শুনে যোনাথান ও জনগণ তা বিশ্বাস করলেন না, গ্রহণও করলেন না, যেহেতু
তাঁদের মনে ছিল সেই সমস্ত বড় বড় অন্যায়কর্ম যা দেমেত্রিওস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সাধন
করেছিলেন; আবার, তিনি তাদের কেমন উৎপীড়ন করেছিলেন, তাও তাদের মনে ছিল। ৪৭ তারা
বরং আলেকজান্দারের পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিল, কারণ শান্তি বিষয়ে তাঁরই সঙ্কল্প তাদের কাছে উত্তম
মনে হচ্ছিল; তাই তারা তাঁর ধ্রুব মিত্র হল। ৪৮ আলেকজান্দার রাজা বিপুল সেনাবাহিনী জড় করে
দেমেত্রিওসের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন। ৪৯ দুই রাজা যুদ্ধে নামলেন; দেমেত্রিওসের সেনাবাহিনীকে

পালাতে বাধ্য করা হল, আলেকজান্দার তাঁকে ধাওয়া করলেন ও তাঁর সৈন্যদের পরাস্ত করলেন; [৫০] সূর্যাস্ত পর্যন্তই প্রবল যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন; দেমেত্রিওস নিজেই সেদিন মারা পড়লেন।

১ম তলেমি ও যোনাথানের সঙ্গে আলেকজান্দার বালার মিত্রতা-সন্ধি

[৫১] আলেকজান্দার মিশর-রাজ তলেমির কাছে দূত পাঠালেন; তাঁর কথা এ ছিল:

[৫২] 'যেহেতু আমি আমার রাজ্যে ফিরে এসেছি, আমার পিতৃপুরুষদের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, দেমেত্রিওসকে চূর্ণ করে কর্তৃত্বভার হাতে নিয়েছি আর ফলত আমার দেশ পুনরুদ্ধার করেছি—[৫৩] বস্তুত আমি তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলাম আর আমরা তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের চূর্ণ করলাম, এবং আমি এখন তাঁর রাজাসন দখল করে আছি—[৫৪] সেজন্য আসুন, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব-চুক্তি স্থির করি: আপনি আপনার কন্যাকে আমাকে বধূরূপে দেবেন আর আমি আপনার জামাতা হব; আমি আপনাকে ও তাঁকে আপনার যোগ্য উপহার দেব।'

[৫৫] তলেমি উত্তর দিলেন:

'ধন্য সেই দিনটি, যেদিনে আপনি আপনার পিতৃপুরুষদের দেশে ফিরে এসে তাঁদের রাজাসনে আসন নিয়েছেন। [৫৬] আপনি পত্রে যেমন প্রস্তাব দিয়েছেন, আমি সেইমত করব; কিন্তু আপনি এসে তলেমাইসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, যেন আমরা একে অপরকে দেখতে পাই; আর আপনি যেমন যাচনা করেছেন, সেই অনুসারে আমি যেন আপনার শ্বশুর হই।'

[৫৭] তলেমি ও তাঁর কন্যা ক্লেওপাত্রা মিশর থেকে রওনা হয়ে একশ' বাষট্টি সালে তলেমাইসে গেলেন। [৫৮] আলেকজান্দার রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন: তলেমি আপন কন্যা ক্লেওপাত্রাকে তাঁর হাতে সম্প্রদান করলেন ও তাঁর বিবাহোৎসব তলেমাইসে রাজার প্রথা অনুসারে জাঁকজমকের সঙ্গেই উদ্‌যাপন করলেন। [৫৯] আলেকজান্দার রাজা যোনাথানকে লিখলেন, তিনিও এসে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। [৬০] যোনাথান ঘটা করে তলেমাইসে গিয়ে দুই রাজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন; তাঁদের কাছে ও তাঁদের বন্ধুদের কাছে সোনা-রুপো ও বহু উপহার দিলেন, আর এভাবে তাঁদের প্রসন্নতার পাত্র হলেন। [৬১] অথচ ধূর্ত লোকেরা—ইস্রায়েলের মহামারী যারা!—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার জন্য একজোট হল, কিন্তু রাজা তাদের কথায় মনোযোগ দিলেন না; [৬২] রাজা বরং আদেশ দিলেন, যেন যোনাথানের পোশাক খুলে তাঁকে বেগুনি পোশাক পরানো হয়, আর সেইমত করা হল। [৬৩] রাজা তাঁকে নিজের পাশে আসন দিয়ে আপন অধিনায়কদের বললেন, 'আপনারা তাঁকে নিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে যান, এবং একথা ঘোষণা করুন, তাঁর বিরুদ্ধে কেউই যেন কোনও কারণেই অভিযোগ না আনে, এবং কেউই যেন কোন মতে তাঁকে বিরক্ত না করে।' [৬৪] এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে যোনাথানকে যে সম্মান আরোপ করা হয়, তা দেখে, এবং বেগুনি পোশাকে সজ্জিত স্বয়ং যোনাথানকেও দেখে তাঁর অভিযোক্তারা সকলে পালিয়ে গেল। [৬৫] রাজা যোনাথানকে যথেষ্ট সম্মান আরোপ করলেন, তাঁকে তাঁর প্রধান রাজবন্ধুদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করলেন, এবং তাঁকে প্রধান সেনাপতি ও সাধারণ প্রশাসক পদে নিযুক্ত করলেন। [৬৬] যোনাথান শান্তি ও আনন্দের মধ্যেই যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

যোনাথান দ্বারা পরাজিত আপল্লোনিওস

৬৭ একশ' পঁয়ষট্টি সালে দেমেত্রিওসের সন্তান দেমেত্রিওস ক্রীট থেকে আপন পিতৃপুরুষদের
দেশে এলেন। ৬৮ কথাটা শুনে আলেকজান্দার রাজা খুবই উদ্বিগ্ন হলেন: তিনি আন্তিওখিয়ায় ফিরে
গেলেন। ৬৯ দেমেত্রিওস সেলে-সিরিয়ার শাসনভার আপল্লোনিওসকে দিলেন; আর তিনি বিপুল এক
সেনাবাহিনী জড় করে যাম্নিয়ার কাছে শিবির স্থাপন করে মহাযাজক যোনাথানের কাছে এই কথা
বলে পাঠালেন:

৭০ 'আপনি একাই আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, আর এখন আপনার কারণে আমি বিদ্রূপ ও
তাচ্ছিল্যের বস্তু হলাম! কেন পর্বতমালায় থেকে আমার বিরুদ্ধে নিজেকে এত বলবান দেখাচ্ছেন?
৭১ আচ্ছা, আপনি যখন আপনার বলের বিষয়ে এত নিশ্চিত আছেন, তখন নেমে এসে সমতল
ভূমিতে আমাদের সম্মুখীন হন, এইখানে নিজেদের পরিমাপ করি! আমার পক্ষে রয়েছে শহরগুলির
বল। ৭২ জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন আমি কে, আর যারা আমাদের সমর্থন করে, তারা কে কে! তখন
আপনি জানবেন যে, আমাদের সামনে নিজের পা অটল রাখতে পারবেন না, কেননা আপনার
পিতৃপুরুষেরা আগেও দু'বার আমাদের দ্বারা নিজেদের দেশে পরাজিত হলেন। ৭৩ তেমনিভাবে
এবারও আমাদের অশ্বারোহীদের সামনে ও আমাদের সৈন্যদলের মত এমন সৈন্যদলের সামনে
সমতল ভূমিতে দাঁড়াতে পারবেন না, কেননা এখানে এমন শৈল নেই, পাথরও নেই যেখানে গিয়ে
মানুষ আশ্রয় নিতে পারে।'

৭৪ আপল্লোনিওসের এই কথা শুনে যোনাথান মনে ক্ষুব্ধ হলেন; দশ হাজার লোক বেছে নিয়ে
তিনি যেরুসালেমের বাইরে গেলেন; তাঁর ভাই সিমোন তাঁকে সহযোগিতা করতে তাঁর সঙ্গে যোগ
দিলেন। ৭৫ তিনি যাফার বাইরে শিবির বসালেন, কারণ যাফার মধ্যে আপল্লোনিওসের এক সৈন্যদল
মোতায়েন থাকায় যাফার অধিবাসীরা তাঁর জন্য নগরদ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। তারা আক্রমণ শুরু
করলে ৭৬ যাফার অধিবাসীরা ভয় পেয়ে নগরদ্বার খুলে দিল, আর যোনাথান যাফা হস্তগত করলেন।
৭৭ কথাটা শুনে আপল্লোনিওস তিন হাজার অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে
আসদোদমুখী পথ ধরলেন; তিনি সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাবার ভান করলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে
সমতল ভূমির দিকে ঘুরলেন, কেননা তাঁর বিপুল অশ্বারোহী ছিল, আর তিনি তাদেরই উপর নির্ভর
করছিলেন। ৭৮ যোনাথান আসদোদ পর্যন্ত তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন আর সেখানে দুই সৈন্যদল
যুদ্ধে নামল। ৭৯ আপল্লোনিওস তাদের পিছনে এক হাজার অশ্বারোহীকে গোপনে ফেলে রেখেছিলেন
বটে, ৮০ কিন্তু যোনাথানও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিছনে সৈন্যদল আছে। ওরা তাঁর
সৈন্যশ্রেণী চারদিকে ঘিরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সৈন্যদের উপর তীর ছুড়ল। ৮১ কিন্তু
যোনাথানের আজ্ঞামত সৈন্যদল দৃঢ় থাকল। একবার ওদের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে ৮২ সিমোন তাঁর
সহকারী সৈন্যদের বের করে শত্রু-সৈন্যবিন্যাসকে আক্রমণ করলেন—অশ্বারোহী বাহিনী ইতিমধ্যে
শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল—আর ওরা চূর্ণ হল ও পালাতে লাগল; ৮৩ অশ্বারোহী বাহিনী সমতল ভূমিতে
ছড়িয়ে পড়ল, অন্যান্যরা রেহাই পাবার জন্য আসদোদে গিয়ে বেল-দাগোনে, তাদের দেবতার
মন্দিরে, আশ্রয় নিল। ৮৪ তখন যোনাথান আসদোদ ও তার চারদিকের শহরগুলিকে পুড়িয়ে দিলেন,
সমস্ত কিছু লুট করে নিলেন, এবং দাগোনের মন্দিরকে ও তার মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের

সকলকেও আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। ৮৫ খড়্গো নিহত ও আগুনে মরা লোকদের সংখ্যা ছিল প্রায় আট
হাজার। ৮৬ পরে যোনাথান সেখান থেকে রওনা হয়ে আস্কালোনের সামনাসামনি জায়গায় শিবির
বসালেন, আর শহরবাসীরা মহা সম্মানের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল। ৮৭ তখন
যোনাথান ও তাঁর লোকেরা প্রচুর লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন। ৮৮ এই সমস্ত কথা
শুনে আলেকজান্দার রাজা যোনাথানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করলেন; ৮৯ রাজ-জ্ঞাতিদের যে সোনার
বন্ধনী দেওয়ার প্রথা আছে, তা তাঁকে পাঠালেন; উপরন্তু তাঁকে এক্রোন ও তার চারদিকে সংলগ্ন
সমস্ত ভূমি অধিকাররূপে দান করলেন।

আলেকজান্দার বালা ৬ষ্ঠ তলেমি দ্বারা পরাজিত
উভয়ের মৃত্যু

১১ মিশর-রাজ সমুদ্রতীরের বালুকণার মত বহুসংখ্যক এক সেনাবাহিনী জড় করলেন, বহু
জাহাজও সংগ্রহ করলেন; তাঁর চেষ্টা, তিনি আলেকজান্দারের রাজ্য ছলনার সঙ্গে হস্তগত করে
নিজের রাজ্যের সঙ্গে যোগ করবেন। ২ তিনি শান্তির কথা ঘোষণা করতে করতে সিরিয়া অভিমুখে
যাত্রা করলেন, আর সমস্ত শহর তাঁর জন্য তোরণদ্বার খুলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে
এল, কেননা আলেকজান্দার রাজা নিজেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হুকুম দিয়েছিলেন, যেহেতু
তলেমি ছিলেন তাঁর শ্বশুর। ৩ কিন্তু তলেমি শহরগুলিতে একবার ঢুকে সেখানে তাঁর নিজের
সৈন্যদল মোতায়েন রাখছিলেন। ৪ তিনি আসদোদে এসে পৌঁছলে তারা পোড়া দাগোন-মন্দিরকে,
চারদিকের উৎসন্ন গ্রাম, এদিক ওদিক ফেলানো লাশ ও যুদ্ধে দাহতে পোড়া মৃতদেহ—তা রাজার
যাত্রাপথের ধারে রাশীকৃত ছিল—তাঁকে দেখাল। ৫ যোনাথান যে কী করেছিলেন, তারা তলেমিকে
তার বর্ণনা দিল; আশা করছিল, রাজা যোনাথানের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করবেন, কিন্তু তলেমি
কিছু বললেন না। ৬ যোনাথান নিজে ঘটা করে যাফাতে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন; তাঁরা
একে অপরকে অভিনন্দন জানালেন আর সেইখানে রাত কাটালেন। ৭ পরে যোনাথান এলেউথেরস
বলে পরিচিত নদী পর্যন্ত রাজাকে পৌঁছে দিয়ে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

৮ তলেমি রাজা সমুদ্রতীরে অবস্থিত সেলেউসিয়া পর্যন্ত সমুদ্রতীরের সকল শহর হস্তগত করলেন,
যেতে যেতে তিনি কেবল আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে কুপরিকল্পনাই আঁটছিলেন। ৯ দেমেত্রিওস রাজার
কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আসুন, নিজেদের মধ্যে মিত্রতা স্থির করি: আলেকজান্দারের বর্তমান
বধূ যে আমার কন্যা, তাকে আমি আপনাকেই দেব; উপরন্তু আপনার পিতার রাজ্যে আবার প্রবেশ
করতে আপনাকে সুযোগ দেব। ১০ আলেকজান্দারকে আমার কন্যাকে দেওয়ায় আমি দুঃখিত, যেহেতু
তিনি আমাকে বধ করতে চেষ্টা করেছেন।' ১১ আলেকজান্দারের রাজ্য লোভ করছিলেন বিধায়ই
তলেমি তাঁর নিন্দা করছিলেন; ১২ তাঁর কাছ থেকে নিজ কন্যাকে কেড়ে নিয়ে তলেমি তাঁকে
দেমেত্রিওসকে দিলেন; এবং আলেকজান্দারের প্রতি তাঁর গতি তেমনভাবেই পাল্টানোর ফলে স্পষ্ট
প্রকাশ পেল যে, দু'জনের মধ্যে শত্রুতা আছে। ১৩ তলেমি আন্তিওখিয়ায় প্রবেশ করে এশিয়ার মুকুট
মাথায় নিলেন; এমনকি মাথায় দু'টো মুকুট নিলেন, মিশরের ও এশিয়ার মুকুট। ১৪ সেসময়
আলেকজান্দার কিলিকিয়াতে ছিলেন, কেননা সেই প্রদেশগুলির অধিবাসীরা বিপ্লব করেছিল; ১৫ কিন্তু
এই সমস্ত কথা শোনামাত্র তিনি তলেমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলেন। এদিকে তলেমিও নিজের

সৈন্যদের বিন্যস্ত করে বিপুল সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে চালিয়ে তাঁকে পরাজিত করলেন। [১৬] আলেকজান্দার রেহাই পেতে আরবে পালিয়ে গেলেন, আর তলেমি রাজা একাই রাজত্ব করলেন। [১৭] আরবীয় জাব্দিয়েল আলেকজান্দারের মাথা কেটে ফেলে তলেমির কাছে পাঠাল। [১৮] তিন দিন পরে তলেমি নিজে মারা গেলেন, আর যাদের তিনি নানা দুর্গে মোতায়েন রেখেছিলেন, তারা সেখানকার নিবাসীদের হাতে মারা পড়ল। [১৯] এভাবে একশ' সাতষট্টি সালে দেমেত্রিওস রাজা হলেন।

ইহুদীদের পক্ষে ২য় দেমেত্রিওসের রাজাজ্ঞা দু'টো

[২০] একই সময়ে যোনাথান যেরুসালেমের আক্রা-দুর্গের উপরে হামলা চালাবার জন্য যুদেয়ার লোকদের জড় করে তার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধযন্ত্র প্রস্তুত করলেন। [২১] কিন্তু কয়েকটা লোক, যারা স্বদেশ ঘৃণা করছিল, তারা ছুটে রাজাকে জানাল যে, যোনাথান আক্রা-দুর্গ অবরোধ করছেন। [২২] একথা শুনে রাজা ক্ষুব্ধ হলেন; আর কথার প্রমাণ পেয়ে তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে তলেমাইসে এসে পত্র পাঠিয়ে যোনাথানকে অবরোধ বন্ধ করতে ও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যত শীঘ্রই তলেমাইসে আসতে বললেন। [২৩] তা শুনে যোনাথান অবরোধ চালাবার হুকুম দিলেন, পরে কয়েকজন প্রবীণ ও যাজক বেছে নিয়ে এই ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, [২৪] তিনি নিজেই সোনা-রুপো, পোশাক, ও অন্য ধরনের বহু উপহার সঙ্গে করে তলেমাইসে রাজার কাছে যাবেন, আর আসলে তিনি রাজার প্রসন্নতা জয় করলেন, [২৫] এমনকি, তাঁর দেশের দু' একজন ধর্মত্যাগী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা সত্ত্বেও [২৬] তাঁর আগেকার রাজারা যোনাথানের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তিনিও তাঁর প্রতি তেমন ব্যবহার করলেন, এবং সকল রাজবন্ধুদের সাক্ষাতে তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করলেন: [২৭] তিনি যোনাথানকে মহাযাজক পদে ও তাঁর আগেকার সমস্ত পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন, এবং স্থির করলেন, যোনাথান তাঁর প্রধান রাজবন্ধুদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হবেন। [২৮] যোনাথান রাজার কাছে যাচনা করলেন, যেন যুদেয়া ও সামারিয়ার তিন প্রদেশ করমুক্ত করা হয়, এদিকে তিনি প্রতিদানে তাঁকে তিনশ' শেকেল দান করবেন; [২৯] রাজা তাতে রাজি হয়ে যোনাথানকে এই সমস্ত বিষয়ে এই অনুশাসন-পত্র লিখে পাঠালেন; পত্রটি এরূপ:

[৩০] 'আমি, দেমেত্রিওস রাজা, ভাই যোনাথানের ও ইহুদী জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৩১] আপনার বিষয়ে আমার আত্মীয় লাস্থেনেসের কাছে যে পত্র লিখে পাঠালাম, তার অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য আপনার কাছেও পাঠাচ্ছি: [৩২] আমি, দেমেত্রিওস রাজা, আপন পিতা লাস্থেনেসের সমীপে: শুভেচ্ছা! [৩৩] ইহুদী জাতি আমাদের মিত্র; আমাদের কাছে তাদের দেওয়া কথা, তারা তা রক্ষা করছে, এবং আমাদের প্রতি তাদের এই মঙ্গল-ইচ্ছার আলোয় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাদের প্রতি আমাদের মঙ্গলময়তা প্রকাশ করব। [৩৪] যুদেয়ার অঞ্চলে এবং আফাইরেমা, লিদ্দা ও রামাথাইম এই তিন প্রদেশে তাদের যে অধিকার, আমরা তাদের সেই অধিকার এখনও বলবৎ বলে ঘোষণা করছি; উক্ত সেই তিন প্রদেশ ও তাদের চারদিকে সংলগ্ন ভূমি সামারিয়া থেকে যুদেয়াতে যোগ করা হয়েছিল তাদেরই সুবিধার্থে, যারা যেরুসালেমে বলি উৎসর্গ করে; তা সেই রাজকরের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, যা রাজা এক সময়ে ভূমির ফসল ও গাছ থেকে তাদের কাছ থেকে প্রতি বছরে আদায় করতেন। [৩৫] উপরন্তু, আমাদের দেয় অন্যান্য দশমাংশ ও রাজকর, লবণ-ভূমি, এবং আমাদের অধিকৃত [স্বর্ণ] মালা—এই সমস্ত বিষয়ে আমরা আজ থেকে এই সকল কর থেকে তাদের মুক্ত

করি। [৩৬] এই নির্দেশগুলোর একটাও আজ থেকে কখনও কোথাও প্রত্যাহার করা হবে না। [৩৭] সুতরাং আপনারই দায়িত্ব, এই পত্রের একটা অনুলিপি করে তা যোনাথানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া, যেন তা পবিত্র পর্বতে উচিত স্থানে প্রকাশিত হয়।'

আন্তিওখিয়ায় যোনাথানের কাছে ২য় দেমেত্রিওসের সহায়তাদান

[৩৮] যখন দেমেত্রিওস রাজা দেখলেন, তাঁর অধীনে দেশ শান্তি ভোগ করছে ও তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিরোধ করছে না, তখন সমস্ত সেনাবাহিনীকে বিদায় দিলেন, যেন সৈন্যেরা যে যার ঘরে ফিরে যায়; কেবল সেই বিদেশী সেনাবাহিনী রাখলেন, যাদের তিনি বিজাতীয়দের দ্বীপগুলি থেকে বেতনের ভিত্তিতে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই যে সমস্ত সৈন্যসামন্ত প্রথম থেকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সেবা করে আসছিল, তারা তাঁর প্রতি বিপক্ষ ভাব পোষণ করল। [৩৯] তাই ত্রিফো, যিনি আগে আলেকজান্দারের পক্ষে ছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, সমস্ত সৈন্যদল দেমেত্রিওসের বিরুদ্ধে গজগজ করছে, তখন গিয়ে সেই আরবীয় ইয়াম্লেকুর সঙ্গে দেখা করলেন, যিনি আলেকজান্দারের ছোট ছেলে আন্তিওখসকে প্রতিপালন করছিলেন। [৪০] তাঁকে তিনি পীড়াপীড়ি করলেন, যেন তাঁর পিতার পদে রাজত্ব করাবার জন্য তাঁকে তাঁর হাতে দেন; উপরন্তু তিনি দেমেত্রিওসের ব্যবহারের কথা, এবং তাঁর প্রতি সৈন্যদলের শত্রুতা-ভাবের কথা, তাঁকে সবই জানালেন; তিনি সেখানে বহু দিন কাটালেন।

[৪১] একদিন যোনাথান দেমেত্রিওসের কাছে লোক পাঠিয়ে যাচনা করলেন, যেরুসালেমের আক্রা-দুর্গে ও অন্য দুর্গতে যত সৈন্যদল মোতায়েন ছিল, তিনি যেন তাদের ফিরিয়ে আনেন, যেহেতু তারা ইস্রায়েলের সঙ্গে সবসময় লড়াই করছিল। [৪২] দেমেত্রিওস যোনাথানকে এই উত্তর পাঠালেন, 'আপনার জন্য ও আপনার জনগণের জন্য আমি কেবল তা-ই করব না, বরং সুযোগ পেলেই আপনাকে ও আপনার জনগণকে সম্মানে পরিপূর্ণ করব। [৪৩] কিন্তু আপাতত আমার সঙ্গে সংগ্রাম করতে লোক পাঠালে আপনি ধন্য হবেন, কেননা আমার সেনাবাহিনী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।' [৪৪] যোনাথান তাঁর কাছে আন্তিওখিয়ায় তিন হাজার বিজ্ঞ যোদ্ধা পাঠালেন; তারা রাজার কাছে গেলে তিনি তাদের আসায় আনন্দিত হলেন। [৪৫] রাজধানীর অধিবাসীরা শহরের মাঝখানে একত্র হল, সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক; অভিপ্রায় ছিল, রাজাকে বধ করা হোক। [৪৬] রাজা প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু শহরবাসীরা শহরের সমস্ত রাস্তা দখল করে সংগ্রাম করতে লাগল। [৪৭] রাজা সাহায্যের জন্য ইহুদীদের ডাকলেন, আর তারা সকলে তাঁর কাছে ছুটল, এবং রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে সেই দিনে প্রায় এক লক্ষ শহরবাসীকে বধ করল; [৪৮] পরে শহরটা পুড়িয়ে দিল, সেদিন প্রচুর লুটের মাল কুড়িয়ে নিল ও রাজাকে বাঁচাল। [৪৯] যখন শহরবাসীরা দেখল যে, ইহুদীরা তাদের ইচ্ছামত শহরকে হস্তগত করেছে, তখন নিরাশ হল এবং মিনতির কণ্ঠে রাজার কাছে হাহাকার করে বলল, [৫০] 'আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের ডান হাত বাড়ান! আমাদের বিরুদ্ধে ও শহরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করায় ইহুদীরা ক্ষান্ত হোক,' [৫১] এবং অস্ত্র ফেলে রাজার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করল। রাজার কাছে ও তাঁর রাজ্যে যত লোক ছিল, সকলের কাছে ইহুদীরা সুনামের পাত্র হল; তারা প্রচুর লুটের মাল সঙ্গে নিয়ে যেরুসালেমে ফিরে গেল। [৫২] এইভাবে দেমেত্রিওস নিজ রাজাসনে থাকলেন, এবং তাঁর অধীনে দেশ শান্তি ভোগ করল। [৫৩] কিন্তু তিনি দেওয়া কথা মান্য করলেন না,

যোনাথানের সঙ্গে সম্পর্ক পাল্টালেন, আগে যেমন প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি তেমন প্রসন্নতা আর দেখালেন না, বরং তাঁকে যথেষ্ট কষ্টই দিলেন।

দেমেত্রিওসের বিপক্ষে আন্তিওখসের সপক্ষে যোনাথান

৫৪ এই সমস্ত ঘটনার পর ত্রিফো ও সেই ছোট ছেলে আন্তিওখস ফিরে এলেন, আর ছেলেটি
রাজ্যভার গ্রহণ করে মাথায় মুকুট নিলেন। ৫৫ দেমেত্রিওস যত সৈন্যদের বিদায় দিয়েছিলেন, তারা
আন্তিওখসের কাছে একত্র হয়ে দেমেত্রিওসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল; তিনি পালিয়ে পরাজিত
হলেন। ৫৬ ত্রিফো হাতিগুলো ধরে নিলেন ও আন্তিওখিয়া হস্তগত করলেন।
৫৭ তখন যুবা আন্তিওখস যোনাথানকে এই পত্র লিখে পাঠালেন: 'আমি আপনার
মহাযাজক-মর্যাদা বহাল রাখছি, আপনাকে চার প্রদেশের প্রদেশপাল করছি, এবং রাজবন্ধুদের
একজন হতে মঞ্জুর করছি।' ৫৮ তাঁর কাছে তিনি খাদ্য পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সোনার এক
দফা থালা-বাটি-পাত্র পাঠালেন, এবং তাঁকে সেই পানপাত্রে পান করা, বেগুনি পোশাক পরিধান
করা ও সোনার বন্ধনী ব্যবহার করার অধিকার দিলেন। ৫৯ উপরন্তু তিনি তাঁর ভাই সিমোনকে
তুরসের সিঁড়ি অঞ্চল থেকে মিশরের সীমানা পর্যন্ত শাসনভার দিলেন। ৬০ তখন যোনাথান
[ইউফ্রেটিস] নদীর ওপারের প্রদেশগুলি ও সেখানকার শহরগুলিতে ভ্রমণ করতে লাগলেন, আর
সিরিয়ার গোটা সেনাবাহিনী মিত্ররূপে তাঁর কাছে ছুটে গেল। তিনি আস্কালোনে গেলেন, আর
শহরবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল। ৬১ সেখান থেকে তিনি
গাজায় গেলেন, কিন্তু গাজার অধিবাসীরা তাঁর জন্য নগরদ্বার রুদ্ধ করল; তাই তিনি গাজা অবরোধ
করলেন, তার উপনগরগুলি পুড়িয়ে দিলেন ও লুটপাট করলেন। ৬২ তখন গাজার লোকেরা
যোনাথানের কাছে মিনতি জানাল, আর তিনি তাদের হাতে ডান হাত দিলেন, কিন্তু তাদের
নেতাদের ছেলেদের জামিনরূপে তুলে নিয়ে যেরুসালেমে পাঠালেন; পরে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে
দামাস্কাস পর্যন্ত পথ চললেন।
৬৩ যোনাথান এই কথা জানতে পারলেন যে, দেমেত্রিওসের সেনানায়কেরা কাদেশে,
গালিলেয়াতে, ছিলেন; তাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক সৈন্যদলও রয়েছে; অভিপ্রায়, তারা তাঁকে পদচ্যুত
করবে। ৬৪ তখন ভাই সিমোনকে দেশে রেখে তিনি গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। ৬৫ এদিকে
সিমোন বেথ্-জুরের কাছে শিবির বসিয়ে বহুদিন ধরে তা অবরোধ করে রাখলেন। ৬৬ তখন তারা
তাঁর কাছে মিনতি জানাল, যেন তিনি তাদের হাতে ডান হাত দেন; তিনি হাত দিলেন বটে, কিন্তু
সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন, শহর দখল করলেন ও সেখানে সৈন্যদল মোতায়েন
রাখলেন। ৬৭ অপর দিকে যোনাথান ও তাঁর সেনাবাহিনী গেন্নেজার হ্রদের ধারে শিবির বসিয়ে খুব
সকালে হাৎসোর সমভূমিতে এসে পৌঁছলেন। ৬৮ বিদেশীদের সৈন্যসামন্ত তাঁর বিরুদ্ধে
পাহাড়পর্বতের উপরে একটা অংশ ওত পেতে রাখার পর তাঁর দিকে এগিয়ে এল। সৈন্যদের প্রধান
অংশ সরাসরি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে, ৬৯ এমন সময় যারা ওত পেতে ছিল, তারা পিছন থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করতে লাগল। ৭০ যোনাথানের সকল লোক পালিয়ে গেল, তাদের কেউই
থাকল না, কেবল সেনাবাহিনীর দলপতি আব্শালোমের সন্তান মাত্তাথিয়া ও খাল্ফির সন্তান যুদাই
থাকল। ৭১ তখন যোনাথান নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথায় ধুলা ছড়ালেন, এবং প্রার্থনার

জন্য উপুড় হলেন। ৭২ পরে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ফিরে এলেন, তাদের পরাস্ত করলেন ও
পালাতে বাধ্য করলেন। ৭৩ তাঁর লোকদের মধ্যে যারা পালিয়েছিল, তারা অবস্থাটা দেখে তাঁর কাছে
ফিরে এল ও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে কাদেশ পর্যন্ত শত্রুদের ধাওয়া করল; সেই কাদেশেই
শত্রুশিবির ছিল, তাই সেখানে তারাও শিবির স্থাপন করল। ৭৪ সেদিন বিদেশী সৈন্যদলের প্রায় তিন
হাজার লোক মারা পড়ল। পরে যোনাথান যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

রোম ও স্পার্তার সঙ্গে যোনাথানের সম্পর্ক

১২ যোনাথান যখন দেখলেন যে, অবস্থা-পরিস্থিতি তাঁর অনুকূল, তখন উপযুক্ত লোক বেছে নিয়ে
রোমীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি বহাল রাখতে ও নবায়ন করতে তাদের রোমে পাঠালেন। ২
স্পার্তা-অধিবাসীদের ও অন্যান্য স্থানেও তিনি একই বিষয়ে পত্র পাঠালেন। ৩ তাই সেই লোকেরা
রোম অভিমুখে রওনা হল, আর সেখানে প্রবীণসভায় প্রবেশ করে বলল, 'যোনাথান মহাযাজক ও
ইহুদী জনগণ আগের মত পরস্পর বন্ধুত্ব ও মিত্রতা নবায়ন করতে আমাদের পাঠিয়েছেন।' ৪ এবং
রোমীয়েরা নানা স্থানের কর্তৃপক্ষের জন্য তাদের সুপারিশ পত্র দিল, সেই কর্তৃপক্ষেরা যেন
যেরুসালেমে এদের প্রত্যাগমন নিরাপদ করেন।

৫ স্পার্তা-অধিবাসীদের কাছে যোনাথান যে পত্র পাঠালেন, তার অনুলিপি এই:

৬ 'যোনাথান মহাযাজক, জনগণের প্রবীণসভা, যাজকবর্গ, ও ইহুদী জাতির বাকি সমস্ত মানুষ
তাঁদের ভাই স্পার্তা-অধিবাসীদের সমীপে: শুভেচ্ছা! ৭ আপনাদের মধ্যে যিনি রাজত্ব করতেন, সেই
আরেইওসের পক্ষ থেকে অতীত কালেও ওনিয়াস মহাযাজকের কাছে এমন পত্র পাঠানো হয়েছিল,
যাতে লেখা ছিল যে, আপনারা আমাদের ভাই—একথা পত্রে সংলগ্ন অনুলিপি দ্বারা প্রমাণিত। ৮
ওনিয়াস আপনাদের দূতকে সম্মানের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন, এবং যে পত্রে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের
কথা লেখা ছিল, সেই পত্রও গ্রহণ করেছিলেন। ৯ সুতরাং, আমাদের অধিকারে যে পবিত্র শাস্ত্র
রয়েছে, তারই সান্ত্বনা আমাদের আছে বিধায় আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হলেও ১০ তবু আপনাদের
সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব-চুক্তি নবায়ন করতে দূত পাঠাব বলে মনস্থ করলাম, আমরা যেন আপনাদের
দৃষ্টিতে অচেনা না হই; বস্তুত অনেক বছর কেটেছে সেই সময় থেকে, যখন আপনারা আমাদের
কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। ১১ তাই আমরা সকল পর্বোৎসবে ও আদিষ্ট অন্য সকল দিনে আমাদের
উৎসর্গ করা যজ্ঞে ও আমাদের মিনতি-নিবেদনে বিশ্বস্ত ভাবে আপনাদের কথা স্মরণ করি, যেহেতু
ভাইদের কথা স্মরণ করা কর্তব্য ও বিহিত কর্ম। ১২ আপনাদের যে গৌরব, তার জন্য আমরা
আনন্দিত। ১৩ কিন্তু আমরা বহু অত্যাচারে ও বহু যুদ্ধে সঙ্কুচিত হয়েছি: নিকটবর্তী দেশগুলির
রাজারা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন বটে, ১৪ তবু এই সমস্ত লড়াইতে আমরা আপনাদের
বিরক্ত করতে চাইলাম না, আমাদের অন্য মিত্র ও বন্ধুদেরও নয়; ১৫ কেননা স্বর্গ থেকে আগত
আমাদের বলবান সাহায্য আছে: তাঁর দ্বারা আমরা আমাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছি
আর আমাদের শত্রুরা অবনমিত হয়েছে। ১৬ এখন আমরা আন্তিওখসের সন্তান নুমেনিউসকে ও
যাসোনের সন্তান আন্তিপাতেরকে মনোনীত করে রোমীয়দের কাছে তাঁদের সঙ্গে আগেকার বন্ধুত্ব ও
মিত্রতার চুক্তি নবায়ন করতে প্রেরণ করেছি। ১৭ তাদের নির্দেশ দিলাম, যেন তাঁরা আপনাদেরও
কাছে যান, আপনাদের শুভেচ্ছা জানান, ও আমাদের প্রাক্তন সম্পর্ক-চুক্তির নবায়ন ও আমাদের বন্ধুত্ব

সংক্রান্ত আমাদের এই পত্র আপনাদের হাতে তুলে দেন। [১৮] এবিষয়ে উত্তর দিলে আপনারা ধন্য হবেন।'

[১৯] তাঁরা ওনিয়াসের কাছে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার অনুলিপি এই:

[২০] 'আমি, স্পার্তা-রাজ আরেইওস, ওনিয়াস মহাযাজকের সমীপে: শুভেচ্ছা! [২১] স্পার্তা-অধিবাসী ও ইহুদী সম্পর্কিত এক লিপিতে একথা পাওয়া গেছে যে, তাঁরা পরস্পর ভাই ও আব্রাহামের বংশধর। [২২] সুতরাং, আমরা যখন তেমন কথা অবগত হয়েছি, তখন আপনারা আপনাদের বন্ধুত্ব-মনোভাব বিষয়ে আমাদের কিছু লিখলে আমাদের বাধিত করবেন। [২৩] আপনাদের কাছে আমাদের নিজেদের সমাচার এই: আপনাদের পশুধন ও আপনাদের সম্পদ আমাদেরই, আর আমাদের গুলি আপনাদেরই। আমাদের দূতদের নির্দেশ দিলাম, যেন তাঁরা আপনাদের কাছে তেমন সমাচার নিবেদন করেন।'

সেলে-সিরিয়ায় যোনাথান
ফিলিস্তিয়ায় সিমোন

[২৪] যোনাথান একথা জানতে পারলেন যে, দেমেত্রিওসের সেনাপতিরা তাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করতে আগেকার চেয়ে আরও বহুসংখ্যক সৈন্যদের নিয়ে ফিরে এসেছে। [২৫] যেরুসালেম ছেড়ে তিনি হামাত অঞ্চলে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলেন, কেননা তাঁর নিজের দেশের মধ্যে আসতে তাদের সময় দিতে চাচ্ছিলেন না। [২৬] তিনি তাদের শিবিরে গুপ্তচর পাঠালেন, আর তারা ফিরে এসে তাঁকে একথা জানাল যে, শত্রুরা রাতেই আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। [২৭] সূর্যাস্ত হলে যোনাথান নিজের লোকদের সারারাত জেগে থাকতে ও সংগ্রামের জন্য অস্ত্র হাতে রাখতে হুকুম দিলেন, পরে শিবিরের চারদিকে প্রহরীদল মোতায়েন রাখলেন। [২৮] কিন্তু বিপক্ষেরা যখন জানতে পারল যে, যোনাথান ও তাঁর লোকেরা লড়াইয়ের জন্য তৈরী আছেন, তখন ভয়ে অভিভূত হল, এবং কম্পিত অন্তরে নিজেদের শিবিরে আগুন জ্বালিয়ে রেখে পালিয়ে গেল। [২৯] যোনাথান ও তাঁর লোকেরা সেই আগুনের দীপ্তি দেখলেন বটে, কিন্তু সকাল পর্যন্ত তাদের পলায়নের বিষয়ে সচেতন হননি, [৩০] ফলে যোনাথান তাদের পিছনে ধাওয়া করলেও তাদের নাগাল পেতে পারলেন না, কেননা তারা ইতিমধ্যে এলেউথেরস নদী পার হয়ে গেছিল। [৩১] তাই যোনাথান জাবাদীয় বলে পরিচিত আরবীয়দের দিকে ঘুরে তাদের আক্রমণ করলেন ও তাদের সমস্ত কিছু লুট করে নিলেন। [৩২] পরে রওনা হয়ে দামাস্কাসে গিয়ে সমস্ত অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। [৩৩] এদিকে সিমোনও আস্কালোন ও তার নিকটবর্তী উপনগরগুলো পর্যন্ত প্রবেশ করে যুদ্ধে নামলেন, পরে যাফার দিকে ঘুরে তা হস্তগত করলেন; [৩৪] কেননা তিনি এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে, তারা দেমেত্রিওসের সমর্থনকারীদেরই হাতে দুর্গ দেবে বলে মনস্থ করেছিল; এবং পাহারা দিতে তিনি সেখানে এক সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন।

যেরুসালেমে নির্মাণকাজ

[৩৫] একবার ফিরে এসে যোনাথান জনগণের প্রবীণবর্গকে সভায় ডেকে তাঁদের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যুদেয়ার নানা স্থানে গড় গাঁথা হোক, [৩৬] যেরুসালেমের প্রাচীর উচ্চ করা হোক, এবং

নগরী ও আক্রা-দুর্গের মাঝখানে বড় একটা রক্ষামূলক বেড়া দেওয়া হোক, যেন নগরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে আক্রা-দুর্গটা পৃথক হয়, ফলে আক্রা-দুর্গের লোকেরা আর কিছু কিনতে বা বেচতে না পারে। [৩৭] নগরী পুনর্নির্মাণকাজ সকলেরই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হল, আর যেহেতু পুবদিকে খাদনদীর উপরে প্রাচীরের একটা অংশ পড়ে গেছিল, সেজন্য যোনাথান খাফেনাথা বলে অভিহিত এলাকা সংস্কার করলেন। [৩৮] এদিকে সিমোন সেফেলাতে অবস্থিত আদিদা পুনর্নির্মাণ করলেন, তা প্রাচীরবেষ্টিত করলেন ও অর্গলযুক্ত নগরদ্বার দিলেন।

ত্রিফোর হাতে পতিত যোনাথান

[৩৯] ত্রিফোর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি এশিয়ার রাজা হবেন, মাথায় মুকুট নেবেন ও আন্তিওখস রাজার বিরুদ্ধে হাত বাড়াবেন, [৪০] কিন্তু যোনাথান যে তাঁকে বাধা দেবেন, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, এবিষয়ে তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। এজন্য তাঁকে নিজের হাতে পাবার ও বধ করার উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হয়ে বেথ্-সেয়ানে এলেন। [৪১] যোনাথান যুদ্ধের জন্য শ্রেণিভুক্ত চল্লিশ হাজার সেরা যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে তাঁর নাগাল পেতে রওনা হয়ে বেথ্-সেয়ানে এসে পৌঁছলেন। [৪২] যোনাথান এত বহুসংখ্যক সেনাবাহিনী সঙ্গে আনলেন দেখে ত্রিফো তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে ইতস্তত করলেন; [৪৩] বরং মহা সম্মান দেখিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, নিজের সকল বন্ধুর কাছে তাঁর পরিচয় দিলেন, তাঁকে নানা উপহার দিলেন, এবং নিজের বন্ধুদের ও নিজের সৈন্যদলকে আজ্ঞা দিলেন, যেন তারা তাঁর নিজের প্রতি যেমন, তেমনি যোনাথানের প্রতিও বাধ্য হয়। [৪৪] যোনাথানকে তিনি বললেন, 'আমাদের মধ্যে যখন যুদ্ধ নেই, তখন আপনি লোকদের কেন এত কষ্ট দিলেন? [৪৫] ওদের বিদায় দিন, পরে অল্প লোক রক্ষীদল হিসাবে বেছে নিয়ে আমার সঙ্গে তলেমাইসে আসুন, আর আমি নগরী ও অন্য সকল গড়, সেনাদলের বাকি অংশ ও সকল অধিনায়ককে আপনার হাতে তুলে দেব; তারপর আমি পথ ধরে স্বদেশে ফিরে যাব: এখানে আসবার এ-ই ছিল আমার অভিপ্রায়।' [৪৬] তাঁকে বিশ্বাস করে যোনাথান তাঁর কথামত কাজ করলেন: সৈন্যদলকে বিদায় দিলে তারা যুদেয়াতে ফিরে গেল। [৪৭] নিজের সঙ্গে তিন হাজার লোক রাখলেন, আর এদের মধ্য থেকে দু'হাজার গালিলেয়াতে থাকল, ও বাকি এক হাজার তাঁর সঙ্গে গেল। [৪৮] কিন্তু যোনাথান একবার তলেমাইসে প্রবেশ করলে শহরবাসীরা নগরদ্বার বন্ধ করে দিল, তাঁকে ধরে নিল ও তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের সকলকে খড়্গের আঘাতে মারল। [৪৯] পরে ত্রিফো যোনাথানের সকল লোককে উচ্ছেদ করতে গালিলেয়াতে ও মহা সমতল ভূমিতে পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী বাহিনী পাঠালেন। [৫০] কিন্তু তারা একথা অনুমান করে যে, যোনাথানকে ধরা হয়েছে ও তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর সাথে মারা পড়ল, একে অপরকে সাহস দিয়ে শ্রেণিবদ্ধ বিন্যাসে ও যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে এগিয়ে গেল, [৫১] আর যারা তাদের ধাওয়াতে ছিল, তারা যখন দেখল যে, তারা প্রাণের জন্যই যুদ্ধ করবে, তখন পিছটান দিল। [৫২] তাই তারা সকলে নিরাপদে যুদেয়াতে এসে পৌঁছল, আর সেখানে যোনাথানের জন্য ও তাঁর রক্ষীদলের জন্য শোকপালন করল, কেননা তারা ভীষণ ভয়ের মধ্যে ছিল। সমস্ত ইস্রায়েল গভীর শোকে আচ্ছন্ন ছিল। [৫৩] চারদিকের দেশগুলি সঙ্গে সঙ্গে তাদের চূর্ণ করতে চেষ্টা করতে লাগল: বলছিল, 'ওদের আর নেতা নেই, মিত্রও নেই; আমাদের কেবল এখনই ওদের আক্রমণ করতে হবে, আর আমরা মানবকুল থেকে ওদের স্মৃতি মুছে দেব।'

নেতা-পদে সিমোন

১৩ সিমোন একথা জানতে পারলেন যে, ত্রিফো এসে যুদেয়াকে চূর্ণ করতে বহুসংখ্যক সেনাবাহিনী
সংগ্রহ করছেন; ২ আর যখন তিনি দেখলেন, জনগণ কম্পিত ও সন্ত্রাসিত, তখন যেরুসালেমে গিয়ে
লোকদের সমবেত করলেন; ৩ তাদের সাহস দিয়ে বললেন, 'আমি, আমার ভাইয়েরা, ও আমার
পিতৃকুল বিধিনিয়মের জন্য ও পবিত্রধামের জন্য যে কী না করেছি, তোমরা তা ভালই জান; কত
যুদ্ধ ও কষ্ট সহ্য করেছি, তাও জান। ৪ এজন্যই আমার ভাইয়েরা মরেছেন, হ্যাঁ, ইস্রায়েলের খাতিরে
সকলেই মরেছেন; যে রেহাই পেয়েছে, সে কেবল আমিই। ৫ তাই আমার পক্ষ থেকে, দূরের কথাই
যে, ক্লেশের যে কোন সময়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করব, কেননা আমি আমার ভাইদের চেয়ে বেশি
যোগ্য নই। ৬ বরং আমি আমার আপন জনগণকে, পবিত্রধাম, তোমাদের স্ত্রী-পুত্র সকলকেই রক্ষা
করব, কেননা বিজাতীয়েরা হিংসায় চালিত হয়ে আমাদের চূর্ণ করার জন্য একজোট হয়েছে।' ৭ তাঁর
এই কথা শুনে জনগণের আত্মা পুনরুজ্জীবিত হল, ৮ তারা জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠল,
'যুদার ও তোমার ভাই যোনাথানের পদে তুমিই আমাদের নায়ক; ৯ আমাদের হয়ে যুদ্ধ কর, আর
তুমি যা বলবে আমরা তাই করব!' ১০ তখন তিনি অস্ত্র ধারণে উপযুক্ত সকল লোককে জড় করলেন,
এবং যেরুসালেমের প্রাচীর শেষ করার কাজ ত্বরান্বিত করলেন, তার সমস্ত পরিসীমাও তিনি বলবান
করলেন। ১১ পরে আব্শালোমের সন্তান যোনাথানকে ও শক্তিশালী এক সৈন্যদল যাফাতে পাঠালেন,
আর এই আব্শালোম শহরবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে সেই নগরীতে থাকলেন।

সিমোন দ্বারা তাড়িত ত্রিফো
যোনাথানের মৃত্যু

১২ এবার ত্রিফো বিপুল সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যুদেয়াতে আসবার জন্য তলেমাইস থেকে
রওনা হলেন; বন্দিরূপে তিনি যোনাথানকেও সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন। ১৩ এদিকে সিমোন সমতল
ভূমির উল্টো দিকে আদিদায় শিবির বসালেন। ১৪ সিমোন তাঁর ভাই যোনাথানের পদে নায়ক
হয়েছেন ও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হচ্ছেন, একথা জানতে পেরে ত্রিফো দূত পাঠিয়ে তাঁর
কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন: ১৫ 'আপনার ভাই যোনাথান তাঁর পদে যে দায়িত্ব ধারণ করেছিলেন, সেই
দায়িত্ব পালনে তিনি রাজকোষের কাছে ঋণী ছিলেন; এই কারণেই আমরা তাঁকে ধরে রাখছি। ১৬
আপনি এখন যদি আমাদের কাছে একশ' বাট রুপো ও জামিনরূপে তাঁর ছেলেদের মধ্য থেকে
দু'জন ছেলেকে পাঠান, যেন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি একবার মুক্তি পেয়ে আমাদের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন না, তবে আমরা তাঁকে ছেড়ে দেব।' ১৭ তারা ছলনার সঙ্গেই কথা বলছিল,
এবিষয়ে সিমোন সচেতন ছিলেন বটে, কিন্তু তবু লোক পাঠিয়ে রুপো ও যোনাথানের ছেলেদের
আনালেন, কেননা তিনি জনগণের বড় অসন্তোষের পাত্র হতে চাচ্ছিলেন না, ১৮ বস্তুত তারা বলতে
পারত: 'তুমি রুপো ও ছেলেদের পাঠাওনি বলেই যোনাথান মরলেন।' ১৯ তাই তিনি সেই একশ'
বাট ও ছেলেদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু ত্রিফো কথা রক্ষা না করে যোনাথানকে ছাড়লেন
না। ২০ তা করে ত্রিফো দেশ দখল ও চূর্ণ করার জন্য পদক্ষেপ নিলেন: তিনি আদোরার পথ দিয়ে
ঘুরে গেলেন, কিন্তু যেই দিকে যেতেন, সেখানে সিমোন ও তাঁর সৈন্যদল উপস্থিত ছিলেন। ২১
এদিকে আক্রা-দুর্গের লোকেরা ত্রিফোর কাছে দূত পাঠিয়ে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তাদের সাহায্যে

আসতে ও তাদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী ব্যবস্থা করতে পীড়াপীড়ি করছিল। ২২ সেখানে যাবার জন্য
ত্রিফো তাঁর সমস্ত অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত করলেন, কিন্তু সেই রাতে প্রচুর তুষারপাত হল, আর
তুষারের কারণে তিনি যেতে পারলেন না। তাই উঠে তিনি গিলেয়াদে গেলেন। ২৩ বাস্কামার কাছে
এসে পৌঁছে তিনি যোনাথানকে বধ করলেন; তাঁকে সেইখানে সমাধি দেওয়া হল। ২৪ পরে ত্রিফো
ফিরে স্বদেশের দিকে রওনা হলেন।

২৫ সিমোন লোক পাঠিয়ে তাঁর ভাই যোনাথানের হাড় তুলে আনালেন এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের
শহর সেই মদীনে তাঁকে সমাধি দিলেন। ২৬ গোটা ইস্রায়েল মহা বিলাপে তাঁর জন্য চোখের জল
ফেলল, ও তাঁর জন্য বহু দিন ধরে শোকপালন করল। ২৭ সিমোন তাঁর পিতার ও ভাইদের কবরের
উপরে আকাশছোঁয়া একটা সমাধিমন্দির দিলেন, যার পাথর সামনে ও পিছনে মসৃণ। ২৮ পরে
পিতামাতার ও চার ভাইয়ের স্মরণে তিনি পরস্পরমুখী ত্রিপার্শ্ব শঙ্কুবিশেষ সাতটা স্মৃতিস্তম্ভ
বসালেন। ২৯ সেগুলির চারপাশে তিনি সৌন্দর্য-গাঁথনি রূপে উচ্চ স্তম্ভ বসালেন, ও স্তম্ভগুলির মাথায়
সনাতন স্মৃতির খাতিরে জয়ের স্মৃতিচিহ্ন রূপে নানা অস্ত্রশস্ত্র, এবং জয়ের স্মৃতিচিহ্নের পাশে পাশে
খোদাই করা জাহাজ রাখলেন; জাহাজগুলি তিনি এমনটি করলেন, যারা সমুদ্রে যাত্রা করবে,
তাদের কাছে যেন সেগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। ৩০ তেমনই ছিল সেই সমাধিমন্দির, যা তিনি মদীনে
নির্মাণ করলেন; আর এই সমাধিমন্দির আজও সেখানে আছে।

সিমোনের প্রতি ২য় দেমেত্রিওসের অনুগ্রহ

৩১ ত্রিফো যুবা আন্তিওখস রাজার প্রতি ধূর্তভাবে ব্যবহার করতেন, শেষে তাঁকে বধ করলেন; ৩২
পরে তাঁর পদে রাজা হয়ে মাথায় এশিয়ার মুকুট নিলেন ও দেশে বড় দুর্দশা ডেকে আনলেন। ৩৩
সেই সময়ে সিমোন যুদেয়ার গড়গুলি গেঁথে সেগুলির চারদিকে উচ্চ দুর্গমিনার ও অর্গলযুক্ত নগরদ্বার
সহ প্রাচীরও দিলেন, এবং গড়ে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী রাখলেন। ৩৪ পরে তিনি যোগ্য
মানুষদের বেছে নিয়ে দেশের জন্য করমুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে দেমেত্রিওস রাজার কাছে পাঠালেন,
কেননা ত্রিফো যা কিছু করেছিলেন, তা হয়েছিল শোষণমাত্র। ৩৫ দেমেত্রিওস রাজা এবিষয়ে তাঁকে
এই পত্র পাঠিয়ে উত্তর দিলেন:

৩৬ 'আমি, দেমেত্রিওস রাজা, মহাযাজক ও রাজবন্ধু সিমোনের সমীপে, প্রবীণবর্গ ও ইহুদী
জনগণের সমীপে: শুভেচ্ছা! ৩৭ আপনি আমাদের কাছে যে সোনার মুকুট ও খেজুরপাতা
পাঠিয়েছেন, তা গ্রহণ করে আমরা প্রীত হলাম, এবং আপনাদের সঙ্গে সাধারণ শান্তি-চুক্তি স্থির
করতে ও করমুক্তি বিষয়ে কর্মচারীদের কাছে পত্র লিখতে সম্মত আছি; ৩৮ আপনাদের সঙ্গে আমরা
যা স্থির করেছিলাম, তা বলবৎ থাকছে, এবং যে গড়গুলি আপনারা গেঁথেছেন, সেগুলি আপনাদেরই
অধিকারে থাকুক। ৩৯ আমাদের প্রতি আজ পর্যন্ত আপনারা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে যে
দোষত্রুটি করেছেন, এবং যে [স্বর্ণ] মালা আমাদের প্রতি আপনাদের দাতব্য, এই সমস্ত মাপ
করছি; যেরুসালেমে যদি অন্য করও নেওয়া হয়, তা আর নেওয়া হবে না। ৪০ আপনাদের মধ্য
থেকে যদি এমন কেউ থাকেন যাঁরা আমাদের ব্যক্তিত্বের রক্ষীদলে তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য, তাঁরা
তালিকাভুক্ত হোন; এবং আমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক।'

৪১ একশ' সত্তর সালে ইস্রায়েল থেকে বিজাতীয়দের জোয়াল খুলে দেওয়া হল ৪২ এবং দলিলে ও

ক্রয়-বিক্রয় পত্রে জনগণ লিখতে লাগল: 'ইহুদীদের সেনাপতি ও প্রধান নেতা সেই গণ্যমান্য মহাযাজক সিমোনের প্রথম বর্ষ।'

সিমোনের হাতে গেজের ও আক্রা-দুর্গ

[৪৩] সেসময় সিমোন গেজেরের চারদিকে নিজের সৈন্যদল মোতায়েন করে শহরটাকে অবরোধ করলেন। তিনি চলমান একটা উচ্চ ঘর তৈরি করিয়ে শহরের গায়ে ঠেলে দিলেন, ফলে একটা প্রাকার দখল করলেন। [৪৪] উচ্চ ঘরের সৈন্যেরা শহরে ঝাঁপ দিল, এতে শহরের মধ্যে মহা গোলমাল দেখা দিল। [৪৫] শহরবাসীরা স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রাচীরে উঠে ছেঁড়া পোশাকে জোর গলায় মিনতি করছিল যেন সিমোনকে তাদের হাতে ডান হাত দিতে সম্মত করতে পারে; [৪৬] তারা বলল, 'আমাদের শঠতা অনুযায়ী নয়, আপনার দয়া অনুযায়ীই আমাদের প্রতি ব্যবহার করুন।' [৪৭] সিমোন তাদের সঙ্গে মীমাংসা করলেন, তাদের বিরুদ্ধে আর লড়াই করলেন না; কিন্তু শহর থেকে তাদের বিচ্যুত করলেন, যত বাড়িতে দেবমূর্তি ছিল, সেইসব বাড়ি শুচীকৃত করলেন, আর এইভাবে বন্দনাগান ও ধন্যবাদগীতির মধ্যে শহরে প্রবেশ করলেন। [৪৮] শহর থেকে তিনি সমস্ত কলুষ বাতিল করলেন, এবং সেখানে বিধান-পরায়ণ মানুষদের বসবাস করালেন; পরে শহরটা বলবান করে তার মধ্যে নিজের আবাসগৃহও গেঁথে তুললেন।

[৪৯] যেরুসালেমের আক্রা-দুর্গের লোকেরা বাইরে যেতে ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলে যেতে বঞ্চিত হওয়ায় ভারী দুর্ভিক্ষ ভোগ করছিল, এমনকি তাদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন ক্ষুধায় মারাও গেছিল। [৫০] তখন তারা সিমোনের কাছে তাদের চিৎকার কর্ণগোচর করল, যেন তিনি তাদের হাতে ডান হাত দেন, আর সিমোন হাত দিলেন; তাই তিনি সেখান থেকে তাদের বিচ্যুত করলেন ও আক্রা-দুর্গটাকে তার সমস্ত কলুষ থেকে শুচীকৃত করলেন। [৫১] একশ' একাত্তর সালের দ্বিতীয় মাসে, মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে তারা প্রশংসাগান করতে করতে, হাতে খেজুরপাতা বহন করতে করতে, সেতার, খঞ্জনি, ও বীণার ঝঙ্কারে ও বন্দনাগীতি ও স্তুতিগানের মধ্যে সেই জায়গায় প্রবেশ করলেন, কেননা মহা শত্রুকে চূর্ণ করা হয়েছিল ও ইস্রায়েল থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। [৫২] সিমোন স্থির করলেন, প্রতি বছরে সেই দিনটি পর্বদিন বলে পালন করা হবে। তিনি আক্রা-দুর্গের ধারে ধারে মন্দিরের পর্বতকে বলবান করে তুললেন, আর সেখানে তাঁর আপন লোকদের সঙ্গে বসতি করলেন। [৫৩] আর যেহেতু তাঁর সন্তান যোহন বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ হয়েছিলেন, সিমোন তাঁকে সাধারণ সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলেন ও তাঁর বাসস্থান গেজেরে রাখলেন।

সিমোনের গুণকীর্তন

১৪ একশ' বাহাত্তর সালে দেমেত্রিওস রাজা তাঁর সেনাবাহিনী জড় করে ত্রিফোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সহকারী সৈন্যদল সংগ্রহ করতে মেদিয়ার দিকে রওনা হলেন। [২] কিন্তু পারস্য ও মেদিয়া-রাজ আর্সাকেস যেইমাত্র জানতে পারলেন যে, দেমেত্রিওস তাঁর নিজের এলাকায় প্রবেশ করেছেন, তাঁকে জিয়ন্ত ধরে নিতে তখনই তাঁর একজন সেনাপতিকে পাঠালেন। [৩] তিনি গিয়ে দেমেত্রিওসের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করলেন, তাঁকে বন্দি করে নিলেন ও আর্সাকেসের কাছে আনলেন; ইনি দেমেত্রিওসকে কারারুদ্ধ করলেন।

[৪] সিমোনের সমস্ত জীবনকাল ধরে যুদা দেশ শান্তি ভোগ করল,
তিনি তাঁর জনগণের কল্যাণের অন্বেষণ করলেন;
তাদের কাছে তাঁর কর্তৃত্ব ও গৌরব
তাঁর সমস্ত দিন ধরে গ্রহণীয় ছিল।
[৫] নিজের সমস্ত কর্মকীর্তি গৌরবে ভূষিত করতে
তিনি যাফা দখল করে তা বন্দর করলেন,
এভাবে সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের দিকে প্রবেশপথ অর্জন করলেন।
[৬] তিনি তাঁর জনগণের সীমানা প্রশস্ত করলেন,
এবং অঞ্চলটা পুনরায় জয় করলেন।
[৭] তিনি বন্দির এক লোকারণ্যই সংগ্রহ করলেন,
গেজের, বেথ্-জুর ও আক্রা-দুর্গটাকে হস্তগত করলেন;
আক্রা-দুর্গ থেকে যত কলুষ বাতিল করলেন,
আর কেউই তাঁকে বাধা দিল না।
[৮] লোকেরা শান্তিতে জমি চাষ করতে লাগল;
ভূমি দান করত তার আপন ফসল,
ও মাঠের গাছপালা দিত তাদের আপন ফল।
[৯] বৃদ্ধেরা চত্বরে চত্বরে আসন নিতেন,
সকলে সমৃদ্ধির কথা বলত;
যুবকেরা গৌরবময় যুদ্ধসজ্জা পরিধান করত।
[১০] তিনি শহরে শহরে খাদ্য-সামগ্রী ব্যবস্থা করলেন,
গড় গেঁথে সেগুলোকে বলবান করলেন,
আর তখন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সুনাম ও গৌরব
পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত।
[১১] তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন,
এবং ইস্রায়েল মহোল্লাসে মেতে উঠল।
[১২] প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসত,
তাদের ভয় দেখাতে কেউই ছিল না।
[১৩] দেশে তাদের বিরোধিতা করতে আর কোন বিপক্ষ রইল না,
সেই দিনগুলির রাজারা নিজেরাই চূর্ণ হয়েছিলেন।
[১৪] তিনি তাঁর জনগণের দীনদুঃখীদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করলেন,
বিধানের অন্বেষণ করলেন,
যত অন্যায়কারী ও ধূর্তজনকে উচ্ছেদ করলেন।
[১৫] তিনি মন্দিরকে নতুন শোভা দিলেন,
বহু পবিত্র পাত্র দানে তা ধনবান করলেন।

স্পার্তা ও রোমের সঙ্গে মিত্রতা-সন্ধি নবায়ন

১৬ যোনাথানের মৃত্যুর কথা রোমে, এমনকি স্পার্তা পর্যন্তও জানানো হল, আর সেখানকার
লোকেরা খুবই দুঃখিত হল। ১৭ তথাপি তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পদে তাঁর ভাই
সিমোন মহাযাজক হয়েছিলেন এবং তিনি অঞ্চলের ও শহরগুলির উপরে কর্তৃত্ব রেখে চলছিলেন, ১৮
তখন তাঁর ভাই সেই যুদা ও যোনাথানের সঙ্গে তাঁরা যে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা স্থির করেছিলেন, তা
নবায়ন করার জন্য তাঁর কাছে ব্রঞ্জের ফলকে লেখা পত্র পাঠিয়ে দিলেন। ১৯ পত্রগুলি যেরুসালেমের
জনসমাবেশের সাক্ষাতে পাঠ করে শোনানো হল। ২০ স্পার্তা-অধিবাসীরা যে পত্র পাঠালেন, তার
অনুলিপি এই:

'স্পার্তার কর্তৃপক্ষ ও শহরবাসী সকলে সিমোন মহাযাজকের সমীপে, প্রবীণবর্গ ও যাজকমণ্ডলীর
সমীপে, ও তাঁদের ভাই ইহুদী জনগণের বাকি সকলের সমীপে: শুভেচ্ছা! ২১ আমাদের জনগণের
কাছে প্রেরিত দূতেরা আপনাদের গৌরব ও সম্মানের বিষয় আমাদের অবগত করলেন, আর আমরা
তাঁদের আগমনে আনন্দিত হলাম। ২২ তাঁদের সমস্ত উক্তি আমরা আমাদের জনসভার কার্যবিবরণে
এই ভাবে লিখে নিলাম: ইহুদীদের দূত আন্তিওখসের সন্তান নুমেনিউস ও যাসোনের সন্তান
আন্তিপাতের আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-চুক্তি নবায়ন করার উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্যে এসেছেন। ২৩ তেমন
ব্যক্তিত্ব সাদরে গ্রহণ করায়, এবং স্পার্তা দেশবাসীরা যেন তাঁদের বক্তৃতার বাণীর স্মৃতি রক্ষা করতে
পারেন, সেই বাণী সরকারী দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে জমা করায় জনগণ প্রীত হলেন।'

২৪ পরবর্তীকালে সিমোন, রোমের সঙ্গে মিত্রতা-চুক্তি বহাল রাখার জন্য, পাঁচ কিলো পরিমিত বড়
একটা সোনার ঢালের বাহকরূপে নুমেনিউসকে রোমে প্রেরণ করলেন।

সিমোনের প্রতি জনগণের সম্মান

২৫ লোকদের কাছে এই সমস্ত ঘটনা জানানো হলে তারা বলল, 'সিমোন ও তাঁর সন্তানদের কাছে
প্রতিদানরূপে আমরা কী দেব? ২৬ তিনি, তাঁর ভাইয়েরা, ও তাঁর পিতৃকুল তো অটল থাকলেন, অস্ত্র
প্রয়োগে নিজেদের মধ্য থেকে ইস্রায়েলের শত্রুদের তাড়িত করলেন, ও তার স্বাধীনতা সুস্থির
করলেন।' তাই তাঁরা ব্রঞ্জের ফলকের উপরে একটা লিপি খোদাই করলেন, এবং সেই ফলকগুলি
সিয়োন পর্বতে স্তম্ভের উপরে রাখা হল। ২৭ লিপির বাণী এই:

'একশ' বাহাত্তর সালের এলুল মাসে, মাসের অষ্টাদশ দিনে, অর্থাৎ মহামান্য মহাযাজক
সিমোনের তৃতীয় সালে, আসারামেলে, ২৮ যাজকদের ও জনগণের, দেশনেতাদের ও অঞ্চলের
প্রবীণবর্গের মহাসভায় আমাদের কাছে একথা জানানো হয়েছে যে: ২৯ দেশে প্রায় অবিরত যুদ্ধকালে
যোয়ারিব-বংশের যাজক মাত্তাথিয়ার সন্তান সিমোন ও তাঁর ভাইয়েরা তুমুল যুদ্ধের মধ্যে নেমে
তাঁদের জনগণের বিপক্ষদের প্রতিরোধ করলেন, যেন পবিত্রধাম ও বিধান অক্ষুণ্ণ থাকে; এভাবে
তাঁরা তাঁদের জনগণকে মহাগৌরব আরোপ করলেন। ৩০ যোনাথান তাঁর আপন জনগণকে একত্র
করলেন, তাঁদের মহাযাজক হলেন, পরে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে গেলেন। ৩১ যখন
তাঁদের শত্রুরা তাঁদের দেশ দখল করবে ও তাঁদের পবিত্রধামের বিরুদ্ধে হাত বাড়াবে বলে মনস্থ
করল, ৩২ তখন সিমোন তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন, তাঁর আপন জনগণের জন্য লড়াই করলেন, এবং
তাঁর দেশের যোদ্ধাদের অস্ত্রসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে ও তাঁদের মজুরি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তাঁর

নিজের অর্থের বহু অংশ ব্যয় করলেন। ৩৩ উপরন্তু যুদেয়ার শহরগুলিকে ও যুদেয়া এলাকার অন্তর্ভুক্ত
বেথ্-জুর বলবান করে তুললেন—সেখানে আগে শত্রুদের দৃঢ়দুর্গ ছিল—আর সেই স্থানে ইহুদী
সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন। ৩৪ তিনি সমুদ্রের ধারে অবস্থিত যাফা, এবং আসদোদের সীমানায়
অবস্থিত গেজের বলবান করে তুললেন—সেখানে আগে শত্রুরাই বসবাস করত—সেই স্থানে ইহুদী
বসতি স্থাপন করলেন, এবং তাদের স্বনির্ভরশীল করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন ছিল, সেখানে তেমন
ব্যবস্থা করলেন। ৩৫ ফলত, সিমোনের বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে সচেতন হয়ে, এবং তিনি তাঁর
জনগণের জন্য যে গৌরব জয় করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, এবিষয়েও সচেতন হয়ে জনগণ তাঁর
এই সমস্ত কর্মকীর্তির জন্য, জনগণের প্রতি দেখানো তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য, এবং
সমস্ত উপায় দিয়ে তিনি যে তাঁর আপন জনগণের শক্তি উন্নীত করতে চেষ্টা করেছিলেন, এরই জন্য
তাঁকে জাতির নেতা ও মহাযাজক পদে নিযুক্ত করল।

৩৬ তাঁর দিনগুলিতে এমনটি ঘটল যে, তাঁরই দ্বারা দেশ থেকে বিজাতীয়দের বিচ্যুত করা হল;
যেরুসালেমে দাউদ-নগরীতে থাকা সেই সকলকেও বিচ্যুত করা হল যারা নিজেদের সঙ্কল্পের
উদ্দেশ্যে আক্রা-দুর্গটা নির্মাণ করেছিল, আর তা থেকে বের হয়ে পবিত্রধামের চারদিকের স্থান
কলুষিত করছিল ও তার পবিত্র মর্যাদা লঙ্ঘন করছিল। ৩৭ অঞ্চলের ও নগরীর নিরাপত্তার জন্য
তিনি সেখানে ইহুদী সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন, এবং যেরুসালেমের প্রাচীর উচ্চ করলেন।

৩৮ দেমেত্রিওস রাজা তাঁকে মহাযাজক মর্যাদা আরোপ করলেন, ৩৯ তাঁর নিজের রাজবন্ধুদের মধ্যে
তাঁকে তালিকাভুক্ত করলেন, তাঁকে মহাসম্মান অর্পণ করলেন; ৪০ বস্তুত তিনি জানতে পেরেছিলেন
যে, রোমীয়দের কাছে ইহুদীরা বন্ধু, মিত্র ও ভাই বলে পরিগণিত ছিলেন; এও জানতে পেরেছিলেন
যে, রোমীয়েরা সিমোনের দূতদের সম্মানপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহণ করেছিলেন; ৪১ তিনি এই
কথাও অবগত ছিলেন যে, ইহুদীরা ও যাজকবর্গ এবিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন যে, সিমোন
সবসময়ের জন্য তাঁদের অগ্রনেতা ও মহাযাজক হবেন যে পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য এক নবীর উদ্ভব না
হয়; ৪২ আরও, তিনি তাঁদের সেনাপতি হবেন, পবিত্রধাম তত্ত্বাবধান করবেন, মন্দির-নির্মাণকাজে,
দেশে, অস্ত্র-ব্যবস্থায় ও বিভিন্ন গড়ে তাঁরই দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক নিযুক্ত হবেন; ৪৩ তিনি নিজে
পবিত্রধামের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হওয়ায় সকলে তাঁর প্রতি বাধ্য হবেন; দেশে তাঁরই নাম উল্লেখ
করে সমস্ত দলিল লেখা হবে, তিনি বেগুনি ও স্বর্ণ পোশাক পরিধান করবেন; ৪৪ উপরন্তু, জনগণের
কিংবা যাজকবর্গের কেউই তাঁর এই সমস্ত অধিকার অস্বীকার করবে না, তাঁর আদেশও অমান্য
করবে না, কিংবা তাঁর সম্মতি ছাড়া জনসমাবেশ আহ্বান করবে না, বেগুনি পোশাক পরিধান করবে
না ও সোনার বন্ধনী কোমরে বাঁধবে না; ৪৫ উপরন্তু, যে কেউ এই সমস্ত বিধির বিরুদ্ধাচরণ করবে,
বা এগুলির একটাও প্রত্যাখ্যান করবে, তারা সকলে অপরাধী বলে পরিগণিত হবে। ৪৬ আর যেহেতু
জনগণ এতে প্রীত হয়েছিলেন যে, সিমোন এই নিয়ম-বিধি অনুসারে ব্যবহার করবেন; ৪৭ এবং তাঁর
নিজের পক্ষ থেকে সিমোনও মহাযাজকত্ব অনুশীলন করতে, ইহুদীদের ও যাজকবর্গের প্রধান
সেনাপতি ও দেশনেতা হতে, এবং সবার প্রধান হতে রাজি হয়ে এই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন:

৪৮ সেজন্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকারী হোক, তথা: এই লিপি ব্রঞ্জের ফলকে খোদাই করা হোক, তা
মন্দির-প্রাঙ্গণে একটা উপযুক্ত স্থানে রাখা হোক, ৪৯ এবং সিমোন ও তাঁর সন্তানদের জন্য তার

অনুলিপি কোষাগারে জমা করা হোক।'

সিমোনের কাছে ৭ম আন্তিওখসের পত্র

দোরা অবরোধ

১৫ দেমেত্রিওস রাজার সন্তান আন্তিওখস সমুদ্রের দ্বীপগুলি থেকে ইহুদীদের দেশনেতা ও মহাযাজক
সিমোনের কাছে এবং সমস্ত জনগণের কাছে পত্র পাঠালেন; ২ পত্রের বাণী এই:

'আমি, আন্তিওখস রাজা, দেশনেতা ও মহাযাজক সিমোনের সমীপে ও ইহুদী জনগণের সমীপে:
শুভেচ্ছা! ৩ যেহেতু পাষণ্ড কয়েকটা মানুষ আমাদের পিতৃপুরুষদের রাজ্য হস্তগত করেছে, এবং
রাজ্যটি আগের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি তা আবার নিজেরই বলে দাবি করব বলে মনস্থ
করেছি, এবং যেহেতু এই উদ্দেশ্যে আমি বিপুল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছি ও যুদ্ধ-জাহাজ
অস্ত্রসজ্জিত করেছি, ৪ কারণ আমাদের দেশ যারা ধ্বংস করেছে ও আমার রাজ্যের অনেক শহর
উৎসন্ন করেছে, তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমি স্থলভূমিতে নামব বলে মনস্থ করেছি, ৫ সেজন্য,
আমার আগে যাঁরা রাজা ছিলেন, তাঁরা যত করমুক্তি আপনাকে মঞ্জুর করেছিলেন, আমি আপনার
পক্ষে সেই সকল করমুক্তি ও অন্য সমস্ত উপঢৌকন থেকে মুক্তি বলবৎ রাখছি। ৬ সুতরাং আমি
আপনাকে এই সমস্ত অধিকার মঞ্জুর করছি, তথা: আপনার দেশে আইনগত মূল্যমান হিসাবে
আপনি নিজের মুদ্রা তৈরি করবেন, ৭ যেরুসালেম ও তার পবিত্রধাম মুক্ত হবে, যে সকল অস্ত্র আপনি
তৈরি করেছেন ও গড় গেঁথে তুলেছেন, তা সবই আপনার অধিকারে থাকবে। ৮ রাজকোষের কাছে
আপনার বর্তমান ও ভাবী ঋণ এখন থেকে চিরকাল ধরে মাপ করা হয়েছে। ৯ আর যখন আমরা
আমাদের রাজ্য আবার জয় করে ফিরে পাব, তখন আপনাকে, আপনার জনগণকে ও পবিত্রধামকে
এমন মহা সম্মানে ভূষিত করব, যা আপনাদের গৌরব সারা পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ করবে।'

১০ একশ' চুয়াত্তর সালে আন্তিওখস তাঁর পিতৃপুরুষদের দেশে প্রবেশ করলেন; আর যেহেতু সমস্ত
সেনাবাহিনী তাঁরই কাছে একত্র হল, সেজন্য ত্রিফোর সঙ্গে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমর্থনকারী
থাকল। ১১ আন্তিওখস তাঁকে ধাওয়া করতে লাগলেন, তাই ত্রিফো পালাতে বাধ্য হয়ে সমুদ্রতীরে
অবস্থিত দোরা পর্যন্ত গেলেন, ১২ কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দুর্বিপাক জমে যাচ্ছিল ও
তাঁর সৈন্যদল তাঁকে ত্যাগ করছিল। ১৩ আন্তিওখস দোরার বাইরে শিবির স্থাপন করলেন, তাঁর সঙ্গে
ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার যোদ্ধা ও আট হাজার অশ্বারোহী। ১৪ তিনি শহর অবরোধ করলেন, আর
একই সময়ে জাহাজগুলি সমুদ্র থেকে আক্রমণ করল; এভাবে তিনি স্থলভূমি ও সমুদ্র থেকে,
দু'দিক থেকেই শহরের উপর চাপ দিলেন, এবং কাউকে ভিতরে বা বাইরে যেতে দিলেন না।

রোম থেকে প্রতিনিধিদের প্রত্যাগমন

রোমের সঙ্গে মিত্রতা-সন্ধি ঘোষিত

১৫ ইতিমধ্যে নুমেনিউস ও তাঁর সঙ্গীরা রোম থেকে ফিরে এসেছিলেন; তাঁদের হাতে নানা দেশের
রাজাদের জন্য পত্র ছিল; পত্রগুলির বাণী এরূপ:

১৬ 'আমি, রোমীয়দের প্রধান শাসনকর্তা লুকিউস, তলেমি রাজার সমীপে: শুভেচ্ছা! ১৭ সিমোন
মহাযাজক ও ইহুদী জনগণ দ্বারা প্রেরিত হয়ে ইহুদীদের প্রবীণবর্গ প্রাচীন বন্ধুত্ব ও মিত্রতা-চুক্তি

নবায়ন করার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে আমাদের বন্ধু ও মিত্র বলে এসেছেন। [১৮] তাঁরা পাঁচ কিলো
পরিমিত সোনার এক ঢাল সঙ্গে করে এনেছেন। [১৯] সেই অনুসারে আমাদের পক্ষ থেকে নানা দেশের
রাজাদের কাছে পত্র লেখা বাঞ্ছনীয় মনে করেছি, তাঁরা যেন ইহুদীদের কোন অসুবিধা না সৃষ্টি
করেন, তাঁদের শহরগুলি বা তাঁদের অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চালান, এবং তাঁদের সঙ্গে যারা যুদ্ধ
করে, তাদের পক্ষে যেন না দাঁড়ান। [২০] তাঁদের কাছ থেকে সেই ঢাল গ্রাহ্য করা উত্তম মনে করেছি।
[২১] সুতরাং, যদি কোন পাষণ্ড তাঁদের অঞ্চল থেকে পালিয়ে আপনাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে
থাকে, তবে তেমন লোকদের সিমোনের হাতে তুলে দিন, তারা যেন তাঁদের বিধান অনুযায়ী শাস্তি
পায়।'

[২২] প্রধান শাসনকর্তা একই প্রকার বাণী প্রেরণ করলেন দেমেত্রিওস রাজা, আত্তালস,
আরিয়ারাথেস ও আর্সাকেসের কাছে [২৩] এবং সকল দেশের কাছে, যথা: সামস্সামিস, স্পার্তা, দেলো,
মিন্দস, সাইসিয়োন, কারিয়া, সামোস, পাম্ফিলিয়া, লিসিয়া, হালিকার্নাস্সাস, রোদ, ফাসেলিস,
কোস, সাইদি, আরাদোস, গোর্তিন, ক্নিদস, সাইপ্রাস, সাইরিনি ইত্যাদি দেশের কাছে। [২৪] তাঁরা
সিমোন মহাযাজকের জন্যও এই পত্রগুলির অনুলিপির ব্যবস্থা করেছিলেন।

সিমোনের বিরুদ্ধে ৭ম আন্তিওখসের অনুযোগ

[২৫] এদিকে আন্তিওখস দোরার বাইরে স্থাপন করা তাঁর শিবির থেকে নগরীর বিরুদ্ধে অবিরত
সৈন্যদল প্রেরণ করছিলেন। তিনি যুদ্ধযন্ত্র নির্মাণ করলেন, ত্রিফোকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখলেন,
ফলে শহরের ভিতরে বা বাইরে যাবার গতি রোধ করলেন। [২৬] আন্তিওখসের পাশে লড়াই করার
জন্য সিমোন তাঁর কাছে দু'হাজার সেরা যোদ্ধা পাঠালেন, সেইসঙ্গে সোনা-রুপো ও প্রচুর যুদ্ধাস্ত্রও
পাঠালেন। [২৭] কিন্তু আন্তিওখস কিছুই গ্রহণ করতে চাইলেন না, এমনকি, সিমোনকে তিনি আগে যা
মঞ্জুর করেছিলেন, তা তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিলেন ও তাঁর প্রতি সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপেই পাল্টালেন।
[২৮] পরে তাঁর কাছে তিনি রাজবন্ধুদের মধ্য থেকে একজনকে, আথেনোবিওসকে, প্রেরণ করলেন,
যেন সিমোনের সঙ্গে বসে তাঁর কাছে এই শর্ত ব্যক্ত করেন: 'আপনারা যাফা, গেজের,
যেরুসালেমের আক্রা-দুর্গ ও আমার রাজ্যের সকল শহর দখল করে আছেন। [২৯] তাদের গোটা
এলাকা নষ্ট করেছেন, দেশে মহাধ্বংস সাধন করেছেন, আমার রাজ্যের বহু জায়গা হস্তগত
করেছেন। [৩০] হয় আপনাদের দখল করা শহরগুলি এখন ফিরিয়ে দেন, আর সেইসঙ্গে, যুদেয়া
এলাকার বাইরে যত জায়গা হস্তগত করেছেন, সেই সকল জায়গার রাজকর ফিরিয়ে দেন; [৩১] না হয়
এর বিনিময়ে ও আপনাদের সাধিত ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাঁচশ' বাট রুপো, এবং শহরগুলির
রাজকরের বিনিময়ে আরও পাঁচশ' বাট রুপো দেন; অন্যথায় আমরা এসে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করব।'

[৩২] রাজবন্ধু আথেনোবিওস যেরুসালেমে গেলেন; সিমোনের শোভা, সোনা-রুপোর কারুকাজ
তাঁর সেই পাত্রগুলি ও তাঁর দেশের গৌরবময় অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন; পরে তাঁকে রাজার
বাণী জানিয়ে দিলেন, [৩৩] কিন্তু সিমোন তাঁকে এই উত্তর দিলেন: 'আমরা অন্য দেশের কোন জায়গা
দখল করিনি, পরের সম্পদও দখল করিনি, বরং আমাদের পিতৃপুরুষদের যে উত্তরাধিকার আমাদের
শত্রুরা কিছুকালের মত অন্যায়ভাবে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল, তা-ই আমরা দখল

করেছি; [৩৪] আর এখন আমরা যেহেতু সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে নিচ্ছি। [৩৫] উপরন্তু, আপনি যে শহরগুলি দাবি করছেন, সেই যাফা ও গেজের আমাদের জনগণের দেশে যথেষ্ট ক্ষতিকর কাজ সাধন করেছে; সেই দুই শহরের জন্য আমরা একশ' তলন্ত দিতে প্রস্তুত।' [৩৬] প্রত্যুত্তরে একটা কথাও না বলে আথেনোবিওস ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গিয়ে সিমোনের বাণী, তাঁর শোভা ও নিজে যা দেখতে পেয়েছিলেন, সবই রাজাকে জানিয়ে দিলেন; তাতে রাজা প্রচণ্ড রোষে জ্বলে উঠলেন।

যুদেয়ায় কেন্দেবেওস

[৩৭] ইতিমধ্যে ত্রিফো একটা জাহাজে উঠে অর্থোসিয়ায় পালিয়ে গেছিলেন। [৩৮] তখন রাজা কেন্দেবেওসকে সমুদ্রতীরের সামরিক শাসক পদে নিযুক্ত করলেন, ও তাঁর অধীনে পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী বাহিনী রাখলেন। [৩৯] তাঁকে যুদেয়ার সামনে শিবির স্থাপন করতে আজ্ঞা করলেন, এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যেন কেদ্রোন পুনর্নির্মাণ করেন, তার নগরদ্বার বলবান করেন, এবং জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। তারপর রাজা ত্রিফোর পিছনে ধাওয়া করে চললেন। [৪০] যাম্নিয়ায় গিয়ে কেন্দেবেওস জনগণকে প্ররোচিত করতে, যুদেয়া দখল করতে, এবং জনগণের মধ্য থেকে মানুষকে বন্দি করে নিতে ও বধ করতে লাগলেন। [৪১] তিনি কেদ্রোন পুনর্নির্মাণ করলেন, এবং সেখানে অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক সৈন্যদল মোতায়েন রাখলেন, যেন রাজাজ্ঞা অনুসারে তারা বের হয়ে যুদেয়ার পথে পথে ঘোরাফেরা করে।

সিমোনের সন্তানদের দ্বারা তাড়িত কেন্দেবেওস

১৬ তখন যোহন গেজের থেকে এসে, কেন্দেবেওস যে কেমন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তা সবই তাঁর পিতা সিমোনকে জানালেন। [২] তাই সিমোন নিজের দুই জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদা ও যোহনকে ডেকে তাঁদের বললেন, 'আমি, আমার ভাইয়েরা, ও আমার পিতৃকুল যৌবনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েলের লড়াই-সংগ্রামে যোগ দিয়েছি, এবং বহুবার ইস্রায়েলকে নিস্তার করায় সফল হয়েছি। [৩] কিন্তু এখন আমি বৃদ্ধ, কিন্তু তোমরা, স্বর্গের দয়ায়, উপযুক্ত বয়সের মানুষ; তাই তোমরা আমার ও আমার ভাইয়ের পদ গ্রহণ করে তোমাদের জনগণের পক্ষে সংগ্রাম করতে অগ্রসর হও। স্বর্গের সহায়তা তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক!' [৪] যোহন অঞ্চলের যোদ্ধাদের মধ্য থেকে কুড়ি হাজার লোক ও অশ্বারোহী বেছে নিলেন, আর এরা কেন্দেবেওসের বিরুদ্ধে রওনা হয়ে মদীনে রাত কাটাল। [৫] খুব সকালে উঠে তারা সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে, এমন সময় দেখ, তাদের সামনে বিপুল এক সেনাবাহিনী—পদাতিক ও অশ্বারোহী! কিন্তু একটা খাদনদী মাঝখানে রয়েছে। [৬] যোহন ও তাঁর লোকেরা তাদের সম্মুখীন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর লোকেরা খাদনদী পার হতে ভীত, তখন নিজেই প্রথম পার হলেন; তাঁকে দেখে তাঁর লোকেরাও তাঁর পিছনে গেল। [৭] তিনি সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে অশ্বারোহী বাহিনী পদাতিকদের মধ্যস্থানে রাখলেন, কেননা বিপক্ষদের অশ্বারোহী দল বহুসংখ্যক ছিল। [৮] তুরিনিনাদ উঠল: কেন্দেবেওস ও তাঁর সৈন্যশ্রেণীকে পালাতে বাধ্য করা হল; তাদের অনেকে মারা পড়ল, ও বাকি সকলে গড়ের মধ্যে আশ্রয় নিল। [৯] তখনই যোহনের ভাই যুদা আহত হলেন, কিন্তু যোহন তাদের পিছনে ধাওয়া

করলেন যে পর্যন্ত সেই কেদ্রোনে এসে পৌঁছলেন যা কেন্দেবেওস পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। [১০] আসদোদের অঞ্চলে যত গড় ছিল, শত্রুরা সেখান পর্যন্ত পালিয়ে গেল, কিন্তু যোহন সেগুলিতে আগুন লাগালেন। শত্রুদের প্রায় দু'হাজার লোক মারা পড়ল। তখন যোহন নিরাপদে যুদেয়ায় ফিরে গেলেন।

সিমোনকে হত্যা
তাঁর পদে তাঁর সন্তান যোহন

[১১] আবুবোসের সন্তান তলেমি যেরিখোর সমতল ভূমির সামরিক শাসক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন; তিনি ছিলেন বহু সোনা-রুপোর অধিকারী, [১২] এবং মহাযাজকের জামাতা। [১৩] তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা জ্বলে উঠল: তাঁর আশা ছিল, তিনি দেশ নিজেরই হাতে নেবেন; এ উদ্দেশ্যে সিমোনকে ও তাঁর সন্তানদের উচ্ছেদ করার জন্য কুপরিকল্পনা আঁটছিলেন। [১৪] সেসময়ে সিমোন সমস্ত অঞ্চলের শহরগুলির পরিদর্শনে ও তাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ব্যস্ত ছিলেন; একদিন—একশ' সাতষট্টি সালের একাদশ মাসে, অর্থাৎ শেবাট মাসে—তিনি ও তাঁর সন্তান মাত্তাথিয়া ও যুদা যেরিখোতে এলেন। [১৫] আবুবোসের সন্তান ছলনা ক'রে দোক নামে তাঁর নিজের নির্মিত একটা ছোট গড়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, আর সেখানে তাঁদের জন্য ঘটা করে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন—কিন্তু সেখানে তিনি আগে থেকে অস্ত্রসজ্জিত কয়েকটি লোক লুকিয়ে রেখেছিলেন। [১৬] সিমোন ও তাঁর সন্তানেরা মদোন্মত্ত হলে তলেমি ও তাঁর লোকেরা উঠে অস্ত্র হাতে ধরে ভোজালয়ে সিমোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে, তাঁর দুই সন্তানকে ও তাঁর কয়েকজন দাসকে বধ করলেন। [১৭] এতে তিনি মহা বিদ্রোহ কর্ম সাধন করলেন, এবং মঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল ফিরিয়ে দিলেন।

[১৮] তলেমি এই বিষয়ে রাজার কাছে একটা বিবরণ-পত্র লিখে পাঠালেন; তাঁর প্রত্যাশা: রাজা তাঁর কাছে সহকারী সৈন্যদল পাঠাবেন এবং অঞ্চলটা ও সমস্ত শহরের ভার তাঁরই হাতে তুলে দেবেন। [১৯] তিনি যোহনকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে আরও লোক গেজেরে পাঠালেন, এবং তাঁর সহস্রপতিদের লিখিত আদেশ দিলেন যেন তারা আসে, কেননা তাদের হাতে বহু সোনা-রুপো উপহাররূপে দেওয়ার কথা; [২০] উপরন্তু তিনি যেরুসালেম ও মন্দিরের পর্বত দখল করতে আরও লোক পাঠালেন। [২১] কিন্তু কে যেন একজন আগে দৌড়ে যোহনকে সংবাদ দিল যে, তাঁর পিতা ও তাঁর ভাইয়েরা সকলে মারা পড়লেন; লোকটি বলে চলল, 'আপনাকেও বধ করতে তিনি লোক পাঠিয়েছেন।' [২২] তা শুনে যোহন অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন; পরে, যারা তাঁকে বধ করতে এসেছিল, তাদের তিনি গ্রেপ্তার করে প্রাণে মারলেন; কেননা ইতিমধ্যে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তারা তাঁকে বধ করার চেষ্টায় ছিল।

[২৩] যোহনের অন্য যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত লড়াই-সংগ্রাম, তাঁর বীর্যবত্তা, তাঁর সাধিত প্রাচীর-পুনর্নির্মাণ ও তাঁর কর্মবিবরণ, [২৪] দেখ, মহাযাজকরূপে তাঁর পিতার পদ গ্রহণের দিন থেকে [তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত] এই সমস্ত তাঁর মহাযাজকত্বের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।